উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

# উত্তরবঙ্গ সংবাদ

**রাজনীতি, পরিবার ত্যাগ লালু-কন্যার**
ভোটে ভরাডুবির ধাক্কায় ঘর ভাঙল আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদবের। শনিবার লালু-কন্যা রোহিণী আচার্য রাজনীতি ছাড়ার কথা ঘোষণা করেন। পরিবারের সঙ্গেও সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। ›› ১১

**তালিকা প্রকাশ এসএসসি'র**
'যোগ্য'দের ভাগ্য নির্ধারণ করল এসএসসি। শনিবার প্রকাশিত একাদশ-দ্বাদশ স্তরের শিক্ষক নিয়োগের ইন্টারভিউয়ের তালিকায় নেই বহু 'যোগ্য' চাকরিহারার নাম। ›› ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

| শিলিগুড়ি | | জলপাইগুড়ি | | কোচবিহার | | আলিপুরদুয়ার | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ২৯° সর্বোচ্চ | ১৬° সর্বনিম্ন | ২৯° সর্বোচ্চ | ১৬° সর্বনিম্ন | ২৯° সর্বোচ্চ | ১৬° সর্বনিম্ন | ২৭° সর্বোচ্চ | ১৫° সর্বনিম্ন |

**থানায় বিস্ফোরণ, মৃত ৯**
শুক্রবার রাতে জম্মু ও কাশ্মীরের নওগাম থানায় বিস্ফোরণে মৃত ৯। ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্র। প্রাথমিক তদন্তে এটি দুর্ঘটনা বলে জানিয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। ›› ১০

শিলিগুড়ি ২৯ কার্তিক ১৪৩২ রবিবার ৭.০০ টাকা 16 November 2025 Sunday 20 Pages Rs. 7.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 177

## আইন ভেঙে বিডিও'র নীলবাতি জাদু

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

**শিলিগুড়ি, ১৫ নভেম্বর :** সল্টলেকের স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যা হত্যাকাণ্ডের ১৬ দিন বাদে অপহরণ এবং খুনে ব্যবহৃত নীলবাতির গাড়িটি উদ্ধার করলেন বিধাননগর কমিশনারেটের গোয়েন্দারা। পুলিশ সূত্রের খবর, ঘটনায় ধৃত রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মনের গাড়ির চালক রাজু ঢালিকে জেরা করেই গাড়ির খোঁজ মিলেছে। নিউটাউন থেকেই গাড়িটি উদ্ধার করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন, গাড়িটির রেজিস্ট্রেশন হয়েছে শিলিগুড়ি আঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তরে। তবে কাগজে-কলমে গাড়িটির মালিক প্রশান্ত নন। গাড়িটি ভাড়া নেওয়া হয়েছিল কি না বা কোন চুক্তিতে গাড়িটি ব্যবহার করা হচ্ছিল, গাড়িটি কোথায় কোথায় যাতায়াত করত, কারা গাড়িটি ব্যবহার করতেন, আর কোনও বেআইনি কাজে গাড়িটি ব্যবহার করা হয়েছে কি না সেসব খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই নতুন একটি সিসিটিভি ফুটেজ হাতে পেয়েছেন তাঁরা, যেখানে ওই নীলবাতির গাড়িতে কয়েকজন তরুণকে দেখা গিয়েছে। তাঁরা কারা তা নিয়েও তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। শুধু খুনের কাজেই নয়, গাড়িটি অন্য কোনও বেআইনি কাজেও ব্যবহার করা হয়েছে বলেই আশঙ্কা করছেন গোয়েন্দারা।

তদন্তের সূত্রেই প্রশান্তর নীলবাতির অবৈধ কেরামতির নানা গল্প সামনে আসতে শুরু করেছে। রাজগঞ্জের বিডিও ঠিক কতগুলো নীলবাতির গাড়ি ব্যবহার করেন তা নিয়ে এখনও ধন্দে বিধাননগর কমিশনারেটের কর্তারা। নীলবাতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা রয়েছে। সেই নির্দেশিকা অনুসারে একজন বিডিও নীলবাতির গাড়ি ব্যবহার করতে পারেন না। নিয়ম ভাঙলে জরিমানার কথাও আইনে বলা আছে। তবে প্রশান্ত এতটাই প্রভাবশালী যে সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশকেও বুড়ো আঙুল দেখাতে পিছপা হননি। শুধু নিজের কর্মক্ষেত্রে রাজগঞ্জ নয়, তার বাইরে অন্য জেলাতেও নীলবাতির গাড়ি চড়ে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছেন তিনি। বিডিও'র বেআইনি নীলবাতির এমনই জাদু যে তা গাড়ি থেকে খোলার সাহস দেখায় না উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষও। জেলা প্রশাসন বা পুলিশের কর্তারা যে কিছু জানেন না তা নয়। সকলের চোখের সামনেই নীল আভা ছড়িয়ে প্রশান্তর গাড়ি ছুটে যায়। তবুও সকলেই জেগে ঘুমান। বেআইনি নীলবাতি ব্যবহারের বিরুদ্ধে কেন পদক্ষেপ হচ্ছে না? পুলিশের কর্তারা বিষয়টি নিয়ে কোনও কথাই বলতে চাননি। জলপাইগুড়ি সদরের মহকুমা শাসক

*এরপর চোদ্দোর পাতায়*

## শর্তে মুক্তি সেই ডাক্তারকে

### হতবাক জানিসারের প্রতিবেশীরা

অরুণ ঝা

**ডালখোলা (কোনাল), ১৫ নভেম্বর :** দিল্লি বিস্ফোরণ কাণ্ডে জড়িত সন্দেহে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ শুক্রবার ডালখোলা থানার কোনাল এলাকার বাসিন্দা চিকিৎসক জানিসার আলমকে আটক করে শিলিগুড়ি নিয়ে গিয়েছিল। দীর্ঘ জেরার পর এনআইএ কর্তারা শনিবার বিকেলে জানিসারকে একাধিক শর্তে মুক্তি দিয়েছেন। জানিসারের পরিবারের সদস্যরা এনআইএ'র শর্তের কথা জানিয়েছেন। শিলিগুড়ি থেকে জানিসারকে নিয়ে ফেরার পথে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক তাঁর খুড়তুতো এক দাদা বললেন, 'এনআইএ'র দিল্লি দপ্তর থেকে পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত জানিসারকে ডালখোলার বাড়িতেই থাকতে হবে। এমনকি সোশ্যাল মিডিয়ায় সক্রিয়তা থেকেও তাকে বিরত থাকতে হবে। সঙ্গে তদন্ত সংক্রান্ত কোনও বিষয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ না খুলতেও এনআইএ জানিসারকে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে।'

জানিসার লুধিয়ানায় পরিবারের সঙ্গে থাকেন। তাঁর বাবা তৌহিদ আলম পেশায় হাতুড়ে। ২০২৪ সালে হরিয়ানার আল ফালাহ মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাশ করেছেন। আল ফালাহ কলেজ বর্তমানে তদন্তকারী সংস্থার রাডারে রয়েছে। স্বভাবতই এনআইএ'র পক্ষ থেকে একাধিক শর্তে জানিসারকে ছেড়ে দেওয়া নিয়ে রীতিমতো ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। ইসলামপুর পুলিশ জেলার সুপার জবি থমাস বলেন, 'এনআইএ ভায়া থানা নোটিশ করে একজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকেছিল। বাকিটা তদন্তকারী সংস্থাই বলতে পারবে।' এলাকায় হাই অ্যালার্ট জারি করা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'সীমান্ত এলাকা হওয়ায় এমনিতেই গোটা বছর ইসলামপুর পুলিশ জেলার সমস্ত থানা এলাকা সতর্ক থাকে। দিল্লি বিস্ফোরণের পর আমরা নজরদারি আরও বাড়িয়ে দিয়েছি।'

এদিন সকালে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে অসুরাগর এলাকায় গ্রামীণ রোড ধরে উত্তর কোনাল পৌঁছাতেই জটলা করা ভিড়ের উৎসুক চাউনি নজরে পড়ল। সেনপাড়া চৌরাস্তা মোড় থেকে ডানদিকের রাস্তা ধরে কোনাল গ্রামে জানিসারের বাড়ি। বেহাল রাস্তা অতিক্রম করে বাড়ির সামনে পৌঁছাতেই আত্মীয় এবং প্রতিবেশীদের জটলা চোখে পড়ার মতো ছিল। সকলের মুখেই উদ্বেগের ছাপ। জানিসারের মা জুনেরা বেগম কান্নায় ভেঙে পড়ছিলেন। কোনওমতে বললেন, 'ছেলে সূর্যাপুরের একটি জিমে গিয়েছিল।

*এরপর চোদ্দোর পাতায়*

*জানিসার আলমের বাড়ি।*

## চাকরি নিয়ে 'উদ্বিগ্ন' শিক্ষিকার ঝুলন্ত দেহ

শমিদীপ দত্ত

**শিলিগুড়ি, ১৫ নভেম্বর :** শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির জেরে ফের পরীক্ষা নিয়ে এসএসসি শনিবার ইন্টারভিউয়ের তালিকা প্রকাশ করেছে। আর এদিনই শিলিগুড়িতে এক প্রাথমিক শিক্ষিকার অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা সামনে এল। শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডের পূর্ব বিবেকানন্দপল্লির বাসিন্দা সঞ্চয়িতা দে (৩৫) নামে ওই শিক্ষিকা মাটিগাড়ার খাপরাইল মোড়ের একটি প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতা করতেন।

পরিবার সূত্রে খবর, ৩২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে হাইকোর্টে যে মামলা চলছে তাতে এই শিক্ষিকার নামও রয়েছে। এসএসসি-তে ২৬ হাজার চাকরি বাতিল হওয়ার পর থেকেই ওই শিক্ষিকা মানসিক অবসাদে ভোগা শুরু করেছিলেন। হাইকোর্টে প্রাথমিকে নিয়োগ মামলার চাপ সহ্য না করতে পেরেই তিনি আত্মঘাতী হয়েছেন বলে পরিবারের দাবি। ওই শিক্ষিকার বাবা সন্দীপকুমার দে বলেন, 'চাকরি চলে যেতে পারে ধরে নিয়ে মেয়ে বেশ কয়েকবার ওর মায়ের কাছে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিল। আমি মেয়েকে বুঝিয়েছিলাম।

*এরপর চোদ্দোর পাতায়*

### জীবন যখন উলটো স্রোতে

*কেউ শখে হাঁটে রাসমেলায়, কেউ পেটের টানে। কোচবিহারে ভাস্কর সেহানবিশের তোলা ছবি।*

## বিএলও-দের বিক্ষোভে বানচাল প্রশিক্ষণ

রণজিৎ ঘোষ

**শিলিগুড়ি, ১৫ নভেম্বর :** 'আমরা আর পারব না। এতকিছু সম্ভব নয়।', বলছিলেন সঞ্জয় সিং। রীতিমতো আর্তনাদ করছিলেন। কখনও মেঝেতে শুয়ে। কখনও বসে। তাঁকে দেখে আরও কয়েকজন মেঝেতে বসে পড়লেন। বাকিরা সঞ্জয়দের ঘিরে দাঁড়িয়ে। মুহুর্মুহু স্লোগান উঠছে। ভেতরে তখন চলছে প্রশিক্ষণ শিবির। আলোচনায় ব্যস্ত নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরা। এমন সময় বুথ লেভেল অফিসারদের (বিএলও) বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠল শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চ। শনিবারের ঘটনা।

এদিন বিএলও-দের জন্য প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করে কমিশন। সেখানে সমস্ত ভোটারের ফর্ম ডিজিটালি পূরণ সহ আরও কয়েকটি কাজের নির্দেশিকা দেওয়া হয়। এরপরই ঘর থেকে বেরিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন বিএলও-রা। পরিস্থিতি আঁচ করতে পেরে কমিশনের আধিকারিকরা সেখান থেকে চলে যান। বিক্ষোভকারীদের দাবি, কোনও অবস্থাতেই ভোটারদের ডিজিটাল ফর্ম পূরণ করতে পারবেন না তাঁরা। কমিশন যেন ডেটা এন্ট্রি অপারেটর নিয়োগ করে অফিসেই সেই কাজের ব্যবস্থা করে।

বিএলও-দের দাবি, স্কুল সামলে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর)-র কাজ করতে হচ্ছে। এত চাপ নেওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তাঁরা বিক্ষোভে শামিল হয়েছেন। শিলিগুড়ি মহকুমা শাসকের দপ্তরের নির্বাচন আধিকারিক বিপ্লব চক্রবর্তী এপ্রসঙ্গে বলেছেন, 'নির্বাচন কমিশনের যা যা নির্দেশ রয়েছে, সেগুলোই জানানো হয়েছে। বিএলও-দের প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়।'

দফায় দফায় প্রশিক্ষণের পর ৪ নভেম্বর থেকে বাড়ি বাড়ি ফর্ম বিলি শুরু করেন বিএলও-রা।

*এরপর চোদ্দোর পাতায়*

*দীনবন্ধু মঞ্চে বিএলও-দের জমায়েত। শনিবার।*

## কালিম্পংয়ের কমলায় সংশয়

**শীতের মিঠে রোদ পোহাতে পোহাতে মুখে কমলার কোয়া চালান করার স্বর্গীয় অনুভূতি কমবেশি সকলেই পেয়েছেন। কিন্তু সেই কমলার সুদিন নষ্ট করে দিচ্ছে বাঁদরের দল।**

অনুপ সাহা

**ওদলাবাড়ি, ১৫ নভেম্বর :** নামডাকে দার্জিলিংয়ের ধারেকাছে না থাকলেও স্বাদে নেহাত কম যায় না কালিম্পংয়ের কমলা। সামসিং থেকে গরুবাথান, কালিম্পংয়ের প্রায় ১৭০০ হেক্টর জায়গাজুড়ে কমলালেবুর চাষ এবার বিপদের মুখে। একদিকে জঙ্গল থেকে আসা বাঁদরের দল নষ্ট করে দিচ্ছে কমলালেবু। অন্যদিকে, শিলাবৃষ্টির মতো আবহাওয়ার তারতম্যে মান হারাচ্ছে কালিম্পংয়ের কমলা।

অথচ কয়েক বছর আগেও কালিম্পংয়ের কমলা বলতেই প্যারেন, তোদে, সামসিং এবং সামসিং সংলগ্ন লোয়ার ঘুমতিগাঁও, আপার ঘুমতিগাঁও, ভালুখোপ, তিনকাটারি, চিপলেদাড়া ও খোলাগাঁও এলাকার নাম উঠে আসত। সেবক পেরিয়ে হাইওয়ে ধরে ডুয়ার্সে যাওয়ার সময় দু'পারে ডালা সাজিয়ে বসে থাকা পসারিদের কাছ থেকে কিনে এই কমলার স্বাদে মজতেন পর্যটকরা। ডুয়ার্স লাগোয়া কালিম্পংয়ের কমলা নিয়ে ট্রাক যেত শিলিগুড়ির বাজারেও। এবার সেই কমলার স্বাদ ক্রেতারা কতটা পাবেন, তা নিয়ে কিন্তু সন্দেহ আছে।

প্যারেন ও তোদে এলাকায় এবারও ফলন ভালো হয়েছে। তবে লাগোয়া জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসা বাঁদরের অত্যাচারে সামসিং ও কাছাকাছি গ্রামগুলোতে কমলা চাষ করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। এখানকার কমলাচাষিরাই জানাচ্ছেন, গত পাঁচ বছর ধরে সংলগ্ন জঙ্গল থেকে দলবেঁধে বাঁদরের দল এসে বাগানের কমলা খেয়ে বা নষ্ট করে দিচ্ছে। বন দপ্তর ও হর্টিকালচার দপ্তরে একাধিকবার অভিযোগ জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

কর্তব্য প্রধান নামে সামসিংয়ের এক কমলাচাষি বললেন, 'ঠাকুরদার আমল থেকে বংশপরম্পরায় আমরা

*এরপর চোদ্দোর পাতায়*

*গাছভর্তি কমলা। কালিম্পং জেলার চুইখিমের কাছে একটি গ্রামে।*

## এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : জনহিতকর কাজে যোগদান করে মানসিক তৃপ্তি। সংসারের কোনও সদস্যের শারীরিক অসুস্থতায় চিন্তা বাড়বে। কোনও বন্ধুর সহায়তায় ব্যবসার অগ্রগতি। কর্মক্ষেত্রে বিরোধীপক্ষ অবশেষে আপনার মতকে সমর্থন করবে। অকারণে ব্যয় করে মানসিক দুশ্চিন্তা। প্রেমের সংকট কাটবে।

বৃষ : ব্যবসা নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকবে। সপ্তাহের শেষভাগে দুশ্চিন্তার অবসান হবে। শরীর নিয়ে উৎকণ্ঠা থাকবে। সন্তানের সৃজনশীল কাজের সাফল্যে মানসিক তৃপ্তি। অযথা কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অসম্মানিত হতে পারেন। নতুন সম্পদ কেনার সুযোগ মিলবে। কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব বৃদ্ধি। প্রেমের সঙ্গীকে আপনার সব কথা খুলে বলুন, সমস্যা মিটে যাবে।

মিথুন : সপ্তাহটি খুবই পরিশ্রমে কাটবে। তবে সাফল্য ধরা দেবে। ব্যবসার কারণে ঋণ নিতে হতে পারে, অতিরিক্ত ঋণ নেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। মেয়ের বিবাহ স্থির হওয়ায় মানসিক স্বস্তি। যে কাজ দীর্ঘদিন আর্থিক কারণে বন্ধ হয়ে আছে তা শুরু করতে পারবেন। পেটের রোগের কারণে কোনও অনুষ্ঠান বাতিল করতে হতে পারে।

কর্কট : ব্যবসার জটিলতা কাটায় মানসিক স্বস্তি। বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তার অবসান। দূরের কোনও বন্ধুর সুসংবাদে আনন্দ লাভ। কোনও মহৎ ব্যক্তির সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। আটকে থাকা কোনও সম্পত্তি উদ্ধার করে মানসিক তৃপ্তি।

সিংহ : অহেতুক বিলাসিতায় অধিক ব্যয় হওয়ায় মানসিক অস্থিরতা। পথে চলতে খুব সতর্ক থাকতে হবে। সামান্য কারণে উৎকণ্ঠায় শারীরিক সমস্যা। মায়ের পরামর্শে দাম্পত্যের সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পেরে মানসিক তৃপ্তি। বিপন্ন কোনও ব্যক্তির পাশে দাঁড়াতে পেরে মানসিক স্বস্তি। প্রেমে সামান্য সমস্যা।

কন্যা : বাবার শরীর নিয়ে সারাসপ্তাহ উৎকণ্ঠায় কাটবে। অন্যায়কারীকে এ সপ্তাহে চিনতে পেরে অবাক হবেন। সামান্য কারণে সমস্যা তৈরি করে ফেলতে পারেন। শান্ত থাকার চেষ্টা করুন। বিদেশে পাঠরত সন্তানের জন্য দুশ্চিন্তা। নতুন সম্পত্তি কেনার পর আইনি সমস্যা হতে পারে। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ লাভ।

তুলা : বহুদিন পরে প্রিয়জনের সান্নিধ্য মনে তৃপ্তি দেবে। নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারেন। পাওনা আদায়ে অহেতুক জোর করতে গেলে সমস্যা হতে পারে। সামান্যে সন্তুষ্ট থাকার চেষ্টা করুন। ভ্রমণের পরিকল্পনায় বাধা। সন্তানের চাকরিক্ষেত্রে সাফল্যে আনন্দ। পিঠ ও কোমরের ব্যথায় দুর্ভোগ বাড়বে।

বৃশ্চিক : পরিবারের অন্যান্য সদস্যের সঙ্গে মতানৈক্যে সমস্যা। বাড়ি সংস্কারে নেমে পড়শির সঙ্গে বিবাদে সমস্যা। কর্মক্ষেত্রে কোনও জটিল কাজ সমাধান করে জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি। এ সপ্তাহে খুব সাবধানে চলাফেরা করুন। সন্তানের শারীরিক সমস্যা নিয়ে চিন্তা হতে পারে।

ধনু : রেল, বন বিভাগে যুক্তদের পদোন্নতির সুযোগ। অবিবাহিতদের বিবাহের যোগ দেখা যায়। ব্যবসার কারণে ঋণ নিতে হতে পারে। প্রেমের সঙ্গীকে অন্যের কথায় বিচার করতে গিয়ে সমস্যায় জড়িয়ে পড়বেন। কাছের লোকের দ্বারা প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা।

মকর : ব্যবসার প্রয়োজনে দূরস্থানে যেতে হতে পারে। সন্তানের জন্যে গর্বিত হবেন। সমাজসেবায় মানসিক শান্তি পাবেন। অকারণে কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। মায়ের পরামর্শে দাম্পত্যের সমস্যা মিটিয়ে ফেলতে পারবেন। বাড়ি সংস্কারে নেমে অধিক অর্থ ব্যয় হওয়ায় সমস্যার সম্মুখীন। প্রেমের সঙ্গীকে অবশ্যই সময় দিন।

কুম্ভ : মায়ের রোগমুক্তি স্বস্তি আনবে। এ সপ্তাহে আয়বৃদ্ধির নতুন সুযোগ। ঋণ শোধ করতে সমস্যার সম্মুখীন। পরোপকার করে আনন্দ লাভ। ক্রীড়াবিদগণ নতুন সুযোগ পাবেন। সামান্য তর্ক থেকে বড় সমস্যা তৈরি হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার সিদ্ধান্ত সমর্থিত হওয়ায় স্বস্তি।

মীন : শরীর নিয়ে সপ্তাহভর উৎকণ্ঠা থাকবে। দূরের কোনও বন্ধুর কাছ থেকে সহায়তা পেয়ে ব্যবসার সমস্যা কাটিয়ে উঠবেন। সামান্যে সন্তুষ্ট থাকার চেষ্টা করুন। অতি আকাঙ্ক্ষা সমস্যা তৈরি করতে পারে। নতুন সম্পদ কেনায় লাভবান হবেন। সন্তানের পরীক্ষার ফলে তৃপ্তিলাভ। শ্লেষ্মাঘটিত সমস্যা বৃদ্ধি।

### দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৯ কার্তিক, ১৪৩২, ভাঃ ২৫ কার্তিক, ১৬ নভেম্বর, ২০২৫, ২৯ কাতি, সংবৎ ১২ মার্গশীর্ষ বদি, ২৪ জমাঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।৫৫, অঃ ৪।৫০। রবিবার, দ্বাদশী শেষরাত্রি ৫।২৯। হস্তানক্ষত্র রাত্রি ৩।৫১। বিষ্কুম্ভযোগ দিবা ৯।৪৯। কৌলবকরণ সন্ধ্যা ৪।৫৬ গতে তৈতিলকরণ শেষরাত্রি ৫।২৯ গতে গরকরণ। জন্মে- কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, রাত্রি ৩।৫১ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, শেষরাত্রি ৫।২৯ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- নৈরৃঋতে, শেষরাত্রি ৫।২৯ গতে দক্ষিণে। বারবেলাদি ১০।১ গতে ১২।৪৪ মধ্যে। কালরাত্রি ১।১ গতে ২।৩৯ মধ্যে। যাত্রা- শুভ পশ্চিমে ও উত্তরে নিষেধ, রাত্রি ২।৩৯ গতে নৈরৃঋতে অগ্নিকোণেও নিষেধ, রাত্রি ৩।৫১ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দ্বাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। বিষ্ণুপদী সংক্রান্তিঃ- অদ্য রাত্রি ১।২৮ গতে সূর্য সংক্রমণ জন্য পরদিন দিবসের পূর্বার্দ্ধ পুণ্যকাল। মতান্তের শ্রীশ্রীকার্তিকেয় ব্রত ও শ্রীশ্রীকার্তিকপুজো। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৫৪ গতে ৯।১ মধ্যে ও ১১।৫১ গতে ২।৪১ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।২৯ গতে ৯।১৬ মধ্যে ও ১১।৫৭ গতে ১।৪৪ মধ্যে ও ২।৩৭ গতে ৫।৫৬ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৩।২৪ গতে ৪।৬ মধ্যে।

# ফোনের অর্ডারে বাড়ি পৌঁছাবে বনবস্তির হস্তশিল্প

পূর্ণেন্দু সরকার

**জলপাইগুড়ি, ১৫ নভেম্বর :** গরুমারার জঙ্গলে বেড়াতে এসেছেন। স্থানীয় মহিলাদের তৈরি হস্তশিল্প সামগ্রী দেখে ভালো লেগেছে, কিন্তু কয়েকদিন পরে কিনতে চান? চিন্তা নেই। তাঁদের মোবাইলে ফোন করুন বা হোয়াটসঅ্যাপ। বাড়িতে বসেই পেয়ে যাবেন পছন্দের সামগ্রী। গরুমারার বনবস্তির শেফালি ঘোষ, মিতালি সাহাদের তৈরি পাট, বাঁশের সামগ্রীর বিপণন বাড়াতে এখন এই ব্যবস্থাই করেছে হস্তশিল্প সামগ্রীর উৎপাদক প্রতিষ্ঠান। যেখানে কয়েকটি স্বনির্ভর গোষ্ঠী মিলে হস্তশিল্প সামগ্রী তৈরি করে।

গরুমারা জঙ্গল লাগোয়া বিছাভাঙ্গা, সুরসুতি, সরস্বতী, ধূপঝোরা, পানঝোরার মতো বনবস্তিগুলির মহিলাদের এখন আগের মতো উপার্জন নেই। চলতি বছর থেকেই জঙ্গলে পর্যটকদের প্রবেশমূল্য মকুব করেছে বন দপ্তর। আগে এন্ট্রি ফি-র সঙ্গে থাকা হস্তশিল্প সামগ্রীর দাম ধরা থাকত। এখন নিখরচায় জঙ্গলে প্রবেশে বাধা না থাকায় স্থানীয়দের তৈরি সামগ্রীর বিক্রি হচ্ছে না। পেশাসংকটে পড়ায় উদ্যোগী হয়ে নিজেদের তৈরি সামগ্রী নিজেরাই বিক্রির উদ্যোগ নিয়েছেন।

প্রায় দুই শতাধিক মহিলা এখানকার হস্তশিল্পে যুক্ত আছেন। মাদুর থেকে পাটের ঘর সাজানোর সামগ্রী, ব্যাগ, মহিলাদের সাজসজ্জার সামগ্রী, টেবিল ম্যাট, ফুলদানির

*ধূপঝোরায় নিজেদের তৈরি মাদুর দেখাচ্ছেন এক হস্তশিল্পী।*

মতো নানান সামগ্রী তৈরি করছেন মহিলারা। সবিতা কুরা নামে এক মহিলা বলেন, 'নিজেরাই এখন পর্যটকদের কাছে মোবাইল নম্বর দিয়ে যোগাযোগ করি। অ্যাডভান্সে পেমেন্ট নিয়ে থাকি জিপে বা ফোন পে-র মাধ্যমে। ভালো সাড়া মিলছে।'

কিন্তু এই পর্যটকদের সঙ্গে যোগাযোগ হয় কীভাবে? বনবস্তির অনেকেই লোকনৃত্য পরিবেশন করে থাকেন পর্যটকদের কাছে। তখনই স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা তাঁদের করুণ দশার কথা তুলে ধরেন। অনেকে তখনই কিছু সামগ্রী কিনে নেন। অনেকে ফোন নম্বর নিয়ে অর্ডার করে দেন। এক হস্তশিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা সুখদেব সাহা জানালেন, এখন জঙ্গলে এন্ট্রি ফি মকুব হওয়ায় ব্যবসা লাটে উঠেছে। বনবস্তিবাসী এই গরিব মহিলাদের কী হবে? তাই তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করে সরাসরি ফোন নম্বর পর্যটকদের কাছে পাঠিয়ে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে হস্তশিল্প সামগ্রী। ফোন, হোয়াটসঅ্যাপে অর্ডার নেওয়া হচ্ছে। স্পিড পোস্ট বা কুরিয়ারে সামগ্রী পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

গরুমারার ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন বলেন, 'আগে বন দপ্তরের টিকিট কাউন্টার থেকে এন্ট্রি ফি-র মধ্যেই হস্তশিল্প সামগ্রীর দাম ধরা থাকত। এখন টোকেন ইস্যু করায় আমরা অসহায়। তাঁদের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছি।'


## পাত্র চাই

■ ভৌমিক, মাহিষ্য, 38/5'-4", M.Sc., বেসরকারি স্কুল (জলঃ) কর্মরতা, নিঃসন্তান ডিভোর্সি (ইস্যুহীন), উজ্জ্বলবর্ণা। এরূপ পাত্রীর জন্য (ইস্যুহীন) উপযুক্ত, সুউপায়ী, নেশাহীন, সৎ বাঙালি পাত্র কাম্য (40-43)-এর মধ্যে। জলঃ/শিলিঃ অগ্রগণ্য। ঘটক/ম্যাট্রিমনি নহে। (M) 7098204732. (C/119319)

■ কায়স্থ, 37y., M.A.Pass, ফর্সা, 5'-2", উচ্চশিক্ষিত, চাকুরে পাত্র চাই। (M) 7029385410. (C/113608)

■ ব্রাহ্মণ, 29, M.A., B.Ed., 5'-1", সংগীতজ্ঞা, ফর্সা, সুমুখশ্রী, একমাত্র কন্যার সরকারি চাকুরে/সুপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ পাত্র কাম্য। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। (M) 9883581038. (S/C)

■ ব্রাহ্মণ, 36, মাধ্যমিক, 5'-4", ফর্সা, ঘরোয়া, একমাত্র কন্যার সরকারি চাকুরে/সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, স্বঃ/অসবর্ণ, নেশাহীন পাত্র কাম্য। (M) 7908950069. (S/C)

■ মালদা নিবাসী, Gen., দাস, 34+/5'-3", M.A., B.Ed., ফর্সা, সুশ্রী, ডিভোর্সি পাত্রীর জন্য উপযুক্ত সুপাত্র চাই। (M) 8927944491. (C/119072)

■ 1980-তে জন্ম, 5'-4", M.A., ইনফরমেশন টেকনলজিতে ডিপ্লোমা, ফর্সা, স্লিম, স্মার্ট, অবিবাহিতা পাত্রীর জন্য সুচাকুরে, 50-52 মধ্যে উপযুক্ত অবিবাহিত পাত্র চাই। (M) 7001873697. (C/118730)

■ ব্রাহ্মণ, কাশ্যপ, মকর, দেব, 29+/5'-5", M.Sc., B.Ed., Health Dept. চাকরিরতা পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। No caste bar. Ph : 9475247544, 9382084797. (C/119119)

■ পাত্রী B.A., Eng.(H), 36/5', SC, SBI স্থায়ী কর্মী। এক বোন। পিতা অবসরপ্রাপ্ত SBI কর্মী। মা গৃহিণী। চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। 6295933518. (C/118378)

■ মালদা নিবাসী, ফর্সা, সুশ্রী, কর্মকার, কায়স্থ, 28, B.Tech. in Agri. Engineer, M.Sc. in Food Science and Technology, একমাত্র কন্যা, উপযুক্ত পাত্র চাই। 9064463729. (C/119053)

■ পাত্রী বারুজীবী, 28 yrs. 5 Ft., B.Sc., ফর্সা, সুন্দরী। পিতা Retd. Cent. Govt. Employee, মাতা Housewife, সরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। Mob No. 9650776723. (C/118575)

■ কায়স্থ, 26+/5', M.A., B.Ed., উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, নৃত্য ও সংগীত শিল্পী, সুশ্রী, একমাত্র কন্যা। বাবা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মী। কেঃ/রাজ্য সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। কোচবিহার। (M) 7001757820, 9064072510. (C/118186)

■ PSU Bank অফিসার, ফর্সা, ৫', M.Sc., বয়স ৩৪, ঘোষ, মধুগোল্য গোত্র। এরূপ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। 7601941915, বিকাল ৫টা থেকে রাত ১০টা। (C/119087)

■ সাহা, 33, M.Tech. IIT (Delhi), 5'-2", পাত্রীর Delhi-তে কর্মরত, 20 Lakh ঊর্ধ্বে এবং SC,ST বাদে পাত্র চাই। (M) 8625708433. (S/C)

■ সাহা, 31/5'-3", সঃ চাঃ জীবী পাত্রীর জন্য প্রতিষ্ঠিত পাত্র কাম্য। (M) 9126035434. (C/119080)

■ কায়স্থ, 25+/5'-8", দেবারি, বৃশ্চিক, M.A. (H), 35 মধ্যে সুচাকুরে, লম্বা পাত্র চাই। (M) 9064966352. (K)

■ পূঃ বঃ, কায়স্থ, স্লিম, সুশ্রী, ৩৩+/৫'-৩", M.A., B.Ed., বেঃ সঃ শিক্ষিকা। যোগ্য পাত্র চাই। মোঃ 9064021249, 8944051857. (C/118577)

■ শিবগোত্র, 27+/5'-3", M.Sc., B.Ed., সরকারি চাকরিরতা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য অনূর্ধ্ব 35, যোগ্য পাত্র কাম্য। যোগাযোগ-8373092329. (S/A)

## পাত্র চাই

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, 28+/5', উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, দেবারিগণ, সরকারি চাকরিজীবী (Staff Nurse), এক কানে সামান্য খুঁত রয়েছে। সঃ/বেঃ চাকরিরত উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9800315277. (C/118580)

■ পাত্রী সাহা, শিক্ষিকা, 49, সরকারি চাকুরে/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। বিপত্নীক/ডিভোর্সিও চলিবে। (M) 9064641231. (S/N)

■ আলিপুরদুয়ার, কায়স্থ, সুশ্রী, ফর্সা, 29/5'-5", B.Tech. Computer শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। (M) 8016694187. (C/118189)

■ মুসলিম, ২৮/৫', রাজ্য সরকারি চাকরিরতা (গ্রুপ বি অফিসার), উত্তরবঙ্গের মধ্যে সরকারি চাকুরে পাত্র চাই (কোচবিহার অগ্রগণ্য)। ৬২৯৫৮৩৬০২৭. (C/119088)

■ কায়স্থ, সুশ্রী, ঘরোয়া, বিএ, ৩৮, দেবারি, ডিভোর্সি পাত্রীর জন্য সুচাকুরে/সুব্যবসায়ী জলপাইগুড়ির পাত্র চাই। ঘরজামাই অগ্রগণ্য। (M) 9434027098. (C/118583)

■ পাল, বাংলা M.A., 33/5', ফর্সা পাত্রীর জন্য সঃ চাকুরে/প্রঃ ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। রায়গঞ্জ। (M) 9614906228. (C/119097)

■ WB, কায়স্থ, 36+/5', M.A., B.Ed. (G), Upper Pry. (High School) Teacher (কালিয়াগঞ্জ), পিতা Rtd., একমাত্র কন্যা, ডিভোর্সি, কৃষ্ণনগর। সরকারি চাকুরে/বেসরকারি ভালো কোম্পানি। (M) 9734839731, 9734139243. (C/119097)

■ পাত্রী ব্রাহ্মণ, 39/5'-2", M.A., দেব, মিথুন, শ্যামবর্ণা, ঘরোয়া। ন্যূনতম স্নাতক, সুচাকুরে/ব্যবসায়ী, অনূর্ধ্ব 45, স্বঃ/উঃ অসবর্ণ, শিলিগুড়ি/জলপাইগুড়ি নিবাসী পাত্র চাই। (M) 9434466424 (7 P.M. - 10 P.M.). (C/119305)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, 30/5'-2", সুশ্রী, M.A. (Eng.), B.Ed., বেঃ সঃ ইংরেজিমাধ্যম স্কুলে কর্মরতা, শীল সম্প্রদায়ভুক্ত পাত্রীর জন্য স্বঃ/অসবর্ণ উপযুক্ত চাকরিজীবী/ব্যবসায়ী পাত্র চাই। পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী। সরাসরি পদবী চলিবে না। (M) 8167802821. (C/119315)

■ শিলিগুড়ি-শিবমন্দিরস্থ, বাংলায় এমএ, বিএড পাশ, ২৬ বছর, সদগোপ, ফর্সা, সুন্দরী, ঘরোয়া, চাকরি ইচ্ছুক, গৃহকর্মে নিপুণা, ৫'-8", পাত্রীর সরকারি চাকরিজীবী, নেশাহীন, সৎ পাত্র চাই। জাতিভেদ বাধা নেই। কেবলমাত্র অভিভাবক যোগাযোগ করবেন। ফোন- ৭৩৬৪৮৩২৬৭৯, ৭৩৬৪৮৩২৬০৯ (সন্ধে ৬টা থেকে রাত্রি ১০টা). (C/119301)

■ ময়মনসিংহ, ক্ষত্রিয়, 30+/5'-2", হেলথে কর্মরতা সরকারি চাকরিরতা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত সরকারি চাকুরে পাত্র কাম্য। (M) 8016690615. (C/119303)

■ বৈশ্য সাহা, জেনারেল, 27/5'-1", M.Sc., B.Ed., কোলকাতায় ইংলিশ-মিডিয়াম মাধ্যমিক স্কুলে কর্মরতা, একমাত্র কন্যার মধ্যবিত্ত পরিবারের ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার, সরকারি/বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত নেশাহীন উপযুক্ত, স্বঃ/অসবর্ণ পাত্র কাম্য। কোলকাতায় চাকরিরত উত্তরবঙ্গের পাত্র অগ্রগণ্য। (M) 9432316370. (S/C)

■ ব্রাহ্মণ, 34/5'-5", শাণ্ডিল্য গোত্র, বিধবা, BCA, বর্তমানে বেঃ সঃ চাকরিরতা, উঃ বঙ্গ (মালদা, রায়গঞ্জ অগ্রগণ্য)। সুপাত্র কাম্য। WhatsApp : 6290725482. (C/119304)

■ পাল, 30/5'-3", M.A., B.Ed., উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা পাত্রীর উপযুক্ত সরকারি/বেসরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। (M) 8509914223. (C/119309)

■ রাজবংশী, ২৬+/৫'-৬", M.Sc. (Chem.), B.Ed., ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য Govt., A/B Gr. চাকুরে পাত্র কাম্য। সরাসরি যোগাযোগ- 9832596963. (C/118192)

## পাত্র চাই

■ কুণ্ডু, 29/5'-4", M.A., B.Ed., দেবারিগণ, নিম্ন মাঙ্গলিক পাত্রীর জন্য আলিপুরঃ/কোচবিহার/শিলিগুড়ি/জলপাইগুড়ি মধ্যে সরকারি চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র চাই। (M) 8972500644. (C/118736)

■ কায়স্থ, 33, H.S. (CBSE), 5'-2", ডিভোর্সি (সন্তান আছে), সুশ্রী পাত্রীর জন্য উদারমনের পাত্র কাম্য। (M) 9126261977. (C/119313)

■ 30, প্রকৃত সুন্দরী, রেলওয়েতে কর্মরতা, পিতা-মাতা সরকারি কর্মচারী। পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। ফোন-6289645809. (K)

■ বয়স 50, সরকারি ব্যাংকে কর্মরতা, বিধবা, নিঃসন্তান পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। যোগাযোগ করুন- 6297679754. (K)

■ বাঙালি সুন্নি মুসলিম, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৭, গভঃ কলেজের নন টিচিং স্টাফ। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 9874206159. (C/119127)

## পাত্র চাই

■ কায়স্থ, 23/5'-3", B.A., B.Ed., সুন্দরী, গানজানা ভদ্র ফ্যামিলির পাত্রীর জন্য সঃ চাঃ/ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। 9635924555. (C/119127)

■ পাত্রী রাজবংশী, 33/5'-3", M.A. (Sanskrit), B.Ed., NET Qualified, অনূর্ধ্ব 40, সঃ চাকুরে, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, উকিল, রাজবংশী পাত্র চাই। (M) 7384427108, ঘটক নিষ্প্রয়োজন। (C/119127)

■ পাত্রী 26/5'-3", Computer Engineer, Bangalore MNC-তে কর্মরত, মা রাজবংশী, বাবা হরিয়ানার Patel, Head of Power Plant, একমাত্র কন্যার জন্য স্বঃ/অসবর্ণ PSU, Cent. Govt. কর্মরত পাত্র চাই। ঘটক নিষ্প্রয়োজন। (M) 7605028985. (C/119127)

■ WB (OBC), বয়স 29, হাইট 5'-1", Chemistry Honours, মিথুন রাশি, তুলা লগ্ন, দেবগণ, শ্যামবর্ণ, একমাত্র মেয়ের জন্য 34 বছরের মধ্যে পাত্র চাই। মোঃ 9734902143. (C/119126)

## পাত্র চাই

■ জন্ম ১৯৯৫, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, শিক্ষিতা, সুন্দরী। কমিউনিটি হেলথ অফিসার পদে কর্মরতা। যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7596994108. (C/119127)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৯, B.Tech. পাশ, MNC-তে কর্মরতা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/119127)

■ সাহা, 23/5'-3", সুন্দরী, ব্যবসায়ী পরিবারের ভদ্র পাত্রীর জন্য ভালো পাত্র চাই, জাতিভেদ নাই। 9593704442. (C/119128)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৫, M.A. (ইংলিশ), B.Ed. পাশ ও বর্তমানে বেসরকারি স্কুল টিচার। পিতা সরকারি চাকরিজীবী, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 9330394371. (C/119128)

■ সরকার, 30+/5'-2", M.A., ডিভোর্সি, শ্যামবর্ণা, দেবারিগণ, পাত্রীর জন্য চাকুরে/ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 9002518594. (C/119129)


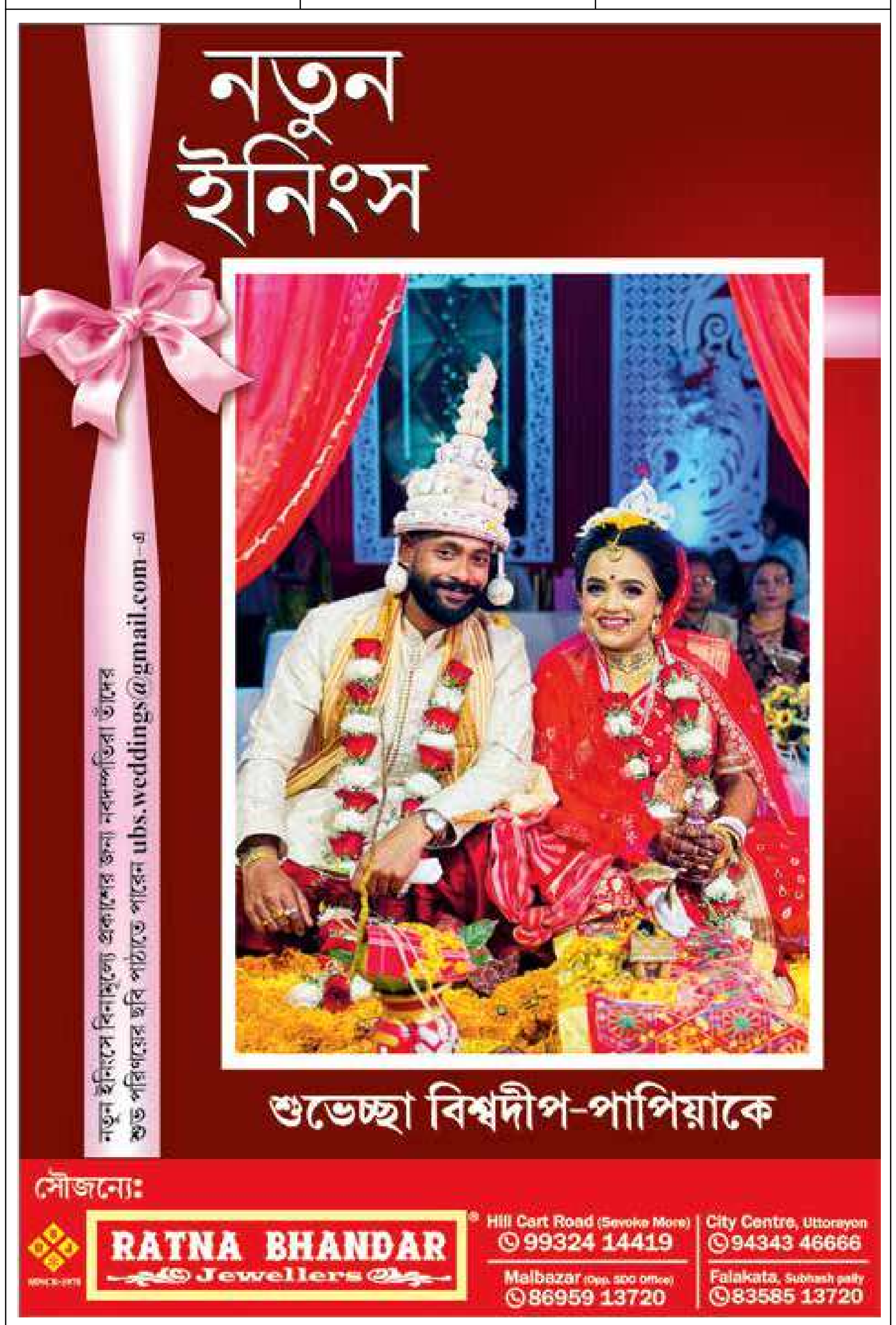



■ রুদ্রজ ব্রাহ্মণ, 31/5'-4", BDS ডাক্তার (শিলিগুড়িতে নিজস্ব চেম্বার), কনভেন্ট এডুকেটেড, ফর্সা, স্লিম, সুশ্রী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি বা পার্শ্ববর্তী এলাকা অগ্রগণ্য। (M) 9832015615. (C/119127)

■ মাথাভাঙ্গা নিবাসী, নমশূদ্র, ২৮/৫'-২", M.A., D.El.Ed., BLIS, পাত্রীর জন্য সঃ চাঃ/প্রঃ ব্যঃ, স্ববর্ণ পাত্র চাই। 7479165780. (C/119127)

■ ডিভোর্সি, 26/5'-3", Private Tuition করায়, সুন্দরী, শিক্ষিতা, ঘরোয়া পাত্রীর জন্য সুপাত্র চাই। 9093909382. (C/119128)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৩, B.Sc., B.Ed. পাশ, গানে বিশারদ, প্রাইভেট স্কুলের শিক্ষিকা। এইরূপ ঘরোয়া পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। (M) 9874206159. (C/119127)

■ বাঙালি, নিঃসন্তান ডিভোর্সি, শিক্ষিতা, সুন্দরী, বয়স ৩৫+, গৃহকর্মে নিপুণা, পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 8967180345. (C/119127)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, হিন্দু বাঙালি, স্বল্পকালীন ডিভোর্সি, ২৯, প্রাইভেট স্কুল শিক্ষিকা, পিতা রাজ্য সরকারি চাকরিজীবী, মাতা গৃহবধূ। পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। (M) 9836084246. (C/119128)

## পাত্রী চাই

■ কায়স্থ (দে), B.Com., 41/5'-5", বেসরকারি চাকরি, মাতৃ-পিতৃহীন পাত্রের জন্য শিক্ষিতা, সুশ্রী, অনূর্ধ্বা 34 পাত্রী চাই। (M) 9733142800. (C/113607)

■ কায়স্থ, 34/5'-8", Axis Bank-এ কর্মরত পাত্রের জন্য রায়গঞ্জ নিবাসী ও নিকটবর্তী পাত্রী কাম্য। Mob : 8250105439. (K)

■ ব্রাহ্মণ, 32, পিতা পেনশনভোগী, একমাত্র পুত্র, রেলওয়েতে উচ্চপদে কর্মরত পাত্রের জন্য 21-26'এর মধ্যে শিক্ষিতা, সুশ্রী, ঘরোয়া, উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 9641657361. (C/118733)

## পাত্রী চাই

■ কায়স্থ, 32/5'-7", LLB পাশ, নামী প্রাইভেট কোম্পানিতে কর্মরত, নিজস্ব প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা আছে। মোটামুটি সুন্দরী পাত্রী চাই। অভিভাবকরা যোগাযোগ। আলিপুরদুয়ার-9064806223. (C/118731)

■ মালদা নিবাসী, মিত্র, কায়স্থ, তুলা রাশি, দেবগণ, মাঙ্গলিক, 34+/5'-8", B.Tech. ইঞ্জিনিয়ার, কলিকাতায় কর্মরত। উপযুক্ত পাত্রী চাই। কর্মরতা চলবে। (M) 9474473843, 7872258930. (C/119054)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, ভারতীয় রেলওয়েতে কর্মরত, বয়স ৩২/৫'-৭", ব্রাহ্মণ পাত্রের জন্য শিক্ষিত, সুশ্রী, ঘরোয়া ব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য। জলপাইগুড়ি জেলা অগ্রগণ্য। (M) 9609912715, 6295187769. (C/118563)

■ Retd. Govt. Emp.-র একমাত্র পুত্র, ব্রাহ্মণ, 29+/5'-8", দেবগণ, মাঙ্গলিক, কাশ্যপ, Pvt. Bank Emp., জলপাইগুড়ি নিবাসী পাত্রের জন্য ব্রাহ্মণ সুপাত্রী কাম্য। Mob : 7679174367, 8918561322. (C/118673)

■ কায়স্থ, 35, একমাত্র ছেলে (মাথায় চুল কম আছে), B.A.(H), প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী (Press Digital), 26-30 মধ্যে মধ্যবিত্ত, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। 9733335413, 9434891526. (M/G)

■ ব্রাহ্মণ, সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, 27/5'-6", স্নাতক, পিতা কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী, নিজস্ব দ্বিতল বাড়ি, একমাত্র পুত্রের জন্য পাত্রী চাই। Ph : 9749398141. (C/119085)

■ ব্রাহ্মণ, 32, স্নাতক, 5'-8", দেবারিগণ, ব্যবসায়ী পাত্রের অনূর্ধ্বা 27, ঘরোয়া, ব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য। (M) 9749521071. (S/C)

■ বারুজীবী, 36/5'-7", দেবারিগণ, B.Tech., MBA, হায়দ্রাঃ কর্মরত, ইস্যুলেস ডিভোর্সি, মাঙ্গলিক পাত্রের জন্য সুশ্রী, নম্র, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। আলিঃ/কোচঃ/ময়নাগুড়ি/জলঃ/উঃ বঃ অগ্রগণ্য। 9635885649. (C/118732)

■ শিলিগুড়ির B.Com., 35/5'-4", বেঃ সঃ সংস্থায় কর্মরত, ব্রাহ্মণ পাত্রের জন্য ঘরোয়া পাত্রীর সন্ধান চাই। 9832047522. (C/119077)

■ WB, ৪২/৫'-৭", কুম্ভকার, নরগণ, সিংহ রাশি, বেঃ সঃ ম্যানেজার পদে চাকরিরত পাত্রের জন্য কলকাতায় বিবাহ করতে ইচ্ছুক, সুশ্রী, উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। কোনও বিবাহ প্রতিষ্ঠান ও ঘটক কাম্য নয়। M+Wapp-7044007049. (K)

■ পাত্র কায়স্থ, ৩১, MBBS, সরকারি ডাক্তার, মেডিকেল অফিসার, সুন্দরী/চাকুরে/MBBS পাত্রী চাই। (M) 9083527580. (C/118581)

■ কায়স্থ, মাঙ্গলিক, দেবগণ, 32+/5'-6", MBA, MNC-তে H.R., ন্যূনতম স্নাতক, সুশ্রী, কায়স্থ পাত্রী চাই। 9733228905. (P/S)

■ দত্ত (স্বর্ণবণিক), ৩১ বছর, গ্র্যাজুয়েট (H), মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভ, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। ঘটক নিষ্প্রয়োজন। মোঃ 9832328130. (C/119086)

■ ব্রাহ্মণ, 40, স্নাতক, 5'-3', বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত, বিপত্নীক পাত্রের বিধবা পাত্রী অগ্রগণ্য। (M) 8695153793. (S/C)

■ শিলিগুড়ি, 29/5'-8", B.Tech. Engineer, একমাত্র ছেলের জন্য সুন্দরী পাত্রী চাই। (M) 6297076867. (C/119090)

■ পাত্র কায়স্থ, বয়স-40, উচ্চতা 5'-5", H.S.Pass, দক্ষিণ দিনাজপুর বালুরঘাটের বাসিন্দা, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য স্নাতক, ঘরোয়া, অনূর্ধ্ব 33 বৎসর-এর মধ্যে সুপাত্রী কাম্য। উত্তরবঙ্গবাসী অগ্রগণ্য। Mo. 9647849115. (C/119094)

■ ব্রাহ্মণ, 42+/5'-6", B.A., সেলস ও মার্কেটিং (মেডিসিন), NGO, সুশ্রী, অনূর্ধ্ব 39 পাত্রী কাম্য। SC/ST বাদে। (M) 9339104636. (C/119097)

## পাত্রী চাই

■ পাত্র নমশূদ্র, বয়স 31/5'-6", স্নাতক, ব্যবসা, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। যে কোনও কাস্ট চলিবে। যোগাযোগ- 9832095130. (C/119306)

■ পাত্র ইঞ্জিনিয়ার, রায় (Gen.), 32, ফালাকাটা নিবাসী, উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। কোনও Matrimony যোগাযোগ করবেন না। Ph : 7551812147. (C/119302)

■ কায়স্থ, ৩২/৫'-৬", B.Tech. (পাশ), Civil, Coaching Centre-এর Tutor Politechnic ও নিজস্ব ব্যবসা। বাবা অবসরপ্রাপ্ত সঃ কর্মচারী। পাত্রের জন্য 20 ঊর্ধ্বে, শিক্ষিতা, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। কোচবিহার অগ্রগণ্য। (M) 9851146036. (C/118191)

■ পাত্র কায়স্থ, 35+/5'-9", MCA, আংশিক মাঙ্গলিক, মিঃ ডিভোর্সি, Bengaluru-তে IT Sector-এ কর্মরত। পারিবারিক মূল্যবোধের বিশ্বাসী, সুশিক্ষিতা, Registry বিবাহে আগ্রহী। Bengaluru-তে কর্মরতা, ডিভোর্সি/অবিবাহিতা পাত্রীর (উভয়বঙ্গের), মাতা-পিতারা সরাসরি যোগাযোগ করিবেন। (M) 9474385953. (M/M)

■ কায়স্থ (নাগ), 31/5'-8", আলিপুরদুয়ার শহর নিবাসী, সাউথ ইস্টার্ন রেলে ইঞ্জিনিয়ার পদে কর্মরত পাত্রের জন্য ফর্সা, সুশ্রী, ২৩-২৮'এর মধ্যে 5'-4"-এর ওপরে রাক্ষসগণ ব্যতীত, উত্তরবঙ্গের মধ্যে গ্র্যাজুয়েট পাত্রী চাই। (M) 9434137964. (C/118735)

■ কায়স্থ, উচ্চপদস্থ সরকারি চাকরি, স্বল্পদিনের ইস্যুহীন ডিভোর্সি। ফর্সা, সুশ্রী, 36-42'এর B.A./H.S. পাশ, অবিবাহিতা পাত্রী চাই। (M) 7319077182. (C/119125)

■ 34/5'-6", কায়স্থ, MBA, বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত, একমাত্র পুত্রের জন্য ফালাকাটা সংলগ্ন পাত্রী কাম্য। মা পেনশনভোগী। 8597519854. (B/S)

■ কায়স্থ, ৪৩/৫'-৩", ইংরেজি-মাধ্যম স্কুল শিক্ষক পাত্রের জন্য ৩০-৩৮'এর মধ্যে ঘরোয়া, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। চলভাষ-7076391485. (C/119311)

■ নমঃ, এক পুত্র, 36+/5'-8", দ্বিতল বাড়ি, বিত্তবান। সুন্দরী, শিক্ষিতা, 28/30 মধ্যে পাত্রী চাই। (M) 7872835973. (C/118586)

■ EB, কায়স্থ, কুম্ভ, 39/5'-11", সুদর্শন, 50,000/- PM, 18-34 পাত্রী চাই। 9330339105. (C/119314)

■ ভিনরাজ্যে কর্মরত, অধ্যাপক। কায়স্থ, ৫'-৮", তুলা, দেবারি, শিলিগুড়ির বাসিন্দা। একমাত্র সন্তান। অনূর্ধ্ব ২৬, পাত্রী কাম্য। বাবা-মা যোগাযোগ-9733300200.

■ সাহা, 33/5'-8", শিলিগুড়ি নিবাসী, সিপলা কোম্পানিতে কর্মরত পাত্রের জন্য সুপাত্রী চাই। (M) 9641480868. (C/119126)

■ 34/5'-10", B.Tech., MNC উচ্চপদে কর্মরত, 30 LPA, একমাত্র পুত্রের জন্য শিক্ষিত, কর্মরতা পাত্রী কাম্য। উত্তরবঙ্গ নিবাসী অগ্রগণ্য। Caste no bar. 8653243203. (C/119127)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী একমাত্র পুত্র, 37/5'-10", MBA, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, স্বল্পকালীন বিবাহে ডিভোর্সি পাত্রের জন্য ডিভোর্সি/অবিবাহিত পাত্রী কাম্য। 9635026555. (C/119127)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, 35/5'-10", MBA, কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মরত পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। 8016232769. (C/119127)

■ বাঙালি সুন্নি মুসলিম, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৮, M.Tech. পাশ করে ব্যাঙ্গালোর-এর MNC-তে কর্মরত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 9874206159. (C/119127)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ২৯, M.Tech. রেলওয়েতে উচ্চপদে কর্মরত। পিতা-মাতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি চাকরিজীবী। এইরূপ প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 9874206159. (C/119127)

## পাত্রী চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি, ৪৫+, সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিরত। মাতা মৃত, পিতা সেন্ট্রাল গভঃ অবসরপ্রাপ্ত। পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 8967180345. (C/119127)

■ বয়স ৩৫, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, পাত্র ইনকামট্যাক্স ইন্সপেক্টর পদে কর্মরত। এইরূপ পরিবারের উপযুক্ত পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 7596994108. (C/119127)

■ ডিভোর্সি, 33, Cent. Govt. Rail-এর গেজেটেড অফিসার, একমাত্র ছেলের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। 9734488572. (C/119128)

■ ঘোষ, 29, M.Tech., Central গভঃ Electrical ইঞ্জিনিয়ার পাত্রের জন্য ভালো পরিবারের ঘরোয়া বা চাকরিরতা পাত্রী চাই। 9733066658. (C/119128)

■ Gen., 33/5'-8", M.Sc., Govt. BDO অফিসার পদে কর্মরত, ভদ্র, নেশাহীন পাত্রের জন্য সুপাত্রী চাই (পাত্রী গরিব হলেও চলিবে)। 9432076030. (C/119128)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি, ৩২, M.Tech. পাশ, সেন্ট্রাল গভঃ-এর অধীন ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত গভঃ চাকরিজীবী, মাতা গৃহবধূ। পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 9836084246. (C/119128)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ব্রাহ্মণ, M.Tech. পাশ, CPWD-তে কর্মরত, ৩১, পিতা অবসরপ্রাপ্ত গভঃ চাকরিজীবী, মাতা গৃহবধূ। একমাত্র পুত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 9330394371. (C/119128)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, ৩৮/৫'-৬", প্রাইঃ হাসপাতালের ম্যানেজার পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব ৩৪, শিক্ষিত, ঘরোয়া সুপাত্রী চাই। 8170028064. (C/119039)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, ৩৬, M.Tech. পাশ এবং নামী MNC-তে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. (C/119128)

■ রাজবংশী, জলপাইগুড়ি নিবাসী, ২৯, B.Tech. পাশ করে সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী। পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। দাবিহীন। (M) 7679478988. (C/119128)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, রাজবংশী, ৩৪, সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী। পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 7679478988. (C/119128)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, 42/5'-4", B.Com., নিজস্ব বাড়ি, পাত্রের জন্য মধ্যবিত্ত ঘরের, শিক্ষিতা, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। শিলিগুড়ি সংলগ্ন। (M) 9734823086. (C/119129)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, 34/5'-9", M.A., LLB, ট্যাক্স কন্সালট্যান্ট পাত্রের জন্য সুমুখশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 8016560396. (C/119129)

■ কায়স্থ, ৩৬/৫'-৭", এমএ ডাবল, ডিএলএড, একমাত্র ছেলে, কনট্রাকচুয়াল হাইস্কুল শিক্ষক ও সাংবাদিক পাত্রের জন্য শিক্ষিতা, জেনারেল কাস্ট পাত্রী চাই। যোগাযোগ-9800902443, সন্ধে ৬টা থেকে ৯টা। (N/M)

■ ব্রাহ্মণ, 32/5'-8", সুশ্রী, ফর্সা, ট্রিপল এমএ, ডিএলইডি, বেঃ সঃ মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষক। সুন্দরী, নম্র স্বভাবের পাত্রী চাই। মোঃ 9093670692. (D/S)

## বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ একমাত্র আমরাই পাত্রপাত্রীর সেরা খোঁজ দিই মাত্র 799/-, Unlimited Choice. (M) 9038408885. (C/119127)

## ঘটক চাই

■ বিশ্বস্ত ঘটক চাই। শিলিঃ/জলপাইঃ/কোচঃ অগ্রগণ্য। মোবাইল- 7827501579. (K)

রোজগারমেলা ২.০-তে বক্তব্য রাখছেন রাজ্যসভার সাংসদ হর্ষবর্ধন শ্রিংলা। শনিবার। ছবি : জয় মণ্ডল / অন অ্যাসাইনমেন্ট

# জমজমাট রোজগারমেলা

## কেউ চাকরি পেলেন, কেউ থাকলেন অপেক্ষায়

> অন্তত তিন হাজার কর্মসংস্থান হবে বলে মনে করছি। রাজ্যপাল সফল প্রার্থীদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেবেন।
> – হর্ষবর্ধন শ্রিংলা সভাপতি, দার্জিলিং ওয়েলফেয়ার সোসাইটি

**শিলিগুড়ি, ১৫ নভেম্বর :** দার্জিলিং ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে শনিবার থেকে শিলিগুড়ির সেলেসিয়ান কলেজে শুরু হল রোজগারমেলা ২.০। দু'দিনের এই মেলায় প্রথম দিন ২১৭৪ জন চাকরীপ্রার্থী অংশগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ রবিবার আরও ছেলেমেয়ে মেলায় অংশগ্রহণ করবেন বলে আয়োজকরা জানিয়েছেন। প্রথম দিন যেসব বিভিন্ন সংস্থার তরফে চাকরীপ্রার্থীদের নির্বাচিত করা হয়েছে রবিবার তাঁদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেবেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। এছাড়াও রবিবার নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যাঁরা নির্বাচিত হবেন তাঁদের হাতেও নিয়োগপত্র তুলে দেবেন রাজ্যপাল।

রোজগারমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। এছাড়াও ছিলেন দার্জিলিং ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ হর্ষবর্ধন শ্রিংলা, জলপাইগুড়ির সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত রায়, বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায় ও আনন্দময় বর্মন। মঞ্চ থেকেই রাজ্যের বেকারত্ব নিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে কটাক্ষ করেন শমীক। তাঁর কথায়, 'শিল্পপতিরা পশ্চিমবঙ্গ থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে অন্য রাজ্যে চলে যাচ্ছেন। চাকরি নেই, বেকারত্ব বেড়ে চলেছে। রাজ্যটা অনুপ্রবেশকারীদের দখলে চলে গিয়েছে।'

এদিন রোজগারমেলায় ৬০টির বেশি সংস্থার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। যার মধ্যে গাড়ি নির্মাতা, চিকিৎসা সম্পর্কিত, বিমান, ব্যাংক, নির্মাণ, আইটি, পর্যটনের মতো বিভিন্ন ধরনের বিশ্বমানের সংস্থার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। চাকরীপ্রার্থীদের যোগ্যতা ও চাহিদা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সংস্থায় তাঁদের সাক্ষাৎকারের সুযোগ করে দেওয়া হয়।

উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া থেকে রোজগারমেলায় এসেছিলেন ২২ বছর বয়সি মানিক রায়। এদিন তিনটি সংস্থায় ইন্টারভিউ দেন তিনি। প্রথম দুটি ইন্টারভিউতে চাকরি পাকা না হলেও তৃতীয় সাক্ষাৎকারে একটি চারচাকার গাড়ির সংস্থা তাঁকে বাছাই করে। চাকরি পাওয়ায় হাসি ফুটেছে মানিকের মুখে। তিনি বলেন, 'রবিবার ফের ডাকা হয়েছে। ওই দিন নিয়োগপত্র দেওয়া হবে।' কলকাতার বাসিন্দা হলেও বাবার চাকরির সূত্রে শিলিগুড়িতে থাকেন পৃথ্বীশ মজুমদার। সেলেসিয়ান কলেজের ছাত্র পৃথ্বীশ এদিন চাকরির জন্য জীবনে প্রথম ইন্টারভিউতে অংশ নেন। দুটি সংস্থা তাঁকে চাকরির জন্য বাছাই করে। পৃথ্বীশের কথায়, 'আগামীকাল চাকরির নিয়োগপত্র দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। কোন সংস্থার কাজে যোগ দেব তা পরে ঠিক করব।'

জীবনে প্রথমবার চাকরির জন্য ইন্টারভিউ প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার আগে স্নায়ুর চাপে ভুগছিলেন কোচবিহারের মেখলিগঞ্জের বাসিন্দা মিন্টু বর্মন। তবে, এদিন তাঁকে বাছাই করেনি কোনও সংস্থা। মিন্টু অবশ্য হাল ছাড়তে নারাজ। তিনি বলেন, 'একটি সংস্থা জানিয়েছে দিন কয়েক পরে তারা ফোন করে চাকরি হবে কি না সেটা জানাবে বলেছে। সেই আশাতে রয়েছি।'

এদিকে মেলায় আয়োজক তথা সংস্থার সভাপতি হর্ষবর্ধনের বক্তব্য, 'অন্তত তিন হাজার কর্মসংস্থান হবে বলে মনে করছি। রাজ্যপাল সফল প্রার্থীদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেবেন।'

রোজগারমেলা ২.০-তে অতিথিদের বরণ। শনিবার। ছবি : জয় মণ্ডল / অন অ্যাসাইনমেন্ট

### দিনভর

শনিবার থেকে শিলিগুড়ির সেলেসিয়ান কলেজে শুরু হল রোজগারমেলা ২.০

প্রথম দিন ২১৭৪ জন চাকরিপ্রার্থী অংশগ্রহণ করেন

তাঁদের মধ্যে অনেকেই বিভিন্ন সংস্থায় নিয়োগ পেয়েছেন

রবিবার তাঁদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেবেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস

দ্বিতীয় দিনে অংশগ্রহণ করবেন আরও কর্মপ্রার্থী

# একা হাতিতে রক্ষে নেই, দোসর বাঁদর

রাজু সাহা

**শামুকতলা, ১৫ নভেম্বর :** হাতির হানা তো নিত্যদিনের ঘটনা। কিন্তু এখন জঙ্গল লাগোয়া বাসিন্দাদের কাছে হাতির দোসর হয়ে দাঁড়িয়েছে বাঁদর। ঝাঁকে ঝাঁকে বাঁদর হানা দিচ্ছে গ্রামে। তাতেই জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের পূর্ব বিভাগের বনাঞ্চল লাগোয়া ছিপড়া, ছোট চৌকিরবস, স্কুলডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দাদের। লাগাতার হাতির হানা এবং বাঁদরের উৎপাত রোধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি তুলেছেন বাসিন্দারা।

বাসিন্দাদের অভিযোগ, রাতে বুনো হাতি হানা দিলে, বাঁদরের দল হানা দিচ্ছে দিনে। বুনো হাতির দল রাতে গ্রামে এসে খেতের ফসল, কলা বাগান, সুপারি বাগান নষ্ট করে দিচ্ছে, ঘরবাড়ি ভাঙছে। অন্যদিকে, আবার দিনে বাঁদরের দল ঝাঁকে ঝাঁকে এসে খেতের ফসল তো নষ্ট করছেই সেইসঙ্গে ঘরে ঢুকে এটা সেটা নিয়ে পালাচ্ছে। এমনকি রান্না করা খাবারও নিয়ে পালাচ্ছে বাঁদরের দল। এই অবস্থায় বুনোদের হানা রুখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি তুলেছেন বাসিন্দারা।

ছিপড়া গ্রামের বাসিন্দা সুমন্ত নার্জিনারি জানান, ধান কাটা চলছে। সেই ধানের লোভে প্রতি রাতে বুনো হাতির দল হানা দিচ্ছিল গ্রামে। গত এক সপ্তাহে প্রায় ৭ বিঘা জমির ধান গাছ, তিন বিঘা কলা বাগান খেয়ে সাফ করেছে। সুপারি বাগানও তছনছ করেছে ওই হাতির দল। হল্লা ও পটকা এবং মশালকে তোয়াক্কা না করে প্রতিদিন বুনো হাতির দল হানা দেওয়ায় রাতে ঘুমোতে পারছেন না। ফসল ও বাড়িঘর রক্ষা করতে রাত জেগে গ্রাম পাহারা দিতে হচ্ছে। দিনে আবার হানা দিচ্ছে বাঁদর। স্কুলডাঙ্গার বাসিন্দা অম্লান দাস বলেন, 'রাতে হাতির দল হানা দিচ্ছে। দিনের আলো ফুটতেই দলবেঁধে বাঁদর এসে হানা দিচ্ছে চাষের জমিতে। খেতের লাউ, আলু, কলা তো খাচ্ছেই সেইসঙ্গে গ্রামবাসীদের রান্নাঘরেও হানা দিচ্ছে ওই বাঁদরের দল। রান্না করা খাবারও খেয়ে নিচ্ছে সেগুলি। এমনকি ছোটখাটো বাসনপত্র, জামাকাপড়, সাবান পর্যন্ত নিয়ে চম্পট দিচ্ছে।' গ্রামবাসীরা জানালেন, দলবেঁধে গ্রামে ঢুকেই কলা ও লাউখেতে হানা দিচ্ছে। আবার কখনও ঘরের চালে বা গাছের ডালে ওঁত পেতে বসে থাকে বাঁদররা। সুযোগমতো নেমে এসে এটা সেটা নিয়ে আবার গাছের মগডালে উঠে পড়ছে। হাতের থেকে খাবারও ছোঁ মেরে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। গুলতি মেরেও তাড়ানো যাচ্ছে না।

রেঞ্জ অফিসার দেবাশিস মণ্ডল জানান, বুনো হাতির হানা রোধে গ্রামের চারপাশে বিদ্যুতের তারের বেড়া, সার্চলাইট এবং পটকা দেওয়া হচ্ছে। বাঁদরের হানা রোধ করা খুব কঠিন।

### শৈশব ও আনন্দ

ফরাক্কা সংলগ্ন এলাকায় ছবিটি তুলেছেন রাজু দাস।

## তিন জেলায় তৈরি হবে ২০০ ফুটব্রিজ

# নাশকতা রুখতে উদ্যোগী রেল

পূর্ণেন্দু সরকার

**জলপাইগুড়ি, ১৫ নভেম্বর :** রেলসেতুতে নাশকতার পরিকল্পনা ভেস্তে দেওয়ার পাশাপাশি সেতুর ওপর নজরদারি ব্যবস্থা জোরদার করতে রেলসেতুগুলিতে ফুটব্রিজ তৈরির পরিকল্পনা ঘোষণা করল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলেন, '২০২৫ সাল থেকে ২০৩০ সাল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের তরফে রেলসেতুর পাশে ৪৫২টি ফুটব্রিজ নির্মাণ করা হবে। যার মধ্যে উত্তরবঙ্গের তিন জেলায় আলিপুরদুয়ার রেল ডিভিশনে তৈরি হবে ২০০টি ফুটব্রিজ।'

রেলসেতু লাগোয়া এলাকায় ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটে। সে সময় যাত্রীদের উদ্ধার কিংবা রেলকর্মী, ইঞ্জিনিয়ারদের রেলসেতুর পরিকাঠামো উন্নয়ন কিংবা রক্ষণাবেক্ষণের কাজে খুব সমস্যা হয় ফুটব্রিজ না থাকায়। তাছাড়া বিভিন্ন সময়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নাশকতামূলক ঘটনার পর নিরাপত্তা ব্যবস্থাও বাড়ানো হয়। সেসময় প্রত্যন্ত রেলসেতুগুলোর পাশে ফুটব্রিজ না থাকাতে রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স বা অন্য কেন্দ্রীয় নিরাপত্তাবাহিনীর পক্ষে নজরদারি, টহল চালানোর কাজেও সমস্যা হয়। এমনকি সংশ্লিষ্ট রেলসেতুতে তল্লাশি চালানোর কাজেও হিমসিম খেতে হয় কেন্দ্রীয় নিরাপত্তাবাহিনীকে। একদিকে রেলের রক্ষণাবেক্ষণ ও দেখভাল, অন্যদিকে, নিরাপত্তাবাহিনীর নজরদারির সুবিধার্থে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের তরফে এই উদ্যোগ, জানালেন কপিঞ্জলকিশোর।

আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা এবং জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায় এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। শিলিগুড়ির পর থেকে আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারের অসম সীমানা পর্যন্ত প্রচুর রেলসেতু রয়েছে। অনেকসময় স্থানীয়রা রেলসেতুর ওপর লাইন ধরে হাঁটতে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। ফুটব্রিজ তৈরি হলে এই ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব, মত সাংসদদের।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল তাদের অধীনে মোট ৯৪৩টি রেলসেতুর সঙ্গে ফুটব্রিজ নির্মাণের জন্য জায়গা চিহ্নিত করেছে। যার মধ্যে ৩৮২টি ফুটব্রিজের কাজ শেষ হয়েছে। ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষে ৩২টি ফুটব্রিজের কাজ শুরু হয়েছে। চলতি আর্থিকবর্ষে ১০৯টি ফুটব্রিজ তৈরির লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছিল। সেগুলোর মধ্যে ৪৯টির কাজ শুরু হয়েছে। অন্যদিকে, ২০২৫-'৩০ পর্যন্ত আরও ৪৫২টি ফুটব্রিজ তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। যার মধ্যে আলিপুরদুয়ার রেল ডিভিশনেই তৈরি করা হবে ২০০টি ফুটব্রিজ।

> ২০২৫ সাল থেকে ২০৩০ সাল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের তরফে রেলসেতুর পাশে ৪৫২টি ফুটব্রিজ নির্মাণ করা হবে। যার মধ্যে উত্তরবঙ্গের তিন জেলায় আলিপুরদুয়ার রেল ডিভিশনে তৈরি হবে ২০০টি ফুটব্রিজ।
> **কপিঞ্জলকিশোর শর্মা**
> *মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল*

# জয় জোহরমেলা নিয়ে তৃণমূলে দ্বন্দ্ব

**গঙ্গারামপুর, ১৫ নভেম্বর :** ফের প্রকাশ্যে তৃণমূলের দ্বন্দ্ব। এবার জয় জোহরমেলাকে কেন্দ্র করে গঙ্গারামপুরে ব্লকে দলের অন্তর্কলহ সামনে এসেছে। দলের প্রাক্তন জেলা সভাপতি তথা জেলা পরিষদের সভাপতি মৃণাল সরকার জানান, আদিবাসী সমাজকে যথাযথ গুরুত্ব না দেওয়া এবং জনপ্রতিনিধিদের উপেক্ষা করার অভিযোগ তুলে এ বছর মেলা বয়কট করেছেন গঙ্গারামপুর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিউটি সরকার, সমিতির সদস্য ছবি মুর্মু, বুধী তির্কি এবং জেলা পরিষদের সদস্য ঝর্না কর্মকার, রেজিনা বিবি।

শনিবার গঙ্গারামপুর ব্লকের মালিপাড়া হাইস্কুল মাঠে গঙ্গারামপুর ব্লক প্রশাসন এবং গঙ্গারামপুর পঞ্চায়েত সমিতির তরফে জয় জোহরমেলার সূচনা করা হয়। সেই মেলায় আমন্ত্রণ জানানো হলেও বেশ কয়েকজন জনপ্রতিনিধি মেলাতে আসেননি বলে জানা গিয়েছে। দলের একটি সূত্রে খবর, দলের বর্তমান জেলা সভাপতি সুভাষ ভাওয়ালের বিপরীত গোষ্ঠীর জনপ্রতিনিধিরা এদিনের মেলার সূচনায় আসেননি।

মৃণাল বলেন, 'প্রতি ব্লকে আদিবাসী সমাজের কমিটি থেকে অনুষ্ঠান পরিচালনার কথা থাকলেও গঙ্গারামপুরেই সেটি মানা হয়নি। তাছাড়া আদিবাসী সমাজের প্রতিনিধিদের আহ্বান জানানো হয়নি মেলায়। সে কারণেই গঙ্গারামপুর পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের বেশিরভাগ জনপ্রতিনিধি এই অনুষ্ঠান বয়কট করেছেন।'

যদিও আমন্ত্রণ না জানানোর অভিযোগ মানতে নারাজ গঙ্গারামপুর ব্লকের বিডিও অর্পিতা ঘোষাল। তাঁর বক্তব্য, 'উনি কী বলেছেন, আমার জানা নেই। তবে প্রশাসনের তরফে সকলকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।'

এদিকে, প্রাক্তন সভাপতির এমন অভিযোগকে পাত্তা দিতে নারাজ বর্তমান সভাপতি সুভাষ। নাম না নিয়ে প্রাক্তন সভাপতিকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, 'এই মেলাগুলো পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এবং বিডিওর তত্ত্বাবধানে হয়ে থাকে। তাছাড়া বিডিও সকলকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন।'

### এখানে মেঘ গাভীর মতো চরে

অপরূপ কাঞ্চনজঙ্ঘা।। সান্দাকফু থেকে ফালুট যাওয়ার পথে সুশান্ত পালের তোলা ছবি।

# পিছোল ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নিউজ ব্যুরো

**১৫ নভেম্বর :** আপাতত স্থগিত হয়ে গেল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শীতকালীন বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। গ্রাম পঞ্চায়েত স্তর থেকে রাজ্য স্তরের প্রতিটি খেলা অনিবার্য কারণে স্থগিত রাখার কথা জানিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। শনিবার এই মর্মে নির্দেশিকা জারি হয়। ইতিমধ্যে এসআইআর-এর জন্য বিভিন্ন স্কুল থেকে বহু শিক্ষক বিএলও-র দায়িত্ব পেয়েছেন। আবার ডিসেম্বরের মাঝামাঝি স্কুলগুলিতে তৃতীয় পর্বের মূল্যায়ন পরীক্ষা হবে। এই পরিস্থিতিতে কীভাবে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যেতে পারে, প্রশ্ন উঠেছিল।

প্রকাশিত হল
WBTA
WEST BENGAL TEACHERS' ASSOCIATION
MADHYAMIK 2026
TEST PAPERS
প্রশ্নের বিভ্রান্তি নয়, সেরা প্রশ্নের সেরা সংযোজন
নকল থেকে সাবধান উত্তরসহ
শিক্ষা প্রকাশন 9874310175
১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৯

# 'লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল'-এ শুভঙ্করের গান

অসীম বর্মন

**বালুরঘাট, ১৫ নভেম্বর :** নাটক, সাংস্কৃতিক শহর বালুরঘাট। সেই বালুরঘাটের নাম আরও উজ্জ্বল করলেন শহরের ছেলে শুভঙ্কর চৌধুরী। ২১ নভেম্বর মুক্তি পাবে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র পরিচালক রামকমল মুখোপাধ্যায়ের নতুন ছবি 'লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল'। এই সিনেমার দুটি গান শুভঙ্করের লেখা। তার মধ্যে আইটেম সং 'দিল্লি কা তুফান' ইতিমধ্যে ইউটিউবে মুক্তি পেয়ে দর্শক মহলে সাড়া ফেলেছে।

বালুরঘাটের সাহেব কাছারির বাসিন্দা শুভঙ্কর। তাঁর বাবা সুশান্ত চৌধুরী ব্যবসায়ী, মা রাখি চৌধুরী ছিলেন শিক্ষাকর্মী। লকডাউনের পরে বালুরঘাটে ফিরে এসে শর্ট ফিল্ম নিয়ে কাজ শুরু করেন বরাবরের এই কৃতী। তিনি পেশাগতভাবে শিক্ষকতার পাশাপাশি একধারে শর্ট ফিল্ম পরিচালক, অন্যদিকে সিনেমাটোগ্রাফার, সুরকার এবং গীতিকার। ২২ বছর ধরে গানের চর্চা করছেন। শিখেছেন ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত। লেখালেখি শুরু করেন ২০১১ সাল থেকে। তবে গান লিখছেন গত ৭-৮ বছর। প্রথম কাজ 'আনসাক্সেফুল' নামে একটি নির্বাক শর্ট ফিল্ম। এরপর থেকে সংগীত নিয়ে লাগাতার কাজ করছেন শুভঙ্কর।

তবে তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয় তেভাগা আন্দোলন নিয়ে তৈরি শর্ট ডকুমেন্টারি ফিল্ম 'তেভাগা দ্য স্যাঙ্গোনিয়া সার্ভিস'। সহকারী পরিচালক এবং সংগীত পরিচালকের যুগ্ম দায়িত্বে ছিলেন তিনি। নারীকেন্দ্রিক 'ভামিনী' ছবিতে কাজের সূত্র ধরে পরিচয় হয় 'বিনোদিনী'র পরিচালক রামকমলের সঙ্গে। এবার 'লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল' সিনেমায় দুটি গান লিখে চমক দিয়েছেন গীতিকার শুভঙ্কর। আর গান লেখার ক্ষেত্রে পরিচালক রামকমলের থেকে নানারকম সাহায্য, উপদেশ পেয়েছেন।

শুভঙ্কর বলেন, 'সিনেমা জগতে, সংগীতের জগতে আরও ভালো কাজ করতে চাই। লেখনীই আমার আত্মা। গান আমার প্রাণ। ভবিষ্যৎকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চাইনি কখনও। বর্তমান আর বাস্তবকে নিয়ে থাকতে চাই। জীবনে অন্তত একটা গান লিখতে চাই, যা ১০০ বছর পরেও আপন মনে মানুষ গুনগুন করবে।'

লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল সিনেমার একটি দৃশ্য। (ইনসেটে) সিনেমার দুটি গানের লেখক শুভঙ্কর চৌধুরী।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন ধুপগুড়ি-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, ধুপগুড়ি- এর একজন বাসিন্দা জয়রাম অধিকারী - কে 17.08.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 96E 54325 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "একসময় আমার জীবনটা অনিশ্চিত লাগত এবং স্বপ্নগুলোও যেন অনেক দূরের মনে হত। তারপর ডিয়ার লটারি এমন একটা সুযোগ এনে দিল যা আমি ভাবতেও পারিনি। আমার জীবনে পরিবর্তন সম্ভব, এটা বিশ্বাস করানোর জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারিকে ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

**Jaigaon Development Authority**
**(A statutory Organization of Govt. of West Bengal under UD&MA Deptt.)**
**Abridge Tender Notice**
In Ref. to the NIeT..No.03/XVIII/GS/JDA/Tender/2025-26 of JDA, e-tenders (online) are invited from the eligible, resourceful & bonafied bidders in connection with one revenue generated schemes of JDA. The last date of submission of bids is 05-12-2025 at 6.00 P.M. For further details, please contact JDA office, Jaigaon during office hrs and visit **www.wbtenders.gov.in**
**Sd/-**
**ADM, Alipurduar & Executive Officer, JDA**

**e-Tender Notice**
**Office of the Block Development Officer**
**Kranti Development Block**
**Kranti ::: Jalpaiguri**
e-Tender have been invited by the undersigned for different works vide e-NIT No: E-NIT NO: WB/39/APAS-22/BDOKNT/25-26, Dated: 13-11-2025 work Sl 01 to 38 & E-NIT NO: WB/040/APAS-23/BDOKNT/25-26(Retender-2),Dated: 13-11-2025 work Sl 01 to 06. Last date of submission of bid through online is 05-12-2025 up to 17:00 hrs. For details please visit https://wbtenders.gov.in. from 13-11-2025 from 17:00 hrs. respectively.
**Sd/-**
**EO & BDO,**
**Kranti Development Block**
**Kranti :: Jalpaiguri**

# কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে আধুনিক এলএইচবি কোচ

**জলপাইগুড়ি, ১৫ নভেম্বর :** দুর্ঘটনার প্রভাব কমিয়ে যাত্রীসুরক্ষা জোরদার করতে শিয়ালদাগামী কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের কামরাগুলিকে এলএইচবি (লিংক হফম্যান বুশ) কোচে পরিণত করা হচ্ছে। আগামী ২৮ ও ২৯ নভেম্বর থেকে শিয়ালদা-সাবরাং এবং শিয়ালদা-শিলচরে চলাচলকারী কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে অত্যাধুনিক এলএইচবি কোচ সংযুক্ত করা হবে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলেন, 'এলএইচবি কোচ সংযুক্ত করার পর কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে তার প্রভাব কম পড়বে। কারণ অ্যান্টি টেলিস্কোপিক ডিজাইন দিয়ে আধুনিক কোচগুলি তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া উন্নত সাসপেনশন ব্যবস্থা থাকায় যাত্রীস্বাচ্ছন্দ্যের পাশাপাশি আরামদায়ক ট্রেনযাত্রা করা যাবে।'

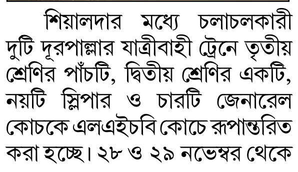

শিয়ালদার মধ্যে চলাচলকারী দুটি দূরপাল্লার যাত্রীবাহী ট্রেনে তৃতীয় শ্রেণির পাঁচটি, দ্বিতীয় শ্রেণির একটি, নয়টি স্লিপার ও চারটি জেনারেল কোচকে এলএইচবি কোচে রূপান্তরিত করা হচ্ছে। ২৮ ও ২৯ নভেম্বর থেকে এলএইচবি কোচ নিয়ে এই দুটি ট্রেন ছুটবে বলে কপিঞ্জলকিশোর জানান। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের রেলওয়ে ইউজার্স কমিটির সদস্য পার্থ রায় জানান, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর ও মালদার বিভিন্ন স্টেশনে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস থামে। উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলির পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের প্রচুর মানুষ এই ট্রেনে যাতায়াত করেন। আধুনিক কোচ দেওয়ায় যাত্রীসুরক্ষা আরও সুনিশ্চিত হল।

**শিলিগুড়ি পৌর নিগম**
**বিজ্ঞপ্তি**
শিলিগুড়ি পৌর নিগম প্রকাশ করতে চলেছে, শিলিগুড়ি মহকুমা স্মারক গ্রন্থ। এই স্মারক গ্রন্থের জন্য শিলিগুড়ি মহকুমার পুরোনো দিনের দুষ্প্রাপ্য ছবি বা তথ্য কোনও ব্যক্তির সংগ্রহে থাকলে তা স্মারক গ্রন্থ প্রকাশের স্বার্থে আগামী **৩০শে নভেম্বর ২০২৫** তারিখের মধ্যে নিম্নে উল্লেখিত ই-মেল এ ফেরত যোগ্য শর্তে প্রেরণ করবার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। স্বীকৃতি ও ঋণ স্বীকার স্বরূপ তাঁদের নাম স্মারক গ্রন্থে উল্লেখিত থাকবে।
ই-মেল smarakgrantha2025@gmail.com
**মহাধ্যক্ষ**
**শিলিগুড়ি পৌর নিগম**

**CINEMA সিনেমা**
NEW CINEMA (A.C) SILIGURI 9832336881
KHADAAN — 11.00 AM, 4.15 PM — DEV ADHIKARI, IDHIKA PAUL, JISSHU SENGUPTA
HAQ — 1.30 PM — EMRAAN HASHMI, YAMI GAUTAM
Ek Deewane Ki Deewaniyat — 7.00 PM — SONAM BAJWA, HARSHVARDHAN RANE

**ওষুধ, অস্ত্রোপচার এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ**
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: এইচ-এমইডি-এলপি-২০২৫-২৬পিটি৪, তারিখ: ০৮-১১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং: এইচ-এমইডি-এলপি-২০২৫-২৬পিটি৪; কাজের নাম: নিউ জলপাইগুড়ি সাব ডিভিশনাল রেলওয়ে হাসপাতাল-এ স্থানীয় ক্রয়ের অধীনে ০২ বছর অর্থাৎ ২০২৬-২০২৮ -এর জন্য এসডিআরএইচ/নিউ জলপাইগুড়ির নিকটবর্তী মেডিক্যাল শপ/সরবরাহকারী/বিক্রেতা/ডিস্ট্রিবিউটর/ফার্ম থেকে তালিকাভুক্তির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ওষুধ, অস্ত্রোপচার এবং ভোগ্যপণ্য সরবরাহ। বিজ্ঞাপিত মূল্য: ৩৬,০০,০০০/- টাকা; বায়নার ধন: ৫০,০০০/- টাকা। ই-টেন্ডার ২৯-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় বন্ধ হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
সিএমএস, নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

**সিটি, এমআরআই, আল্ট্রাসাউন্ড এবং এক্স-রে সেন্টার স্থাপন**
টেন্ডার নং: আরটি-এমডি-সিটি-এমআরআই-২০২৫-২৬, তারিখ: ১২-১১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডারগুলি আহ্বান করা হচ্ছে: কাজের নাম: উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, সেন্ট্রাল হাসপাতাল (এনএফআরসিএইচ), মালিগাঁও, অসম-এ ইতিমধ্যেই নির্মিত স্থানে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি)-এ (প্রতিষ্ঠা, সরঞ্জাম, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ)-এর মাধ্যমে সিটি, এমআরআই, আল্ট্রাসাউন্ড এবং এক্স-রে সেন্টার স্থাপন। বিজ্ঞাপিত মূল্য: ২১,৮৪,৪০০.০০ টাকা। বায়নার ধন: ৪,১৯,৭০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ০৫-১২-২০২৫ তারিখের ১২.০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ উপলব্ধ থাকবে।
মেডিকেল ডিরেক্টর, সেন্ট্রাল হাসপাতাল, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

**বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং মেশিনের জন্য সিগন্যালিং সাহায্য**
ই-টেন্ডার নোটিস নং. কেআইআর-এল-২০২৫-কে-৫৫ তারিখ: ১৩-১১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: কাজের নাম: এসএসই এসআইজি শিলিগুড়ি জংশন অধিক্ষেত্রের অধীনে কর্মরত বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং মেশিনের জন্য সিগন্যালিং সাহায্য। টেন্ডার রাশি: ২৭,৫২,৮৭৪/- টাকা। বায়না রাশি: ৫৫,১০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়: ০৫-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবে: ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ০৫-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম/(এসএন্ডটি)/কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

**হাই ভোল্টেজ কম্পোজিট ইনসুলেশন আবরণের ব্যবস্থা**
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: এপি-ইএল-টিআরডি-১৩-২৫-২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: ক্র. নং. ১, টেন্ডার নং: এপি-ইএল-টিআরডি-১৩-২৫-২৬, কাজের নাম: চাপাগুড়ি-মাথাভাঙ্গা সেকশনের অধীনে ব্রিজ নং. ৭৩, সেকশন আগোমনি-গোলকগঞ্জ সেকশনের অধীনে ব্রিজ নং. ১৭৪ এবং গুলমা-সিবোক সেকশনের অধীনে ব্রিজ নং. ২৯-এ হাই ভোল্টেজ কম্পোজিট ইনসুলেশন আবরণের ব্যবস্থা, যা ওএইচই স্থানে সীমাবদ্ধ বৈদ্যুতিক ক্লিয়ারেন্সে ২৫ কেভি ওএইচই-এর জন্য উপযুক্ত (ফেস-I)। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য: ৭,০৫,৮৭,৬৫০.০০ টাকা, বায়নার ধন: ৫,০২,৯০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ১২-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় বন্ধ হবে এবং ১২-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায় ডিআরএম/ইলেক্ট (টিআরডি)/আলিপুরদুয়ার জং. কার্যালয়ে খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
সিনি. ডিইই/টিআরডি, ওপি অ্যান্ড জিএস, আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকের সেবায়

**ডিসেম্বর মাস, ২০২৫ -এর জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি**
ডিসেম্বর মাস, ২০২৫ -এর জন্য তিনসুকিয়া ডিভিশনের এখতিয়ারের অধীনে রেলওয়ের বর্জ্য সামগ্রী বিক্রির জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি এতদ্বারা নিম্নরূপ স্থির করা হয়েছে :-

| ক্রম নং | মাস | নির্ধারিত তারিখ |
|---|---|---|
| ১ | ডিসেম্বর, ২০২৫ | তিনসুকিয়া ডিভিশনের জন্য ০৩-১২-২৫, ১১-১২-২৫ ও ২৩-১২-২৫ এবং জিএসডি/ডিব্রুগড় টাউনের জন্য ০৮-১২-২৫, ১৮-১২-২৫ ও ২৯-১২-২৫ |

আগ্রহী দরদাতাদের নিবন্ধন, প্রশিক্ষণ, ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট (www.ireps.gov.in) এর মাধ্যমে বিড জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
ডেপুটি চিফ ম্যাটেরিয়ালস ম্যানেজার, ডিব্রুগড়
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

## আজ টিভিতে

লোনলি প্ল্যানেট : থাউজ্যান্ড আল্টিমেট এক্সপিরিয়েন্সেস
বিকেল ৩.১৭ সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি

### সিনেমা

**জলসা মুভিজ :** সকাল ১০.০০ মন যে করে উড়ু উড়ু, দুপুর ১.০০ দেবী, বিকেল ৪.১৫ জিও পাগলা, সন্ধে ৭.৩০ হিরোগিরি, রাত ১০.৪৫ হরিপদ ব্যান্ডওয়ালা
**কালার্স বাংলা সিনেমা :** সকাল ৯.৩০ ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে, দুপুর ১.০০ ফাইটার মারব নয় মরবো, বিকেল ৪.৩০ ওয়ান্টেড, রাত ৮.০০ আই লভ ইউ, ১১.১৫ রহমত আলি
**জি বাংলা সোনার :** সকাল ৯.৩০ প্রথম দেখা, দুপুর ১২.০০ দিওয়ানা, ২.৩০ বদনাম, বিকেল ৫.০০ রক্ত নদীর ধারা, রাত ১০.০০ সোনার কেল্লা
**ডিডি বাংলা :** দুপুর ২.৩০ মন যাকে চায়, সন্ধে ৭.৩০ বস্তির মেয়ে রাধা
**কালার্স বাংলা :** দুপুর ২.০০ নাচ নাগিনী নাচ রে
**আকাশ আট :** বিকেল ৩.০৫ মশাল
**স্টার গোল্ড :** সকাল ১০.৪৩ টোটাল ধমাল, দুপুর ১.০৭ ভুল ভুলাইয়া, বিকেল ৪.২৩ চুপ চুপ কে, সন্ধে ৭.৫০ মার্গন, রাত ১০.২৫ ফাইটার
**অ্যান্ড পিকচার্স :** বেলা ১১.০১ ভোলা, দুপুর ১.৩৩ জানোয়ার, বিকেল ৪.৫০ লাডলা, সন্ধে ৭.৩০ কোই মিল গয়া, রাত ১০.৩৭ হরর শার্ক
**জি সিনেমা :** দুপুর ১.২১ হম সাথ সাথ হ্যায়, বিকেল ৪.৫৮ সূর্যবংশী, সন্ধে ৭.৫৫ জাট, রাত ১০.৫৭ বাগি
**জি অ্যাকশন :** বেলা ১১.০২ এনকাউন্টার শংকর, দুপুর ১.৪০ পুলিশ পাওয়ার, বিকেল ৪.৩৩ ফুল অওর অঙ্গার, সন্ধে ৭.২৮ মাসুম, রাত ১০.৩২ নাগমতী

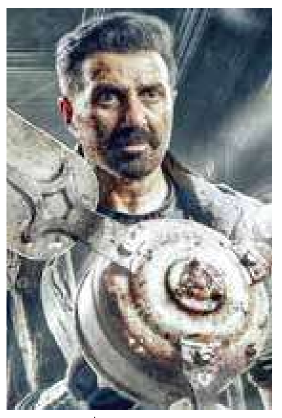

জাট সন্ধে ৭.৫৫
জি সিনেমা

মার্গন সন্ধে ৭.৫০
স্টার গোল্ড

আল্টিমেট এনিমিজ বিকেল ৫.২৩ ন্যাট জিও ওয়াইল্ড

**Notice Inviting eBid**
**The Block Development Officer, Karandighi, Uttar Dinajpur invites the following NIT :**
1. eNIT No:- 69/KDI/2025-26, Memo No : 1829/Estt, Dated : 15/11/2025. 2. eNIT No:- 70/KDI/2025-26, Memo No:- 1830/Estt, Dated : 15/11/2025 Bid Proposal submission start date : 17/11/2025 at 05.00 PM. Bid Proposal for submission Closing date : 11/12/2025 at 05.00 PM. Bid Opening for Technical evaluation date : 13/12/2025.
**Sd/-**
**Block Development Officer**
**Karandighi Development Block**

## সোনা ও রুপোর দর

| | |
|---|---|
| পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ১২৩৪০০ |
| পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ১২৪০০০ |
| হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ১১৭৮৫০ |
| রুপোর বাট (প্রতি কেজি) | ১৫৬২০০ |
| খুচরো রুপো (প্রতি কেজি) | ১৫৬৩০০ |

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

**আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের বিভিন্ন রেলে এসএলআরের লিজের লাইসেন্স প্রদানের হেতু ই-নিলাম**
আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের বিভিন্ন রেলে এসএলআর কম্পার্টমেন্টের লিজের জন্যে ই-নিলাম। বিবরণ: এসএলআর কোচে পার্সেল স্থান (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট), রেট ইউনিট: প্রতি ট্রিপে লাইসেন্স প্রদানের শুল্ক।
অক্সন ক্যাটালগ নং. সি-এপি-পিসিএল-লিজ

| এসাইনিং নং. | এলওটি সংখ্যা/শ্রেণী | ট্রিপস |
|---|---|---|
| এএ/১ | ১৫৪৬৮-এসএলআর-এফ১-বিএপ্পি-এসজিইউজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর) | ৭৩০ |
| এএ/২ | ১২৩৭৮-এসএলআর-এফ১-এনগুকিউ-এসডিএইচ-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর) | ৭৩০ |
| এএ/৩ | ১৫৪১৭-এসএলআর-আর১-এপিডিজে-এসএইচটিটি-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর) | ৩১৩ |
| এএ/৪ | ১৫৭৬৯-এসএলআর-এফ২-এপিডিজে-এমএক্সএন-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর) | ৭৩০ |
| এএ/৫ | ১৩১৪২-এসএলআর-আর১-এনগুকিউ-এসডিএএইচ-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর) | ৭৩০ |
| এএ/৬ | ১৫৭৬৮-এসএলআর-আর১-এপিডিজে-এসজিইউজে-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর) | ৭৩০ |
| এএ/৭ | ১৫৭৬৮-এসএলআর-এফ২-এপিডিজে-এসজিইউজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর) | ৭৩০ |
| এএ/৮ | ১৩১৫০-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-এসডিএএইচ-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর) | ৭৩০ |
| এএ/৯ | ১৫৭৫৩-এসএলআর-এফ২-এপিডিজে-জিএইচওয়াই-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর) | ৭৩০ |
| এএ/১০ | ১৫৭৭৮-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-এনজেপি-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর) | ৭৩০ |
| এএ/১১ | ১৫৭৬৮-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-এসজিইউজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর) | ৭৩০ |
| এএ/১২ | ১৫৪৬৮-এসএলআর-এফ২-বিএপ্পি-এসজিইউজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর) | ৭৩০ |
| এএ/১৩ | ১৫৭৫৩-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-জিএইচওয়াই-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর) | ৭৩০ |
| এএ/১৪ | ১৫৭৫৩-এসএলআর-আর১-এপিডিজে-জিএইচওয়াই-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর) | ৭৩০ |
| এএ/১৫ | ১৫৪১৭-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-এসএইচটিটি-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর) | ৩১৩ |
| এএ/১৬ | ১৫৭৬৯-এসএলআর-আর১-এপিডিজে-এমএক্সএন-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর) | ৭৩০ |
| এএ/১৭ | ১৩১৪২-এসএলআর-এফ২-এনগুকিউ-এসডিএএইচ-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর) | ৭৩০ |
| এএ/১৮ | ১৩১৪৮-এসএলআর-এফ১-বিএপ্পি-এসডিএএইচ-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর) | ৭৩০ |
| এএ/১৯ | ১৩১৪২-এসএলআর-এফ১-এনগুকিউ-এসডিএএইচ-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর) | ৭৩০ |
| এএ/২০ | ১৫৪৬৮-এসএলআর-আর১-বিএপ্পি-এসজিইউজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর) | ৭৩০ |

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ২২-১১-২০২৫ তারিখে ১১.০০ ঘন্টায় এবং বন্ধ হবে: ১৪.৪০ ঘন্টায়। প্রত্যাশিত টেন্ডারকর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম লীজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।
মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

**পংজাব নৈশনল বৈংক ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon !**
অ্যাসেট রিকভারি মনিটরিং ব্রাঞ্চ, এন.জে.পি (শিলিগুড়ি), ইউনাইটেড ব্যাংক বিল্ডিং, তৃতীয় তলা, হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ জেলা- দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ [ইমেল : CS8289@pnb.co.in, ফোন নং- ০৩৫৩-২৪৩২৬৬৪]
**স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ**
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর অনুবিধি সহ পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনানসিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর অন্তর্গত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় নোটিশ।
সাধারণভাবে জনসাধারণ এবং নির্দিষ্টভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদাতা (গণ)-কে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধকী ঋণদাতাকে বন্ধক দেওয়া/চার্জ দেওয়া সম্পত্তির গঠনমূলক/প্রকৃতিগত/প্রতীকী দখল ব্যাংক/সুরক্ষিত ঋণদাতার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, নিম্নের তালিকাতে উল্লেখিত তারিখ অনুসারে 'যেখানে যেমন আছে,' 'যেখানে যা কিছু আছে,' 'যেখানে যাই থাকুক' ভিত্তিতে যেটি পুনরুদ্ধার করা হবে ব্যাংক/সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে নির্দিষ্ট ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদাতা (গণ)-এর বকেয়া পূরণের মাধ্যমে। সংরক্ষিত অর্থমূল্য এবং অগ্রিম অর্থমূল্য যেটি জমা দিতে হবে তা নিম্নে উল্লেখিত তালিকায় নির্দিষ্ট সম্পত্তির হিসেবে উল্লেখ করা হবে।
**সুরক্ষিত সম্পত্তির অনুসূচি**

| ক্রমিক নং | ক) শাখার নাম খ) অ্যাকাউন্টের নাম গ) ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা-এর অ্যাকাউন্টের নাম এবং ঠিকানা | ঘ) স্থাবর সম্পত্তিটির বিস্তারিত বিবরণ বন্ধকদাতা/মালিকের নাম [সম্পত্তি(গুলির) বন্ধকদাতা] | ঙ) সারফাইসি অ্যাক্ট ২০০২ এর ১৩(২) সেকশনের অন্তর্গত ডিমান্ড নোটিশের তারিখ চ) বকেয়া অর্থমূল্য ছ) সারফাইসি অ্যাক্ট ১৩(৪) সেকশনের অন্তর্গত দখলের তারিখ জ) দখলের প্রকৃতি প্রতীকী/প্রকৃতিগত/গঠনমূলক | ক) সংরক্ষিত অর্থমূল্য খ) ইএমডি (ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ) গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ | ঘ) ই-অকশনের তারিখ/সময় | ঙ) দায়বদ্ধতার বিস্তারিত বিবরণ * সুরক্ষিত ঋণদাতার দ্বারা জানা আছে |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১. | ক) কুম্ভিরা বারদুয়ারি (২৩৭২০০) খ) মেসার্স সুমন রিলিং সেন্টার ২৩৭২০০৮৭০০০০০৬৪৫ গ) মালিক এবং বন্ধকদাতা : মহম্মদ শিহানুল ইসলাম, রাইসুদ্দিন আহমেদের পুত্র ঠিকানা- গ্রাম- রানু চক, পোস্ট- শেরশাহি, থানা- কালিয়াচক, জেলা- মালদা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৩২২০১ জামিনদাতা : মহম্মদ আমিনুল ইসলাম, রাইসুদ্দিন আহমেদের পুত্র ঠিকানা : গ্রাম- রানু চক, পোস্ট- শেরশাহি, থানা- কালিয়াচক, জেলা- মালদা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৩২২০১ | ঘ) দুইতলা বিশিষ্ট ভবন সমেত সম্পত্তিটির সমস্ত অবিভাজ্য অংশ জে.এল নং- ৭১ এবং ১৬৮, এল.আর খতিয়ান নং ৫১৯২ এবং ৩২৬২, এল.আর দাগ নং- ১১১১, ১১২৫, ১১২৬, ১১৩৬, ১১২৬/১২০৪, ১১১৫/১২৩৪, ২০১৭, ২০৭৮, ২০৮৭, ২০৮৮, ২০৮৯, ২১৬০, ২১৬১ এবং ২১৬৫, জমির পরিমাণ ৭.৮৩৪+১১.৭২= ১৯.৫৫৭ ডেসিমেল নিবন্ধীত দলিল অনুসারে দলিল নং- ৪৮৩৯/০৮ ০৮.০৮.২০০৮ তারিখ অনুসারে, মৌজা দক্ষিণ দিনাজপুর, থানা- কালিয়াচক, জেলা- মালদা, শ্রেণি বিভাগ- বাস্তু, মহম্মদ শিহানুল ইসলাম শেখ রাইসুদ্দিন-এর পুত্র। সম্পত্তিটির সীমানা : পূর্ব- খোসদিল, আনসারি মোমিন এবং জি.পি. রাস্তা, পশ্চিম- ওয়াহেদ আলি এবং জি.পি রাস্তা, উত্তর- মহম্মদ কোলিমুদ্দিন এবং প্রবোধ কুমার রায়, দক্ষিণ ইব্রাহিম আলি এবং কোলিমুদ্দিন | ঙ) ০৯.১২.২০১৪ চ) টাঃ ৫৫,০৯,৫৬৮.০০ (অর্থমূল্যটি ১৩(২) নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে) সঙ্গে আরও সুদ ছ) ২৮.০৫.২০১৫ জ) প্রতীকী | ক) টাঃ ৪০.৬৪ লক্ষ খ) টাঃ ৪.০৬৪ লক্ষ (১৭.১২.২০২৫) দুপুর ৩-৩০ পর্যন্ত গ) টাঃ ০.২৫ লক্ষ | ঘ) ১৭.১২.২০২৫ সকাল ১১-৩০টা থেকে দুপুর ৩:৩০ পর্যন্ত | ঙ) ব্যাংকের দ্বারা জানা নেই |
| ২. | ক) জালালপুর (পশ্চিমবঙ্গ) (০৮৭৩২০) খ) মেসার্স নাইট রোজ ওয়ার্কশপ ০৮৭৩২৫০০২২৯৬০ গ) ঋণগ্রহীতা এবং মালিক শ্রীমতী সারিফা বিবি, মহম্মদ মৈনুল হকের স্ত্রী ঠিকানা : গ্রাম- খিখিরবোনা, পোস্ট- উত্তর লিরিয়াপুর, থানা- কালিয়াচক, জেলা- মালদা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৩২২১২ জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা : শ্রীমতী জরীদা বিবি মহম্মদ হাজি আব্দুল শাহিদের স্ত্রী জামিনদাতা : মহম্মদ মৈনুল হক, আব্দুল শাহিদের পুত্র ঠিকানা : গ্রাম- খিখিরবোনা, পোস্ট- উত্তর লিরিয়াপুর, থানা- কালিয়াচক, জেলা- মালদা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৩২২১২ | ঘ) জমি এবং ভবন সমেত সম্পত্তিটির সমস্ত অবিভাজ্য অংশ জে.এল নং- ১৩৫, এল.আর খতিয়ান নং- ৯৭৫, ১১৮৬, প্লট নং- আর.এস- ২৭৪, এল.আর- ১৭৫, আর.এস- ২৬৯, এল.আর-১৭৪, আর.এস ৩৩৪, এলআর ১৭৬, মৌজা- জগদীশপুর, পোস্ট- কালিয়াচক, জেলা- মালদা, শ্রেণি বিভাগ- বাস্তু, সম্পূর্ণ এলাকার পরিমাণ ৯.৭৫ ডেসিমেল, জরীদা বিবি, মহম্মদ হাজি আব্দুস শাহিদের স্ত্রীর স্বত্বাধিকারে বন্ধকরত নিবন্ধিত বিক্রিত দলিল যেটির দলিল নং- ১২৯৪৩ ২৫.১১.২০১০ তারিখের হিসেবে অবস্থিত। সম্পত্তি আইডি : পিইউএনবিএবিএ ৪০৩৯২২৮০ | ঙ) ১৭.০৩.২০২৫ চ) টাঃ ৪২,৯১,৮১০.৪৯ (নোটিশ ১৩(২) অনুসারে অর্থমূল্য উল্লেখ করা হয়েছে) সঙ্গে আরও সুদ ছ) ১৯.০৭.২০২৫ জ) প্রতীকী | ক) টাঃ ৯.৯৫ লক্ষ খ) টাঃ ০.৯৯৫ লক্ষ (১৭.১২.২০২৫) দুপুর ৩-৩০ পর্যন্ত গ) টাঃ ০.১০ লক্ষ | ঘ) ১৭.১২.২০২৫ সকাল ১১-৩০টা থেকে দুপুর ৩:৩০ পর্যন্ত | ঙ) ব্যাংকের দ্বারা জানা নেই |
| ৩. | ক) আলিপুরদুয়ার (০২৩৬২০) খ) মেসার্স ঘোষ ট্রেডার্স ০২৩৬২৫০০১৩৩৮৪ উজ্জ্বল ঘোষ ০২৩৮৩০৬৮২৪৫৪৫, ০২৩৮৩০৬৮৩৫৬৩৯ এবং ০২৩৮৩০৬৮৩৮৯০০ গ) মালিক এবং বন্ধকদাতা : শ্রী উজ্জ্বল ঘোষ, প্রয়াত সুকুমার ঘোষের পুত্র ঋণগ্রহীতা : শ্রী উজ্জ্বল ঘোষ, প্রয়াত সুকুমার ঘোষের পুত্র, শ্রী সুশান্ত ঘোষ প্রয়াত সুকুমার ঘোষের পুত্র ঠিকানা : কলেজ হল্ট, কোর্টপাড়া, এনবিএসটিসি বাস স্ট্যান্ডের বিপরীতে, পোস্ট- আলিপুরদুয়ার কোর্ট, জেলা- আলিপুরদুয়ার, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৬১২২ | ঘ) জমি এবং ভবনটির পরিমাপ ০.০২ একর যার সমস্ত অবিভাজ্য অংশ মৌজা- পশ্চিম ডিংপুর আলিপুরদুয়ার পুর নিগমের অন্তর্গত, থানা- আলিপুরদুয়ার, জেলা- আলিপুরদুয়ার, খতিয়ান নং- ৩৪৭৭, জেল.এল নং- ৪৯, উপহার প্রদত্ত দলিল নং- I-১৯৫৪ ২০০১ সালের হিসেবে এডিএসআর আলিপুরদুয়ারে নিবন্ধিত বুক নং-I, সিডি ভলিউম নং- ৩১ পৃষ্ঠা নং- ৩২৯ থেকে ৩৩৪ থানা- আলিপুরদুয়ার, জেলা- আলিপুরদুয়ারে অবস্থিত। সীমানা : পূর্ব- দানগ্রহীতার আরও জমি, পশ্চিম- ৪০ ফিট চওড়া আলিপুরদুয়ার কোচবিহার রাস্তা, উত্তর- আলিপুরদুয়ার ব্যাপটিস্ট গির্জা, দক্ষিণ- স্বপন ঘোষ এবং সুশান্ত ঘোষ সম্পত্তি আইডি: পিইউএনবিইউ ৪৪৪৪৯৬৯১০০১ | ঙ) ১৩.০৮.২০১৯ চ) টাঃ ৫৩,৩৫,৪৯৩.৫৮ (নোটিশ ১৩(২) অনুসারে অর্থমূল্য উল্লেখ করা হয়েছে) সঙ্গে আরও সুদ ছ) ১৭.১০.২০১৯ জ) প্রতীকী | ক) টাঃ ২৭.০৪ লক্ষ খ) টাঃ ২.৭০৪ লক্ষ (১৭.১২.২০২৫) দুপুর ৩-৩০ পর্যন্ত গ) টাঃ ০.২০ লক্ষ | ঘ) ১৭.১২.২০২৫ সকাল ১১-৩০টা থেকে দুপুর ৩:৩০ পর্যন্ত | ঙ) জানা নেই |

**শর্তাবলি**
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এবং আরও উল্লেখিত শর্তাবলি অনুসারে বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাবলি বিহিত করা হয়েছে :
১. সম্পত্তিটি বিক্রয় করা হয়েছে, 'যেখানে যেমন আছে,' 'যেখানে যা কিছু আছে,' 'যেখানে যাই থাকুক' ভিত্তিতে।
২. নির্দিষ্ট সংরক্ষিত সম্পত্তিগুলির উপরে উল্লেখিত সময়সূচি অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা সঠিক তথ্য দ্বারা প্রেরিত, কিন্তু যদি কোনও প্রকার ভুল, ভুল বিবৃতি অথবা ঘোষণার উপর কোনও প্রকার ভ্রান্তির সৃষ্টি হয় তবে তার জন্য অনুমোদিত আধিকারিক কোনও প্রকার উত্তর দিতে বাধ্য নন।
৩. নিম্নে স্বাক্ষরকারীর দ্বারা প্রেরিত ই-অকশন প্ল্যাটফর্ম ওয়েবসাইট https://baanknet.in-এ ১৭.১২.২০২৫ তারিখে সকাল ১১:৩০টা থেকে বিক্রয় সম্পন্ন হবে।
৪. বিক্রয় সম্পর্কিত শর্তাবলির আরও বিশদ বর্ণনার জন্য অনুগ্রহ করে https://baanknet.in এবং www.pnbindia.in-এ পরিদর্শন করুন।
তারিখ : ১৬.১১.২০২৫ স্থান : শিলিগুড়ি
স্বাক্ষরিত অনুমোদিত আধিকারিক, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক
বিধিবদ্ধ বিক্রয় নোটিশটি সারফাইসি অ্যাক্ট ২০০২-এর রুল ৮(৬) এর অন্তর্গত

## স্পোকেন ইংলিশ

■ স্বচ্ছন্দে ইংরেজি বলতে শেখার সহজ উপায় 'সেল্ফ অ্যরাল প্র্যাকটিস'। ২ মাসের কোর্স। ফোন : 9733565180, শিলিগুড়ি। (C/119117)

## ভাড়া

■ Rent for Bank, Office, Gowdown, Play School in Sibmandir. 2,200 Sq Feet. M - 7319386015. (M/M)

■ শিলিগুড়ি প্রাইম লোকেশনে চালু অবস্থায় জুস, পার্লার ভাড়া দেওয়া হবে। চাইলে অন্য কিছু করা যাবে। 7908609530. (C/119127)

## ব্যবসা-বাণিজ্য

■ কোনো দোকান ছাড়াই মডার্ন Door -এর ব্যবসাতে শুধু 25K Invest করে মাসে 25K - 50K ইনকাম করুন। যোগাযোগ ঃ- 7384250162. (শিলিগুড়ি). (C/118391)

## জ্যোতিষী

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত) -কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা - 501/-। (C/119126)

## বিক্রয়

■ Land for sale 425000/- per katha at Sahudangi Baruyapara, Siliguri. 9832060869, 9832014897.

■ ইস্টার্ন বাইপাস থেকে ৫ মিনিটের দূরত্বে আশীঘর থেকে সাহুডাঙ্গি হাট যাওয়ার মেন রোডে ৫ কাঠা ৬ কাঠা প্লট করে জমি বিক্রি হচ্ছে। 9332492359. (C/119126)

■ তিনতলা নতুন বাড়ি বিক্রয় হইবে। শান্তিনগর মাদানী বাজার, মেইন রোড-এর নিকট। Ph.: 9832066796. (C/119318)

■ শিলিগুড়ি দেশবন্ধুপাড়ায় বাড়ি সহ ৩ কাঠা জমি বিক্রয় হইবে। M : 98320-74584/9476293034. (C/113609)

■ 3 BHK ফ্ল্যাট সত্বর বিক্রয় আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি। ফ্ল্যাট কনস্ট্রাকশন 2002. M : 8389997678. (C/119119)

■ জলপাইগুড়ি নিউটাউন পাড়ায় ৩ কাঠা জমি বিক্রয় কালচারাল ক্লাবের নিকটে 12' রাস্তা। যোগাযোগ 9531667142. (C/118584)

■ Flat for sale in Alphonso School Road, near Medical More. 3BHK and 1 BHK. 9064090513,9832890545. (C/119092)

■ বিক্রয় হবে জমি সমেত বাড়ি- ক্রান্তি বাজারে রাস্তার পাশে - 7063219217. (C/119308)

## বিক্রয়

■ শিলিগুড়ি রথখোলা নবীন সংঘ ক্লাবের পাশে ৭½ কাঠা জমি বিক্রয় হবে, সামনে ১৮' রাস্তা পিছনে ৮½' রাস্তা। ও ২ কাঠা জমি বিক্রয় হবে রাস্তা ৮½'। (M) 9735851677. (C/119125)

■ শিলিগুড়ি শিবমন্দির মেডিকেল মোড়ের কাছে নতুন 2 BHK ফ্ল্যাট বিক্রয়, দালাল নিষ্প্রয়োজন। Mob : 8753936457. (C/119310)

■ পাগলুপাড়া নিয়ার সাউডাঙ্গী হাট মেইন রোড থেকে একটু ভিতরে 12 ফিটের রাস্তা ৪ কাঠা ওয়াল করা জমি বিক্রয় হবে। দাম প্রতি কাঠা পাঁচ লাখ 8250066241/ 9239615744. (C/119098)

■ Bastu Plot on Udaypur School road about 4 Katha is for sale under Udaypur Mouza, Raiganj Uttar Dinajpur, JL No. 155 Dag No. 199/373 Khatian No. 47. Price will be negotiable as per the current market rate. Contact No. 8910913116. (C/119130)

■ জলপাইগুড়ি শহরের নিকটে ২ কাঠা জায়গা বিক্রয় হইবে। দালাল নিষ্প্রয়োজন। 9733349023. (C/118589)

## Land Sale

■ Well located 7+Land. Bigha at Salbari, Malbazar good for projects. Ph : 98320-67488/186178-74583. (C/119126)

## অ্যাফিডেভিট

■ আমি রুবিনা পারভীন (Rubina Parvin) আমার জন্ম শংসাপত্রে আমার নামের পদবী ভুল থাকায় গত ১৯.০৯.২০২৫ তারিখে জলপাইগুড়ি EM-Court অ্যাফিডেভিট বলে SL NO - 19630 রুবিনা পারভীন (Rubina Parvin) এবং রুবিনা পারভীন (Rubina Pervin) এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইলাম। রুবিনা পারভীন বাসুয়া পাড়া, বাহাদুর। (C/118588)

■ আমি আজিমা খাতুন আমার জন্ম সার্টিফিকেটে বাবার নাম ভুল থাকায় গত 16.09.25 তারিখে জলপাইগুড়ি EM Court অ্যাফিডেভিট বলে SL NO 19296 আমির মহাম্মদ (Amir Mahamad) এবং আমির হোসেন এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হল। আমির মহাম্মদ (Amir Mahamad) জমাদার পাড়া, জলপাইগুড়ি। (C/118587)

■ আমি Dipti Kar, Dipti Kar Paul, পিতা Late Suresh Chandra Paul, স্বামী Jaidip Kar, ঠিকানা - উত্তর কলোনী, ওয়ার্ড নং 10, মাল, জলপাইগুড়ি, প; ব: এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, সাব ডিভিশনাল কোর্ট, মাল, জলপাইগুড়ি এর Affidavit দ্বারা Dipti Paul নামে পরিচিত হলাম। Affidavit No. 06AC554955 Dated 11.11.2025, মাল, জলপাইগুড়ি। Dipti Kar, Dipti Kar Paul ও Dipti Paul একই ব্যক্তি। (B/B)

## কর্মখালি

■ Sales Employee ও ফিটার চাই। Dealer রৌনক ট্রাক্টরস (Sonalika) পাহাড়পুর, জলপাইগুড়ি। ২ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। হলদিবাড়ি, মেখলিগঞ্জ, মালবাজার, ওদলাবাড়ি, মেটেলি, চালসা,ফুলবাড়ি, শিলিগুড়ি, জায়গাগুলির জন্য। Salary is Negotiable. M- 8910746867. (C/119078)

■ ঘরে সর্বক্ষণ কাজের মহিলা চাই। ৩০-৪০-এর মধ্যে শিলিগুড়ি বাহিরের অগ্রাধিকার। 8967851222. (C/119100)

■ দক্ষিণ কলিকাতায় গৃহস্থালির কাজ, রান্না এবং কুকুরের যত্নের জন্য জরুরি ভিত্তিতে একজন পূর্ণকালীন মহিলা গৃহকর্মী প্রয়োজন। বেতন ১২০০০-১৪০০০ টাকা। যোগাযোগ করুন 8777562580. (K)

■ শিলিগুড়িতে ওষুধের C.B. Agent-এর ওয়ারহাউসে প্যাকিংয়ের কাজের জন্য অনুর্দ্ধ ২৫ বৎসরের ন্যূনতম মাধ্যমিক পাশ ছেলে প্রয়োজন। কাজের সময় : দৈনিক ৮ ঘন্টা। আগ্রহী প্রার্থীকে সাদা কাগজে নিজের হাতের লেখায় (ইংরেজীতে) নাম, ঠিকানা এবং ফোন নম্বর লিখে সেই কাগজের ছবি তুলে প্রদত্ত হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে পাঠাতে হবে - 8637828349. (C/119316)

■ Required Sales Person, Experience in Mobiole Sale. At- The Musical Hut, H.C.Road, Siliguri. (M) 7001210094. (C/119126)

## কর্মখালি

■ Wanted an A.T in ENGLISH(UP), Grad with B.Ed (as per G.O No-1105-SE/S/1S-26/2010(Pt.-III) dated- 20.09.2016) in UR category in Maternity Leave vacancy (up to 26.04.2026) Apply to the President/T.I.C of Bhotebari Sitanath High School, P.O- Bhotebari, P.S- Mekliganj, Dist- Coochbehar, PIN- 735301, Cont No- 8348777630, within 10 (ten) days from the date of publication of Advertisement along with attested copies (2 sets) of all the testimonials.

■ প্রতিষ্ঠিত চা-Co. তে ১) ম্যানেজার, ২) ক্লার্ক (যোগ্যতা গ্র্যাজুয়েট, 7-10 বছরের অভিজ্ঞতা) চাই। Box No. 8252 উত্তরবঙ্গ সংবাদ, শিলিগুড়ি। (C/119131)

■ শিলিগুড়িতে নামী চা পাতার দোকানের জন্য একজন লোকাল কাউন্টার সেলসমেন আবশ্যক। (M) 9832367275. (C/119126)

■ উত্তরবঙ্গে মুখরোচক চানাচুর বিক্রয়ের জন্য Sales Officers প্রয়োজন শিলিগুড়ি বা মালদা শহরের স্থায়ী বাসিন্দা হওয়া আবশ্যক। বয়স: ২৫-৩০ বছর আপনি যদি Snacks trade এর অভিজ্ঞ Sales Professional হন, তাহলে আপনার resume নিম্নলিখিত email address এ পাঠাবেন। careers.mukharochak@gmail.com (K)

## কর্মখালি

■ Required Bengali Data Analyst. Fresher/Student. M: 8010189196. (C/119312)

■ Required - Technical Personnel. PCM Group of Siliguri requires qualified Engineers, Supervisor, Technicians & Operators for its manufacturing plants in Abroad & Pan-India. Qualification: Degree/Diploma/ITI in relevant field (Civil/Mechanical/Electrical/Electrician/Fitter/Diesel Mechanic). Experienced preferred. Location: Siliguri, across India & abroad. Salary: as per qualification & experience. Apply immediately to: recruitment.hr.slg@gmail.com. (C/119126)

■ এন.জে.পি. রেলওয়ে স্টেশন এর কাছে একটি লজে ওয়েটার লাগবে। থাক খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। স্যালারি ৬ থেকে ৬.৫ হাজার প্রতি মাস। যোগাযোগ- 9091162566. (C/119130)

## শিক্ষক-শিক্ষিকা চাই

■ ন্যূনতম যোগ্যতা উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ D.El.Ed বা B.Ed থাকা আবশ্যক, আগামী ১৯শে নভেম্বর এর মধ্যে আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে নিম্ন ঠিকানায়- সম্পাদক সারদা শিশুতীর্থ পরিচালক সমিতি সূর্যসেন কলোনী, শিলিগুড়ি ৪। (C/119126)

## কর্মখালি

■ জুয়েলারি কাউন্টার সেলের জন্য কয়েকজন পুরুষ ও মহিলা তৎসঙ্গে কয়েকজন পিউন প্রয়োজন। বয়স ২৫ এর উর্দ্ধে (বেতন যোগ্যতা অনুসারে), যোগাযোগ- মাল্টিলেভেল জুয়েলার্স এন্ড কোম্পানি, দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি। (C/119130)

## Urgently Wanted

■ Optometrist-2 Part Time Opthalmologist Bethel Mission Hospital, Mathabhanga, Coochbehar. Contact No- 9933455499/ 9800497163. (C/119128)

## Urgent Requirement

■ Immediate requirement of PGT/TGT Chemistry, Mathematics, English, Lady Counsellor and Receptionist for a CBSE School in Islampur, U/D. Submit your resume in greenvalleyisp@gmail.com or in W/P 9679169375, 8670527177, 9064952280. (S/N)

## ভ্রমণ

### ডলফিন হলিডেস্ (জলপাইগুড়ি)

■ রাজস্থান 24/1/26, কেরল 28/1, গুজরাট 5/1, মধ্যপ্রদেশ 8/2, কাশ্মীর 19/3, হিমাচল 20/3, অরুণাচল 3/4, আন্দামান, ভুটান যে কোনও দিন। 9733373530. (K)

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

### ট্রেন উদ্বোধন

শনিবার থেকে নবদ্বীপ ঘাট স্টেশনের পরিবর্তে আমঘাটা হল্ট স্টেশন থেকে কৃষ্ণনগর লোকাল ট্রেন পরিষেবা চালু হল। উদ্বোধন করেন সাংসদ জগন্নাথ সরকার ও শিয়ালদার এডিআরএম রাজেশ কুমার।

### মদ বাজেয়াপ্ত

বীরভূমের মুরারই ২ নম্বর ব্লকে পাঁচটি জায়গায় অভিযান চালিয়ে দেশি মদ ও তা তৈরির উপকরণ নষ্ট ও বাজেয়াপ্ত করল আবগারি দপ্তর। গ্রামবাসীদের থেকে খবর পেয়ে এই অভিযান চালানো হয়। দিনভর তল্লাশি চলে।

### মেট্রোয় বিভ্রাট

পূর্ব নির্ধারিত ঘোষণা ছাড়াই শনিবার সকাল থেকে দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশনে সিগন্যালিংয়ের কাজ শুরু করা হয়। তার ফলে সকাল থেকে বেলা ১০টা ২০ পর্যন্ত দক্ষিণেশ্বর থেকে বরানগর মেট্রো পরিষেবা বন্ধ থাকে।

### বাউড়ি ভবন

আসানসোলে পশ্চিমবঙ্গ বাউড়ি কালচারাল বোর্ডের নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী মলয় ঘটক। বাউড়ি সম্প্রদায়কে নির্ধারিত সময়ে এনুমারেশন ফর্ম পূরণ করে জমা করার অনুরোধ করেন তিনি।

# অবশেষে ইন্টারভিউ

## একাদশ-দ্বাদশের তালিকায় নেই বহু ‘যোগ্য’ চাকরিহারা

**নয়নিকা নিয়োগী**

**কলকাতা, ১৫ নভেম্বর :** ‘যোগ্য’দের ভাগ্য নির্ধারণ করল স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)। শনিবার প্রকাশিত একাদশ-দ্বাদশ স্তরের শিক্ষক নিয়োগের ইন্টারভিউয়ের তালিকায় নেই বহু ‘যোগ্য’ চাকরিহারার নাম। আন্দোলনের মুখ বলে পরিচিত চাকরিহারাদের একাংশও সুযোগ পাননি তালিকায়। যোগ্য শিক্ষক শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চের সামনের সারির আন্দোলনকারী চিন্ময় মণ্ডলের নাম নেই তালিকায়। তবে তালিকায় জায়গা পেয়েছেন আন্দোলনের অন্যতম মুখ সংগীতা সাহা সহ অনেকেই। বিষয়ভিত্তিক চূড়ান্ত শূন্যপদের তালিকাও প্রকাশ করা হয়েছে। শিক্ষা মহলের আশঙ্কা, নবম-দশমের ফল ও ইন্টারভিউয়ের তালিকা প্রকাশের পর যেসব ‘যোগ্য’ চাকরিহারা সুযোগ পাবেন না, তাঁরা আন্দোলন আরও জোরালো করতে পারেন।

এদিন সন্ধ্যার পর তালিকা প্রকাশ করে এসএসসি। যাঁরা একাদশ-দ্বাদশের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সুযোগ পেলেন, তাঁরা যাতে নবম-দশম স্তরের ইন্টারভিউ ও ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ না করতে পারেন, সেদিকে কড়া নজর রাখছে এসএসসি। ‘যোগ্য’ চাকরিহারাদের কথায়, এই পুনর্নিয়োগ প্রক্রিয়ার ফলাফল যাই হোক, সকলে ভরসা রাখবেন কিউরেটিভ পিটিশনের দিকে। পরীক্ষার্থীরা ওয়েবসাইট মারফত নিজেদের তথ্য দিয়ে ইন্টারভিউতে সুযোগ পাচ্ছেন কি না, তা দেখতে পেয়েছেন এদিন। লিখিত পরীক্ষার ৬০ নম্বর, শিক্ষকতার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ১০ নম্বর ও শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে ১০ নম্বরের ওপর নির্ভর করে তালিকা তৈরি করা হয়েছে বলে জানিয়েছে এসএসসি। আগামী ১৮ নভেম্বর ইন্টারভিউয়ের জন্য নির্বাচিতদের নথি যাচাই প্রক্রিয়া শুরু হবে। শেষ হবে ৩ ডিসেম্বর। একাদশ-দ্বাদশ স্তরের জন্য আবেদন করেছিলেন ২,৪৬,৫৪৩ জন। অংশগ্রহণ করেছিলেন ২,২৯,৬০৬ জন।

মোট ১১৬১টি পাতার তালিকায় নাম রয়েছে প্রায় ২০ হাজার চাকরিপ্রার্থীর। ইন্টারভিউয়ের তালিকায়

**তালিকা প্রকাশ**
- প্রায় ২০ হাজার চাকরিপ্রার্থী ইন্টারভিউয়ে সুযোগ পেলেন
- ১৮ নভেম্বর থেকে শুরু হবে নথি যাচাই প্রক্রিয়া
- ১১৬১ পাতার তালিকা প্রকাশ করেছে এসএসসি
- তালিকায় নেই আন্দোলনের মুখ চিন্ময় মণ্ডলের নাম

যাঁরা ঠাঁই পাননি, তাঁরাও নিজেদের প্রাপ্ত নম্বর দেখতে পেলেন ওয়েবসাইটে। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, ‘মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ডিসেম্বরের মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে।’ এসএসসি জানিয়েছে, চাকরিহারাদের পুরোনো চাকরিতে ফেরানোর জেরে মোট শূন্যপদের সংখ্যা কমানো হয়েছে। ১২৫১৪টি শূন্যপদ কমে দাঁড়িয়েছে ১২৪৪৫। চলতি বছরের কাটঅফ মার্কস অন্যান্য বছরের তুলনায় অনেকটাই বেশি।

জাতিগত ক্ষেত্রে কাটঅফ মার্কস আলাদা আলাদা। ইংরেজি বিষয়ে জেনারেল কাস্টের কাটঅফ মার্কস গিয়েছে ৭৭ পর্যন্ত। এদিন ফের ওয়েবসাইটের সমস্যার জন্য পরীক্ষার্থীরা জটিলতায় ভুগেছেন। নতুন-পুরনো মিলিয়ে যাঁরা সুযোগ পেলেন, তাঁদের আপলোড করা তথ্য সঠিক কি না, তা যাচাই করবে কমিশন। কেন্দ্রীয়ভাবে এসএসসির মূল কার্যালয় থেকে এই ভেরিফিকেশন হবে। ১৫দিন থেকে চলবে এই প্রক্রিয়া। ভেরিফিকেশনের প্রক্রিয়ার পর শুরু হবে ইন্টারভিউ। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকেই ইন্টারভিউ শুরু করা হতে পারে বলে জানিয়েছে এসএসসি। বাংলা বিষয় দিয়েই শুরু হবে ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়া।

# অবৈধ নির্মাণ, গাফিলতিতে বারবার আগুন

**রিমি শীল**

**কলকাতা, ১৫ নভেম্বর :** এক বছরে শহরে পর পর ৬টি বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা। শনিবার ভোর পাঁচটায় মধ্য কলকাতার প্রাণকেন্দ্র বৈদ্যুতিক সামগ্রীর অন্যতম পাইকারি বাজার এজরা স্ট্রিটে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ফের প্রশাসনিক তৎপরতা, নজরদারির ত্রুটি নিয়ে প্রশ্ন খাড়া করেছে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই পাইকারি বাজারে প্রতিদিন খুচরো ব্যবসায়ীরা আসেন। এই অগ্নিকাণ্ডের নেপথ্যে বেআইনি নির্মাণ, নজরদারির অভাব, প্রশাসনিক গাফিলতি রয়েছে বলে দাবি করছেন ব্যবসায়ী এবং স্থানীয়রা। এদিন এজরা স্ট্রিটের একটি বিল্ডিংয়ে বৈদ্যুতিক সামগ্রীর দোকানে আগুন লাগে। দাহ্যবস্তু মজুত থাকায় মুহূর্তের মধ্যে তা পর পর দোকান ও পার্শ্ববর্তী বিল্ডিংয়ে ছড়িয়ে পড়ে। ৯ ঘণ্টা পরেও আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে বেগ পেতে হয় ২৫টিরও বেশি দমকল ইঞ্জিনকে। সকালেই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু, কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা, বিধায়ক নয়না বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্থানীয় কাউন্সিলার সন্তোষ পাঠক।

এজরা স্ট্রিটের ঘিঞ্জি গলির দুই পাশে সারি সারি বৈদ্যুতিক সামগ্রীর দোকান। প্রতিটি বিল্ডিং একেবারে গায়ে গায়ে। হেরিটেজ তকমাপ্রাপ্ত এই বিল্ডিংয়ের ভিতরে পার্সি চার্চ। প্রায় সবকটি দোকানের বয়স ১০০ থেকে ১৫০ বছর। এদিক ওদিক অগোছালো ওয়্যারিং, ঝুলে থাকা তার, বিল্ডিংগুলির ভগ্নপ্রায় অবস্থা দেখলে বিপদের আশঙ্কা করা স্বাভাবিক। এদিন দিনভর ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা নিজেদের শেষ সম্বল বাঁচাতে ছোটাছুটি করেন।

**প্রশাসনের দিকে আঙুল কাউন্সিলারের**

পুড়তে থাকা গুদামের দিকে তাকিয়ে চোখে জল নিয়ে সুব্রত রায় বললেন, ‘আমাদের দোকান, গুদাম সব পুড়ে ছাই। কিচ্ছু নেই।’ গ্যাস কাটার দিয়ে দেওয়াল কেটে দমকলের কর্মীরা অতি তৎপরতার সঙ্গে আগুন নেভাতে ব্যস্ত। ৩০ বছর ধরে ওই এলাকার ব্যবসায়ী শৈলেন ঠাকুর বললেন, ‘এর আগেও বহুবার আগুন লেগেছিল। মেয়র আশ্বাস দিয়েছিলেন, কিন্তু কিছুই হয় না।’ এই ঘটনার পরে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক ডেকেছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। তবে অবিশ্বাসের সুর বিমল ছেত্রীর গলায়। জানালেন, ‘মেয়র, দমকলমন্ত্রী আমাদের সঙ্গে কথা বলেছেন। কিন্তু ব্যবস্থা হবে বলে মনে হয় না। রাতে এখানে পর পর গাড়ি এসে দাঁড়িয়ে থাকে, বেআইনি নির্মাণ হয়েছে। পুরসভার নজরদারি থাকলে এগুলি হয়?’

প্রশাসনের বিরুদ্ধে আঙুল তুলে স্থানীয় কাউন্সিলার সন্তোষ পাঠক বলেন, ‘এই বিল্ডিংটিতে অন্তত ২২ বার আগুন লেগেছে। যেভাবে বেআইনি নির্মাণ হয়েছে সেই কারণে ২০২৩ সালে পুরসভা, পুলিশ, দমকলের কাছে চিঠি দিয়েছিলাম। কিন্তু কোনও উত্তর আসেনি। দমকল দেরিতে এসেছে।’ যদিও স্থানীয়দের ওপরে দায় চাপিয়েছেন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু। তাঁর দাবি, ‘একা দমকল বা পুলিশ সব পারবে না। যাঁরা ব্যবসা করছেন তাঁদেরও কিছু দায়িত্ব থাকতে হবে। এর আগেও এফআইআর হয়েছে। আইন ভেঙে কিছু হলে অ্যাকশন হবে।’ বেআইনি নির্মাণের বিষয়টি অস্বীকার করেননি মেয়র। তিনি বলেন, ‘বেআইনি নির্মাণ হলেও হতে পারে। কিন্তু যখন হয় তখন কেউ জানায় না কেন? কাউন্সিলারের সঙ্গে মাসে দু’বার দেখা হয়। তখন কেন বলেননি?’ সিপি মনোজ ভার্মা বলেন, ‘ফরেন্সিক হলে আসল কারণ বোঝা যাবে। পুলিশ, দমকল ভালো কাজ করেছে।’

শনিবার কলকাতার এজরা স্ট্রিটে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের পর। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

# নথি বিভ্রাটে ‘আতঙ্কে’ মৃত্যু

**কলকাতা, ১৫ নভেম্বর :** দত্তপুকুর থানার পশ্চিম খিলকাপুর পঞ্চায়েতের চাটুরিয়া গ্রামে সত্তরোর্ধ্ব এক বৃদ্ধের এসআইআর আতঙ্কে মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। পরিবারের দাবি, ২০০২ সালের তালিকায় তাঁর নাম থাকলেও তাতে এপিক নম্বর উল্লেখ ছিল না। তাই এনুমারেশন ফর্ম পূরণ করতে পারবেন কি না তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় ছিলেন তিনি। সেই কারণেই হৃদরোগে আক্রান্ত হন। প্রথমে তাঁকে ভর্তি করানো হয় বারাসত সরকারি মেডিকেল কলেজে। অবস্থার অবনতি হলে আরজি কর ও তারপর এনআরএসে স্থানান্তর করা হয়। এদিন সকালে মৃত্যু হয় তাঁর। মৃতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন স্থানীয় বিধায়ক রথীন ঘোষ ও প্রশাসনিক আধিকারিকরা। রথীন বলেন, ‘বিজেপি নেতাদের কথা শুনে মানুষের মনে আতঙ্কের তৈরি হয়েছে। খুবই দুঃখজনক ঘটনা।’

এদিকে, এসআইআরে ফর্ম বিলি ও ফর্ম আপলোড নিয়ে ক্রমশ বিক্ষোভ বাড়ছে বিএলওদের মধ্যে। জেলায় জেলায় বিক্ষোভও দেখাচ্ছেন তাঁরা। এদিন নদিয়ার রানাঘাটে ব্লক অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগনায় বিক্ষোভ দেখিয়ে তাঁদের দাবি, বিএলও অ্যাপে একটি ফর্ম ডিজিটাইজড করতে ২০ মিনিটেরও বেশি সময় লাগছে। এই প্রেক্ষিতে ইআরও, এইআরও, অতিরিক্ত বিএলওদের এই অ্যাপ ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া নিয়ে নির্বাচন কমিশনে চিঠি লিখেছে মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তর। প্রতিনিয়ত রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক বৈঠক করছেন। ইতিমধ্যেই ভোটারের অনুপস্থিতি, মৃত ভোটারের তালিকা কতদূর, তা নিয়ে জেলা থেকে রিপোর্টও চেয়েছে কমিশন। এদিকে এসআইআর আবহে সিএএ আবেদনেরও হিড়িক বেড়েছে। এই পরিস্থিতিতে সিএএ ক্যাম্পের নাম করে টাকা তোলার অভিযোগ উঠেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তীতে।

কী মিষ্টি, দেখো মিষ্টি... নলহাটিতে শনিবার। ছবি : তথাগত চক্রবর্তী

# ডেটা এন্ট্রি অপারেটর চেয়ে কমিশনের চিঠি

**কলকাতা, ১৫ নভেম্বর :** ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর নিয়ে প্রথম থেকেই একাধিক ইস্যুতে রাজ্য সরকারের সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের সংঘাত লেগেছে। এর আগে বিএলও পদে নাম চেয়ে একাধিকবার নবান্নকে চিঠি দিতে হয়েছিল নির্বাচন কমিশনকে। বিএলও নিয়োগ হলেও পর্যাপ্ত ডেটাএন্ট্রি অপারেটর না থাকায় ভোটারদের তথ্য নথিভুক্ত করতে সমস্যা হচ্ছে বিএলওদের। এই নিয়ে একাধিকবার বিক্ষোভ দেখিয়েছেন বিএলওরা। তাই ফের এক হাজার ডেটাএন্ট্রি অপারেটর চেয়ে রাজ্য সরকারকে চিঠি দিল নির্বাচন কমিশন। এই নিয়ে শনিবার রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের সঙ্গে কথাও বলেছেন মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল। এর আগেও অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে ডেটাএন্ট্রি অপারেটর চেয়ে রাজ্য সরকারকে চিঠি দিয়েছিল কমিশন।

নবান্নের দাবি, নির্বাচন কমিশনের কাজে ইতিমধ্যেই প্রশাসনিক আধিকারিক ও কর্মীদের নিযুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে প্রশাসনের স্বাভাবিক কাজকর্ম বিঘ্নিত হচ্ছে। কয়েক মাসের মাথায় রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। নির্বাচনের দিন ঘোষণা হয়ে গেলে উন্নয়নমূলক কাজকর্ম আটকে যাবে। তাই চলতি আর্থিক বছরে বরাদ্দকৃত প্রকল্পগুলির কাজ এখন থেকেই শুরু

**আরও ১০০০ হাজার জন দরকার**

করে ফেলতে হবে। এই পরিস্থিতিতে কমিশনের দাবিমতো প্রশাসনিক সমস্ত কর্মীকে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনে যুক্ত করে দিলে প্রশাসনের স্বাভাবিক কাজকর্ম বিঘ্ন হবে। তাতে রাজ্যের বাসিন্দারা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। তাই স্বাভাবিক কাজকর্ম অটুট রাখার মতো কর্মী রাজ্য সরকারের হাতে রাখতে হবে। যদিও কমিশন জানিয়েছে, ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের ক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী রাজ্য সরকারকে সমস্ত সহযোগিতা করতে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে পদে পদে বিঘ্নিত হচ্ছে।

৪ ডিসেম্বরের মধ্যে রাজ্যের ৭ কোটি ৬৩ লক্ষ ভোটারের ফর্ম পূরণ সম্পূর্ণ করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখানেই আপত্তি জানিয়েছে তৃণমূল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, মাত্র এক মাসের মধ্যে এসআইআর করতে গিয়ে প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ যাওয়ার আশঙ্কা প্রচুর। কিন্তু একজন প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ গেলেও তৃণমূল যে ছেড়ে দেবে না, সেই হুঁশিয়ারিও দিয়ে রেখেছে। এই পরিস্থিতিতে এখনই ডেটাএন্ট্রি অপারেটর না পাওয়া গেলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এসআইআরের কাজ কীভাবে শেষ করা সম্ভব হবে, তা নিয়ে উদ্বিগ্ন কমিশনের কর্তারা। এদিনই সন্ধ্যায় এসআইআরের কাজের অগ্রগতি নিয়ে জেলা শাসক ও বিডিওদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করেছেন কমিশনের কর্তারা।

# লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে উপভোক্তা বাড়বে

**দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়**

**কলকাতা, ১৫ নভেম্বর :** আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচনের আগে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পকেই আরও আঁকড়ে ধরতে চাইছে রাজ্যের শাসকদল। ইতিমধ্যেই ২ কোটিরও বেশি মহিলা রাজ্য সরকারের এই প্রকল্পের সুবিধা ২০২১ সাল থেকে পেয়ে আসছেন। আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে আরও বেশি সংখ্যক উপভোক্তা তৈরি করতে জেলা প্রশাসনগুলিকে সক্রিয় হতে নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য সরকার। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, ডিসেম্বরে ফের ‘দুয়ারে সরকার’ শিবির বসবে। এখনও পর্যন্ত আবেদন করেও লক্ষ্মীর ভাণ্ডার না পাওয়া মহিলাদের যুক্ত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, আবেদনপত্রে সামান্য ভুল থাকার কারণেই তাঁদের প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি। এছাড়াও অনেকে দুয়ারে সরকারের শিবিরে লম্বা লাইনে দাঁড়াতে রাজি না হওয়ায় তাঁরা এই প্রকল্পে আগ্রহী হননি। এবার তাঁদেরও অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্য নিচ্ছে নবান্ন।

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মহিলা ভোটের দাপটে বিপুল ব্যবধানে জয়ী হয়ে তৃতীয়বার সরকার গড়েন মমতা। ২ মে শপথগ্রহণের পর অগাস্ট থেকেই সাধারণ মহিলাদের অ্যাকাউন্টে ৫০০

**নবান্নের উদ্যোগ**

টাকা ও তপশিলি জাতি ও উপজাতি মহিলাদের ১০০০ টাকা করে দেওয়া শুরু হয়। গত লোকসভা ভোটের আগে এই অঙ্ক বাড়িয়ে ১০০০ টাকা ও ১২০০ টাকা করা হয়। লোকসভা ভোটে তার ফলও হাতেনাতে পান মুখ্যমন্ত্রী। মমতার দেখানো পথেই এবার বিহারে ভোটের আগে মহিলাদের এক কিস্তিতে ১০ হাজার টাকা করে দেন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। তার ফলও তিনি পেয়েছেন এবারের বিধানসভায়। আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে যে বরাদ্দ বাড়তে পারে, তা গত বাজেট পেশ করার সময়ই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। যদিও এখনও বরাদ্দ বৃদ্ধির কথা ঘোষণা হয়নি।

এই প্রকল্পের বরাদ্দ বৃদ্ধির জন্য রাজ্য সরকার যে রাজস্ব বাড়ানোর দিকেও বিশেষ নজর দিয়েছে, তা স্পষ্ট। ডিসেম্বর থেকে দেশি ও বিদেশি মদের শুল্ক বৃদ্ধির নির্দেশিকাও জারি করেছে আবগারি দপ্তর। পরিবহণ খাতেও রাজস্ব বৃদ্ধির দিকে নজর দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য খাতেও রাজস্ব বৃদ্ধির অগ্রগতি নিয়ে গত সপ্তাহেই পর্যালোচনা বৈঠক করেছেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। সেখানে ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রীও।

ফেব্রুয়ারিতে রাজ্যে বিধানসভায় ভোট অন অ্যাকাউন্ট পেশ হবে। বিধানসভা ভোটের দিকে নজর রেখে সেখানে যে জনমোহিনী প্রকল্পের ঘোষণা হতে পারে, তা অনেকেই আশা করছেন। উপভোক্তাদের আশা, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ভাতার পরিমাণও ভোটের আগে বাড়তে পারে।

# দুর্নামের জন্য ষড়যন্ত্র, আশঙ্কা শিক্ষা মহলের

**কলকাতা, ১৫ নভেম্বর :** সম্প্রতি বরানগরে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের (আইএসআই) কলকাতা ক্যাম্পাসের ছাত্রাবাসে ঘৃণার বার্তা ছড়ানোকে কেন্দ্র করে বিতর্ক দানা বেঁধেছে। শিক্ষাবিদদের ধারণা, উসকানিমূলক মন্তব্য লেখার পিছনে ছাত্র, অধ্যাপক ও গবেষকদের ভূমিকা না থাকারই কথা। সিভি রমন হলের সদর দরজা সহ বিভিন্ন অংশে একটি বিশেষ গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এরূপ মন্তব্য ছড়ানোর পিছনে বহিরাগতদের প্রভাব আছে বলেই ধারণা। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্তের জন্য বিশেষ কমিটি গঠন করেছেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

আইএসআইয়ের ডেপুটি ডিরেক্টর দীপ্তিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, পড়ুয়াদের সঙ্গে এই বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার বৈঠক করেছেন কর্তৃপক্ষ। প্রতিষ্ঠান স্বীকার করে নিয়েছে, যে নির্দিষ্ট স্থানে ওই ঘটনাটি ঘটেছিল সেটি সিসি ক্যামেরার নজরদারির আওতায় ছিল না। এর পরেই ফের প্রশ্ন উঠেছে, দেশের সামনের সারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে। ছাত্রদের একাংশ জানিয়েছে, কর্তৃপক্ষের তদন্ত শুরুর আগে বিদ্বেষমূলক মন্তব্য মুছে দিয়ে প্রমাণ লোপাট করা হয়েছে। দফায় দফায় ছাত্রদের পালটা পোস্টারিংও চলছে কলেজ ক্যাম্পাসে। যদিও থানায় এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনওরকম অভিযোগ দায়ের হয়নি। কর্তৃপক্ষ

**আইএসআই-এর ঘটনায় বিতর্ক**

বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানিয়েছেন, কোনওরকম ঘৃণ্য কাজকে তাঁরা সমর্থন করেন না। শিক্ষাবিদ পবিত্র সরকারের যুক্তি, ‘আইএসআইয়ের স্বাধিকার কেড়ে নেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার অনেকদিন ধরে চেষ্টা করছে। এই সন্দেহ ভুলও হতে পারে। ইচ্ছাকৃতভাবে কলেজের দুর্নাম করার চেষ্টা চলছে।’

# মতুয়া ইস্যু আঁকড়ে ধরতে চাইছে কংগ্রেস

**রিমি শীল**

**কলকাতা, ১৫ নভেম্বর :** এসআইআরের আবহে মতুয়া ভোটব্যাংককে ফের আঁকড়ে ধরতে চাইছে বিরোধীরা। এই প্রেক্ষিতে মতুয়া সম্প্রদায়ের নাগরিকত্ব ইস্যুতে জরুরি হস্তক্ষেপ চেয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে চিঠি দিলেন প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী। অর্ডিন্যান্স জারির দাবি করলেন তিনি। অধীরের দাবি, এসআইআরের জন্য প্রয়োজনীয় কঠিন নথিপত্রের বিধান থেকে এই জনগোষ্ঠীকে অব্যাহতি দিয়ে তাঁদের দীর্ঘদিনের নাগরিকত্বের দাবির স্বীকৃতি দেওয়া প্রয়োজনীয়।

তিনি লিখেছেন, পূর্ব পাকিস্তান থেকে ধর্মীয় নির্যাতনের শিকার হয়ে বহু মানুষ ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন। তাই তাঁদের নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলা অবান্তর। কেন্দ্রীয় নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইনের আওতায় ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ থেকে ৩০ ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত যাঁরা ধর্মীয় নিপীড়নের শিকার হয়ে এদেশে এসেছেন, তাঁদের নাগরিকত্ব রক্ষায় শীতকালীন অধিবেশন শুরুর আগে একটি অর্ডিন্যান্স জারি করা অত্যন্ত জরুরি। সম্প্রতি মতুয়াদের অনশন মঞ্চে হাজির থাকার কথাও উল্লেখ করেছেন তিনি। রাজনৈতিক মহলের মতে, পশ্চিমবঙ্গের অন্তত ৭৬টি বিধানসভা কেন্দ্রে মতুয়া প্রভাব রয়েছে। অন্তত ২০টির বেশি আসনে মতুয়ারাই ভোটের ফলাফলের প্রধান নির্ণায়ক। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়ও মতুয়া ভোটের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য। শান্তনু, সুব্রতদের পিতামহ প্রমথরঞ্জন ঠাকুর বিধানচন্দ্র রায়ের সরকারে মন্ত্রী ছিলেন। পরবর্তীকালে মতুয়া এলাকার গ্রামীণ অংশে বামেদের ও শহরে কংগ্রেসের প্রভাব লক্ষ করা যেত। কিন্তু ২০০৮ সালের পর পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় থেকে তৃণমূলের প্রভাব উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠে। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের সময় থেকে বিজেপির দিকে ঝুঁকতে শুরু করে। এখনও সেই প্রবণতা বজায় রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে এসআইআরকে হাতিয়ার করে মতুয়া ভোটব্যাংক ফেরানোর চেষ্টা করছে তৃণমূল ও বিজেপি। সেই পথেই হাঁটছে বাম-কংগ্রেসও।

# নতুন রাস্তা কলকাতায়

**কলকাতা, ১৫ নভেম্বর :** কলকাতার রাস্তায় অতিরিক্ত যানজট কমাতে সড়ক উন্নয়ন পরিকল্পনায় সিলমোহর দিল কলকাতা পুরসভা। ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাসের ধারে চায়না টাউনের ভিতর ৮০ ফুট চওড়া রাস্তা তৈরি, দক্ষিণ কলকাতার রাসবিহারীর পণ্ডিতিয়া রোডের একটি বাইলেনকে ৩০ ফুট চওড়া করা ও মিলনমেলা প্রাঙ্গণের পশ্চিমে নতুন ৩০ ফুট চওড়া রাস্তা তৈরির অনুমোদন মিলেছে মেয়র পারিষদের বৈঠকে। পুরসভার আধিকারিকদের কাছে ইতিমধ্যেই সমীক্ষা রিপোর্ট পৌঁছে গিয়েছে। শীঘ্রই রিপোর্ট অনুযায়ী রাস্তা তৈরির কাজ শুরু করা হবে।

বাইপাসের মঠেশ্বরতলায় নতুন রাস্তা তৈরির কথা ভাবছে পুরসভা। একই সঙ্গে ১০৯ নম্বর ওয়ার্ডের চকগড়িয়া এলাকায় ৮ কিলোমিটার দীর্ঘ ও ২০ ফুট চওড়া রাস্তা নির্মাণ করা হবে। উত্তর কলকাতার বেলেঘাটার ক্যানাল সাউথ রোডকে চিংড়িঘাটা থেকে শিয়ালদা পর্যন্ত ৫০ ফুট চওড়া করার পরিকল্পনাও রয়েছে। চাউলপট্টি রোডকে ৩০ থেকে ৪০ ফুট চওড়া করার কাজ শীঘ্রই শুরু হবে। কসবার নোনাডাঙা অঞ্চলে ২ কিলোমিটার রাস্তাকেও ৮০ ফুট চওড়া করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নিত্যদিনের যানজট সমস্যা তাতে দূর হবে বলেই আশা করছেন পুরসভার আধিকারিকরা।

# রঙিন মোমে উদ্যোগপতির স্বপ্ন তরুণীর

**নয়নিকা নিয়োগী**

**কলকাতা, ১৫ নভেম্বর :** ব্যস্ত অফিস যাত্রীরা তখন বাড়ি ফিরছেন। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে একজন ক্রমাগত হেঁকে চলেছেন, ‘সেন্টেড ক্যানডেল নিয়ে যান। ৭-৮ ঘণ্টা জ্বলবে।’ বছর একুশ বয়স। পিঠে ভারী ব্যাগের বোঝা। হাতের ট্রে-তে রং-বেরঙের মোম। চশমার ফ্রেমের পিছনের চোখদুটিতে একরাশ স্বপ্ন। আধুনিক যুগে দাঁড়িয়ে এরকম স্টার্টআপ গড়ার স্বপ্ন খুব একটা নতুন নয়। মহিলা উদ্যোগপতি বলতে এক ডাকে সবাই চেনেন কিরণ মজুমদার, ফাল্গুনি নায়ার ও বিনীতা সিংকে।

তবে সাধারণ মেয়ের অসাধারণ হয়ে ওঠার গল্প জানেন ক’জন? টালিগঞ্জ মেট্রোর বাইরে দাঁড়িয়ে রোজ আর ৫-৭ জন ‘অসামান্যা নারী’র সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এই গল্পই লিখছেন দ্বিতীয় বর্ষের পড়ুয়া রনিষা শিট। লকডাউনে মা-বাবার ঋণের বোঝা মেটাতে শুরু করেছেন সুগন্ধি মোমবাতি তৈরি। মোম বিক্রির টাকাতেই বাণিজ্য বিভাগে নিজের পড়াশোনা জোরকদমে চালিয়ে যাচ্ছেন রনিষা।

বাবা জলের ব্যবসা করতেন। মায়ের পেশা সেলাই। আর্থিক অবস্থা মুখ থুবড়ে পড়ল করোনার থাবায়। মামার সাহায্য নিয়ে শহরের সামনের সারির এক বেসরকারি কলেজে বাণিজ্য বিভাগে ভর্তি হলেন রনিষা। চোখে তখন একটাই স্বপ্ন, ভালো চাকরি করে সংসারের হাল ধরতে হবে। কিন্তু সব স্বপ্ন পূরণ হয় না, সেটা তখনই বুঝে গিয়েছিলেন রনিষা।

লকডাউনে ২ লক্ষ টাকা লোনের বোঝা থেকে পরিবারকে বাঁচাতে প্রথমে ছোট ছোট বাচ্চাদের পড়ানোকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু নিজের পড়া সামলে পড়ানোর ঝক্কি অনেক।

টালিগঞ্জ মেট্রো স্টেশনে সুগন্ধি মোম হাতে খদ্দেরের অপেক্ষা।

তাই শেষমেশ বড়বাজারে মোম তৈরির উপকরণ খুঁজতে ঢুঁ মারা শুরু করেন। শনিবার দুপুরে মোম বেচতে বেচতেই রনিষা বললেন, ‘প্রথমে হোলসেলারদের চিনতাম না। ৫-৬ মাস আগে কাঁচামাল কিনতে গিয়ে ৫ হাজার টাকা ক্ষতি হয়েছিল। একজন ব্যবসায়ী তখন অনেক কম টাকায় আমায় প্রথম কাঁচামাল বিক্রি করেন। সেই শুরু।’

বাজারদর বলছে, মোমের দাম কেজি প্রতি ৬০০-৮০০ টাকা। তার সঙ্গে ওয়াক্স বুস্টার, ওয়াক্স হার্ডনার, সোয়ে ওয়াক্স, উইকস, মোল্ডস সহ নানা কাঁচামাল প্রয়োজন সুগন্ধি মোম তৈরিতে। সব মিলিয়ে বানানোর যা খরচ, তার পর খুব কম লাভ রেখেই মোম বিক্রি করেন রনিষা।

সন্ধে সাড়ে ৬টা পর্যন্ত একটানা রোদ-ঝড়-বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে অক্লান্তভাবে হেঁকে যান, ‘ছোট মোমবাতি ৫০ টাকা। বড়গুলির দাম ৮০ থেকে ১০০। নিয়ে যান।’ রনিষার কথায়, ‘বাড়ি গিয়ে যখন এই টাকা দিয়ে ছোট বোনটার আবদার মেটাতে পারি, তখন কোনও কষ্টকেই আর কষ্ট মনে হয় না। এই টাকা জমিয়েই কম্পিউটার কিনে অনলাইনে ব্যবসাটাকে বড় জায়গায় নিয়ে যাব। অন্যদের কাজের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য ভবিষ্যতে কারখানা তৈরির খুব ইচ্ছে।’

সন্ধের পরের সময়টা ধার্য রয়েছে রনিষার পড়াশোনার জন্য। কলেজ কর্তৃপক্ষের যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছেন। ব্যবসার জন্য মাঝে মাঝে ক্লাসে উপস্থিত থাকতে পারেন না রনিষা। তরুণীর কথায়, ‘এখন দিনে ২০-২৫টা করেও মোম বানিয়ে নিই। দীপাবলিতে দারুণ ব্যবসা হয়েছে। গ্র্যাজুয়েশন শেষের আগে ব্যবসাটাকে দাঁড় করাতেই হবে।’ এই কথা দিয়েই রনিষা প্রমাণ করে দিলেন, নিতান্ত সাধারণ মেয়ের গল্পে ‘দুর্গা’ হয়ে বিশ্বজয়ী হওয়ার স্বপ্ন বোনা যায়। চেষ্টা থাকলেই মোমের আলো দিয়ে জীবনের সব অন্ধকার ঘুচিয়ে দেওয়া সম্ভব।

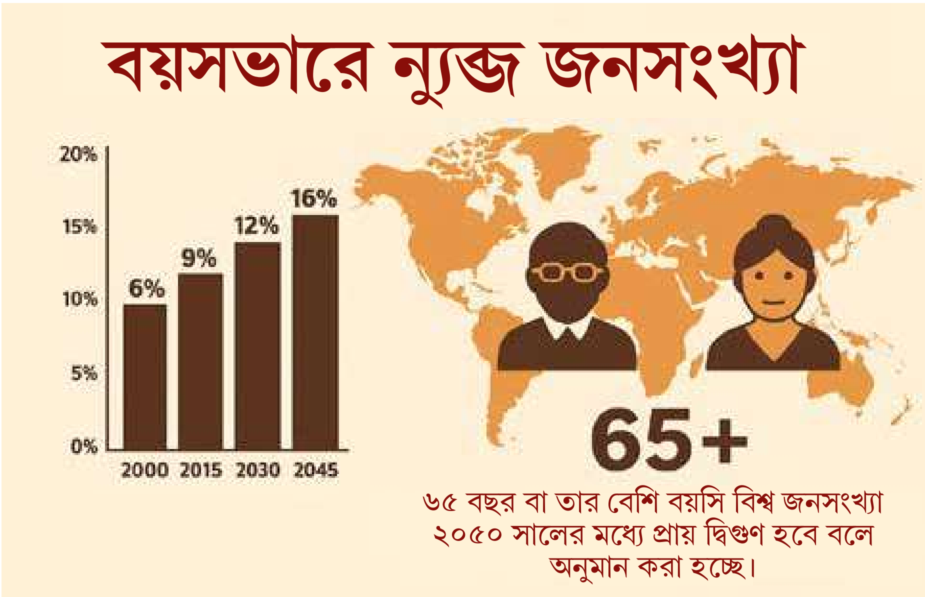


# অবসরের নেই অবসর

**বিশ্বজুড়ে গড় আয়ু বৃদ্ধি এবং জন্মহারের তীব্র পতনে পৃথিবী এখন বার্ধক্যের মুখে। এর ফলে রাষ্ট্রীয় পেনশন তহবিলের ওপর চরম অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি হয়েছে, যা অবসরের বয়স বাড়ানোর মতো রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল সিদ্ধান্ত নিতে বিভিন্ন দেশের সরকারকে বাধ্য করছে। ফ্রান্সে এই নীতি বিক্ষোভ সৃষ্টি করেছে, আবার ভারতে 'ওপিএস'-এর রাজনীতি ভোটার টেনেছে। ইউরোপে অবসরের বয়স বৃদ্ধি অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা দিলেও, ভারতের মতো জনবহুল দেশে তা তরুণ প্রজন্মের কর্মসংস্থানকে ব্যাহত করে সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টি করতে পারে। অভিজ্ঞতা ও যুবশক্তির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে এই সমস্যার সুচিন্তিত সমাধান জরুরি। উত্তর সম্পাদকীয়র জোড়া প্রতিবেদন এ সংক্রান্ত অনেককিছুই খুঁটিয়ে দেখল।**

## ভগবান বৃদ্ধ হয়েছেন কি না জানি না, এই পৃথিবী বৃদ্ধ হয়েছে

**সুমন ভট্টাচার্য**

১০০ বছর আগে যদি মানুষের গড় আয়ু ছিল ৩২ বছর, তাহলে সেটা এখন দ্বিগুণেরও বেশি, ৭১ বছর। কংগ্রেসের সাংসদ, দক্ষ লেখক এবং চমৎকার কথক, শশী থারুর মাঝেমধ্যেই বিভিন্ন টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে মনে করিয়ে দেন যে, ১৯৪৭-এ দেশ যখন স্বাধীন হয়েছিল, তখন একজন ভারতীয়র গড় আয়ু ছিল ২৭ বছর। তাহলে গত ৭৮ বছরে ভারতবর্ষ কতটা এগোতে পেরেছে, সেই বিষয়ে একটা সম্যক ধারণা আমাদের পক্ষে করা সম্ভব। যত মানুষের আয়ু বাড়ছে, তত অবসরের সময়ও দীর্ঘতর হচ্ছে। স্বভাবতই চাকরি থেকে অবসরের বয়স কত হবে, অর্থাৎ ঠিক কোন সময় থেকে একজন মানুষ পেনশন পেতে শুরু করবেন, তা নিয়ে চিন্তাভাবনা ও চর্চাও বাড়ছে। অবসরের বয়স এবং পেনশন কবে থেকে শুরু হবে, এটি শুধু একটি সামাজিক সিদ্ধান্ত নয়, রাজনৈতিক সিদ্ধান্তও বটে। এই একটি সিদ্ধান্ত জনবিক্ষোভ তৈরি করে দিতে পারে, রাজনীতিতে পালাবদলও ঘটিয়ে দিতে পারে।

ইউরোপে, ফ্রান্সে গত কয়েক বছর ধরে যে 'রাজনৈতিক ডামাডোল' চলছে, তার অন্যতম কারণ কিন্তু অবসরের বয়স বাড়ানো। ফরাসি প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রোঁর এই একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গত কয়েক বছর ধরে ফ্রান্সের রাজনীতিতে উথালপাথাল এবং একাধিক প্রধানমন্ত্রী বদলের পিছনে অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে। আবার ভারতবর্ষে সমাজতন্ত্রের পথে হাঁটতে চাওয়া রাহুল গান্ধি 'ওপিএস' বা 'ওল্ড পেনশন স্কিম'-এ ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় 'ইন্ডিয়া জোট' পরিচালিত রাজ্যগুলিতে পেনশনের জন্য সরকারের উপর আর্থিক দায়ভার বেড়েছে। কিন্তু কে অস্বীকার করবে হিমাচলপ্রদেশ কিংবা তেলেঙ্গানায় কংগ্রেসের জয়ের পিছনে 'ওপিএস' নিয়ে কথা বলা বা পেনশনের নিরাপত্তা বাড়ানোর কথা বলা কংগ্রেসের দিকে ভোট টেনেছিল?

সমস্যাটা কোথায়, অর্থাৎ, বিশ্বে গড় আয়ু কেমনভাবে বাড়ছে আবার উলটোদিকে জন্মের হার কেমনভাবে কমছে, তার একটা মোটামুটি পরিসংখ্যান আমরা দেখে নিতে পারি। ১৯৫০-এ গোটা পৃথিবীতে জন্মের হার ছিল ৪.৯। অর্থাৎ, একজন মহিলা তাঁর জীবৎকালে অন্তত পাঁচটি শিশুর জন্ম দিতেন। আজকের পৃথিবীতে এই জন্মহার কমে এসেছে ২.৩-এ। ১৯৫০ থেকে ১৯৫৫-র মধ্যে চিনে জন্মহার ছিল ৬-এর একটু উপরে, ভারতবর্ষে ৬-এর একটু নীচে। ওই একই সময়ে ইরানে জন্মহার ছিল ৬.৫। ৭ দশকের ব্যবধানে এখন কট্টরপন্থী ইরানেরও জন্মহার আমেরিকা কিংবা ইউরোপের উন্নত দেশ সুইডেনের মতোই, ১.৭। সবচেয়ে মজার বিষয়, প্রযুক্তির কারণে, বিজ্ঞানের এআই যুগে ঢুকে পড়ার কারণে এখন জন্মহার কমানোর বিষয়টি অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে। জনসংখ্যা বিশেষজ্ঞরা পরিসংখ্যান দিয়ে দেখিয়েছেন, ঊনবিংশ শতাব্দীতে জন্মহার কমাতে, অর্থাৎ, একজন মহিলা যেন ৬টি শিশুর পরিবর্তে তিনটি শিশুর জন্ম দেন, এই অবস্থায় পৌঁছোতে ইংল্যান্ডের সময় লেগেছিল ৯৫ বছর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৮২ বছর। আর আজকে দুই একনায়কতান্ত্রিক দেশ, চিন 'এক শিশু'তে পৌঁছোতে সময় নিয়েছে ১০ বছর, ইরান নিজের জন্মহারকে অর্ধেকে নিয়ে এসেছে ঠিক ১১ বছরে।

যদি জন্মহার কমে, আবার উলটোদিকে মানুষের গড় আয়ু বাড়ে, তাহলে অবশ্যই তরুণ জনসংখ্যা কমে যাবে, শতাংশের নিরিখে বাড়বে বয়স্কদের সংখ্যা। আর তাহলে অবধারিতভাবে যে কোনও সরকারের পেনশন ফান্ডের উপরে চাপ বাড়বে। কতটা চাপ বাড়বে? ইউরোপীয় ইউনিয়নের একটি সমীক্ষা বলছে, যেখানে ১৯৯৫ সালে ইউরোপের দেশগুলির মোট জিডিপির ১১.৯ শতাংশ খরচ হত পেনশন দিতে, সেখানে ২০২০-তে একই খাতে খরচ হচ্ছে ১৩.৬ শতাংশ। ইউরোপের সব দেশ মিলিয়ে মোট জিডিপির প্রায় দুই শতাংশ পেনশন খাতে বেড়ে যাওয়া মোটেই সহজ বিষয় নয়। ভারতে এখনও অবধি পেনশনের পিছনে জিডিপির ৩.৩ শতাংশ খরচ হয়। তাহলে উন্নত দেশ হোক আবার অন্যদিকে ভারতের মতো যেখানে গড় রোজগারের হার কম, কিন্তু মোট জনসংখ্যার নিরিখে বড় অর্থনীতি, সেখানেও পেনশন ফান্ডের জন্য যথেষ্টই খরচ হয়ে যায়। এই চাপ কমাতে রাজনৈতিকভাবে সবসময়ই যে কোনও সরকার বা প্রশাসন চাইবে অবসরের বয়স বাড়িয়ে দিয়ে পেনশনের বোঝা কমাতে।

চিন, যা সব অর্থেই এখন মার্কিন রাজনীতি এবং অর্থনীতির প্রতিস্পর্ধী, তারা ২০২৪-এর সেপ্টেম্বরেই '১৪তম ন্যাশনাল পিপলস কংগ্রেস'-এর 'বেসিক ন্যাশনাল ইনসুরেন্স'-এর আলোচনায় সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়, পুরুষদের ক্ষেত্রে তারা অবসরের বয়স ৬০ থেকে বাড়িয়ে ৬৫ করবে, আর মহিলাদের ক্ষেত্রে ৫৫ থেকে বাড়িয়ে ৫৮ করা হবে। তা সত্ত্বেও চিনের অর্থনীতির ঘাড়ে যে বিপুল অঙ্কের পেনশনের বোঝা চাপবে, সেটা সামলাতে শি জিন পিংয়ের প্রশাসন সেদেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে এবং 'অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট' কোম্পানিগুলিকে নিয়ে একটি বৃহৎ পরিসরের অছি পরিষদ তৈরি করেছে। জাপানও ২০২২ থেকেই এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করছে এবং সেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে অবসর নেওয়ার পরও যাঁরা বিভিন্ন সংস্থায় আংশিক সময়ের কাজ করেন, তাঁদের নথিভুক্ত করবার জন্য সরকারিভাবে কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। জাপান পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত অর্থনীতির একটি দেশ বলে ধরা হয়, তাদের নিরিখেও লক্ষ্যমাত্রা এবং পরিকল্পনা খুব পরিষ্কার, কাদের জন্য কতটুকু সামাজিক নিরাপত্তা দেওয়া হবে সে বিষয়ে যেন সুনির্দিষ্ট তথ্য সরকারের কাছে থাকে।

একদিকে ইউরোপ যখন ভাবছে ২০৪০-এর মধ্যে অবসরের বয়সকে বাড়াতে বাড়াতে ৭০-এ নিয়ে যেতে হবে, তখন আমাদের পুবের প্রতিবেশী দেশ, অর্থাৎ বাংলাদেশে চ্যালেঞ্জটা একদম অন্যরকমের। মাস দুয়েক আগে ঢাকায় 'ইউএনডিপি', অর্থাৎ 'ইউনাইটেড নেশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম'-এর পক্ষ থেকে যে পরিসংখ্যান পেশ করা হয়েছে, তাতে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ১৭ কোটি ৫৭ লক্ষ। এই জনসংখ্যার মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ মানুষই কর্মক্ষম, অর্থাৎ, ১৫ থেকে ৬৪ বছর বয়সি মানুষদের জনসংখ্যা ১১ কোটি ৫০ লক্ষ। আবার ১০ থেকে ২৪ বছর বয়সি তরুণ-তরুণীর সংখ্যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৮ শতাংশ, ৫ কোটির কাছাকাছি। যদি বাংলাদেশের মতো একটি দেশে তরুণ প্রজন্ম মোট জনসংখ্যার কত শতাংশ, আর চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতির কারণে, গড় আয়ু বেড়ে যাওয়া মানুষের সংখ্যা কত শতাংশে দাঁড়াচ্ছে, সেই দুটি তুলনামূলক পরিসংখ্যানকে দেখা হয়, তাহলেই বোঝা যাবে কেন সেখানে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে অস্থিরতা বাড়ছে! অর্থাৎ, 'জেন জেড'-এর মতো আন্দোলন কেন হচ্ছে? ইউরোপের বিপরীতে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশে কিংবা নেপালের সামাজিক, রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জকে বোঝা তাই জরুরি।

তাহলে, আমরা এখন ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে? অবসরের বয়স এবং পেনশন নিয়ে রাষ্ট্র ঠিক কী ভাবছে? আসলে ইউরোপ, আমেরিকা, চিন বা জাপান যেভাবে ভাবছে, পেনশন ফান্ডের বোঝা কমাতে অবসরের বয়স বাড়িয়ে অর্থনীতিকে স্থিতিশীল রাখবার চেষ্টা করছে, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিচ্ছে, তা বাংলাদেশ বা নেপালের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ সেখানে অবসরের বয়স বাড়লে, তরুণ প্রজন্মের কাছে চাকরির সুযোগ কমবে। সরকার বনাম নাগরিক স্বার্থের টানাপোড়েনে সেখানে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি হবে, তাতে যে কোনও সময় 'জেন জেড'-এর আন্দোলনের মতো ঘটনা ঘটে যেতে পারে। আবার ভারতবর্ষ দাঁড়িয়ে আছে এই দুই ধরনের 'রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি' বা সামাজিক ব্যবস্থার মাঝে। ভারতবর্ষের মতো দেশেও ইউরোপ, আমেরিকার মতো একটা ঘটনা তো অবশ্যই ঘটেছে, যেখানে কায়িক পরিশ্রমের পাশাপাশি 'হোয়াইট কলার জব' বা 'অফিসে বসে চাকরি'র সুযোগ বেড়েছে। ভারতের ক্ষেত্রেও তাই অর্থনীতির চাপের পাশাপাশি নাগরিকদের আকাঙ্ক্ষাকেও সবসময় মাথায় রেখেই নীতি প্রণয়ন করতে হবে।

*(লেখক সাংবাদিক)*

## বোঝা না বিশ্রাম? চলছে উত্তর খোঁজা

**পার্থসারথি দাস**

সত্যিই উত্তরটা এত সহজ নয়। বিশ্বজুড়ে চিকিৎসাবিজ্ঞানে প্রভূত গবেষণার উন্নতির ফলে মানুষের গড় আয়ু উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্রমবর্ধমান এই হার এবং জনসংখ্যার কাঠামোর পরিবর্তনে বহু দেশের সরকার বাধ্য হচ্ছে অবসরের বয়স বাড়াতে। ইউরোপ থেকে এশিয়া ও আমেরিকার মতো দেশগুলো অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে অবসরের বয়স বৃদ্ধির নীতি গ্রহণ করেছে বা বিবেচনায় রেখেছে। আমাদের দেশেও সরকারি ও বেসরকারি কর্মক্ষেত্রে এই আলোচনা জোরদার হচ্ছে। আমাদের রাজ্যে ইতিমধ্যেই ক্ষেত্রবিশেষে অবসরের বয়স বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন, বহু বছরের পরিশ্রমের শেষে বিশ্রাম দেওয়ার সিদ্ধান্ত নাকি অবসরের বয়স বাড়িয়ে মানুষকে আরও কাজের সুযোগ করে দেওয়া, কোনটা ঠিক? অবসরের চরিত্র বদল করে সমাজের পাশাপাশি অর্থনীতি ও কাজের বাজারকে এক নতুন বাঁকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে কি না সেটাও প্রশ্ন বটে।

অবসর নিয়ে মানুষের অভিজ্ঞতা বৈচিত্র্যময়। অনেকের কাছে অবসর মানে দীর্ঘদিনের ব্যস্ততার পর শান্তি ও আনন্দের সময়। নিজেকে আবার নতুন করে চেনা, নতুন শখের জন্ম দেওয়া ও পরিবারের সঙ্গে গুণগত সময় অতিবাহিত করা। কিন্তু অপর এক অংশের কাছে বিশেষ করে সাধারণ মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে অবসর জীবন নিয়ে আসে এক অনিশ্চয়তার অশনিসংকেত— আয়ের সীমাবদ্ধতা, সামাজিক পরিচয়ের সংকট, শূন্যতা বা একাকিত্ব। বিশেষত কর্মজীবনই ছিল যাঁদের জীবনের সবচেয়ে বড় পরিচয়, তাঁদের কাছে অবসর বহু সময়ই মানসিক অস্থিরতার কারণ হয়।

বিশ্বে অবসরের বয়স বাড়ছে বলে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ মানুষ এখন আগের চেয়ে অনেক বেশিদিন বেঁচে থাকছে এবং মোটামুটিভাবে সুস্থ হয়েই বেঁচে রয়েছে। ফলে রাষ্ট্রের পেনশন ব্যয় দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। আগে যে পেনশন কাঠামো ১০-১৫ বছরের জন্য তৈরি ছিল, এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২০-২৫ বছরে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ যেমন ইউরোপ, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও আমেরিকাতে জন্মহার এত কম যে কর্মক্ষম যুব প্রজন্মের সংখ্যা দ্রুত কমছে। ফলে শ্রমের বাজারে শূন্যস্থান তৈরি হচ্ছে। যা দেশের অর্থনীতিকে বিপন্ন করছে। এই বিপন্নতা থেকে দেশের অর্থনীতিকে আড়ালে রাখতে অবসরের বয়স বৃদ্ধি করা একটা পদক্ষেপ। কর্মক্ষম থাকলে মানুষ বেশিদিন কর প্রদান করবে, পেনশন গ্রহণ পিছিয়ে যাবে। এতে সরকারি কোষাগার স্থিতিশীল থাকবে এবং সামাজিক নিরাপত্তা বজায় থাকবে। পারিবারিক কাঠামোর ক্ষেত্রেও এর প্রভাব পড়বে। সাধারণত সনাতনী অবসর গ্রহণ পদ্ধতিতে কর্মী মানুষরা পরিবারের প্রতি দায়বদ্ধতা যতটুকু পালন করতে পারতেন, অবসরের সময় দীর্ঘায়িত হলে তাঁর পরিবারে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। অন্যদিকে অনেকেই মনে করেন, কর্মজীবনে সক্রিয় থাকাটা বয়স্কদের মানসিকভাবে সুস্থ রাখে, সামাজিক মেলামেশা বৃদ্ধি করে ভালো থাকতে শেখায়। সামাজিক সুস্থতা বৃদ্ধি পায়। যখন ৬৫ বছর পেরিয়ে মানুষ মৌলিক দায়িত্ব পালন করেন তখন সমাজের চোখে বয়সের সংজ্ঞা বদলে যায়। আমরা এখন সবসময় বলি বয়স তো কেবল একটা সংখ্যা মাত্র। তাই এই পদক্ষেপ সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিকে আধুনিকতা প্রদান করে।

অবসরের বয়স বৃদ্ধি পেলে সরকারের পেনশন ব্যয় কমে এবং দীর্ঘমেয়াদে সরকারি আর্থিক স্থিতিশীলতা বাড়ে। স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা ও পরিকাঠামো উন্নয়নে সরকার অধিক অর্থবরাদ্দ করত পারে এবং সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়। অভিজ্ঞ কর্মশক্তি বেশিদিন কাজ করলে শিল্প ও পরিষেবার মান উন্নত হয়। নতুন কর্মীদের প্রশিক্ষণের ওপর চাপ কমে ও প্রতিষ্ঠানের সংস্কৃতি বা কর্মদক্ষতার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা যায়। যাঁদের আয় অব্যাহত থাকে তাঁরা ব্যয় করতে সক্ষম থাকেন। ফলে বাজারে ক্রয়ক্ষমতা কমে না। অর্থনীতি চাঙ্গা করতে এই ব্যয় গুরুত্বপূর্ণ।

উলটোদিকের একটি ছবিও আছে। অবসরের বয়স বৃদ্ধি পেলে তরুণ প্রজন্মের কর্মসংস্থানে প্রভাব ফেলে বলে বহু দেশের অভিজ্ঞতা বলছে। তাদের অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে প্রযুক্তি, স্টার্ট আপ, ডিজিটাল অর্থনীতিতে তরুণদের চাহিদা সবসময়ই বেশি। অভিজ্ঞতা ও উদ্ভাবনী শক্তি, তরুণ ও প্রবীণদের সমন্বয়ে কর্মক্ষেত্র লাভবান হয়। তবে সরকারি চাকরি বা সীমিত নিয়োগের ক্ষেত্রে কিছু প্রতিযোগিতা অবশ্যই তৈরি হয় এবং বয়স্ক কর্মীদের জন্য প্রযুক্তিনির্ভর প্রশিক্ষণ জরুরি হয়ে ওঠে। তাই সরকারের উচিত কর্মক্ষেত্রে নতুন নীতি প্রণয়ন করা। যেমন নমনীয় সময়সূচি, সুস্থ পরিবেশ, কম শারীরিক পরিশ্রমের কাজ, মানসিক সুস্থতার সুযোগ ও কর্মক্ষেত্রে বয়স নির্বিশেষে মানবিক ও সমতা প্রতিষ্ঠা করা।

ভারতের মতো দেশে অবসরের বয়স বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অবশ্য নানা সমস্যা রয়েছে। অবসরের বয়স বৃদ্ধিতে সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে নির্মাণশিল্পে কর্মরত পুরুষ ও মহিলা কর্মীরা। বিশেষত মহিলাদের তখন দ্বিগুণ পরিশ্রম করতে হবে কম মজুরিতে। কৃষিক্ষেত্রে ও কারখানার কাজে কম মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য হবেন। এমনিতেই আমাদের দেশে বেকারত্ব বাড়ছে। বিশেষভাবে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে। তাই অবসরের বয়স আরও বাড়লে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক সাংঘাতিক অস্থিরতা ও অসন্তোষ তৈরি হবে। সাম্প্রতিক সময়ে আমরা দেখেছি দেশের যুবসমাজের মধ্যে হতাশা ও ক্ষোভ দেখা দিলে কী ভয়াবহ রাজনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। তাই এই সমস্যা সমাধানে অত্যন্ত সুচিন্তিত, আন্তরিক ও স্বচ্ছ রাজনৈতিক পরিকল্পনা অত্যন্ত জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের মতো জনবহুল দেশে অভিজ্ঞতা ও যুবশক্তির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে ও সমাজের অপেক্ষাকৃত সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা মানুষের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করেই অবসরগ্রহণের এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা উচিত।

অবসরের বয়স বৃদ্ধি কেবল অর্থনৈতিক প্রয়োজন নয়, বরং একটা বৃহৎ সামাজিক পরিবর্তনের সূচনা- যেখানে লিঙ্গসাম্য, তারুণ্য ও বয়স্কের সক্রিয়তা, অভিজ্ঞতা ও সম্ভাবনার সংযুক্তি ঘটিয়ে বিশ্বব্যাপী এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের লক্ষ্যে রাষ্ট্র পরিচালিত হলেই দেশ ও জাতির মঙ্গল।

*(লেখক অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ)*

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

## ‘ফেরার’ অভিযুক্তরাই পান্ডা, ঠেকে রেলকর্মীরাও

# থানার কাছে জুয়ার আসর

**রাহুল মজুমদার**

**শিলিগুড়ি, ১৫ নভেম্বর :** পুলিশের খাতায় ফেরার, অথচ দেদার জুয়ার আসর চালিয়ে যাচ্ছে দুই ভাই। রাত দশটা বাজলেই ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের রাজাহাওলি সংলগ্ন এনজেপি রোড এলাকায় তাদের আসর বসে যাচ্ছে। চলছে দেদার কার্ড, ডাইসের খেলা, উড়ছে হাজার হাজার টাকা। আশপাশের দিনমজুর, গাড়িচালক, এমনকি রেলকর্মীদেরও একাংশ গভীর রাতে ওই আসরে যোগ দিচ্ছেন বলে অভিযোগ। শুধু এনজেপি এলাকাই নয়, ভক্তিনগর, শক্তিগড়, নৌকাঘাট, অম্বিকানগরের মতো আরও অন্যান্য এলাকা থেকেও প্রচুর লোক ওই আসরে আসছেন।

রাত দুটো, তিনটে পর্যন্ত চলছে দুই ভাইয়ের আসর। প্রায়দিনই আসর থেকে ছোটখাটো ঝামেলার শব্দ আসে বলে স্থানীয়রা জানাচ্ছেন। দিনের পর দিন এভাবে অবাধে জুয়ার আসর চললেও, স্থানীয়রা প্রাণভয়ে এর প্রতিবাদ করতে পারছেন না। কারণ আগেই খুনের দায়ে অভিযুক্ত ওই আসরের পান্ডারা। আবারও শাসকদলের পরিচিত মুখ। বছরখানেক আগে তোলাবাজির প্রতিবাদ করতে গিয়েই, বেঘোরে প্রাণ হারিয়েছিলেন এলাকার এক প্রবীণ। তবে দুজন অভিযুক্তের এভাবে অবাধে জুয়ার আসর চালিয়ে যাওয়া নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে স্থানীয়দের মনে।

যদিও এবিষয়ে কিছুই জানেন না বলে জানান ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শম্পা নন্দী। এবিষয়ে স্থানীয় কারও অভিযোগ পেলে, অবশ্যই যথাযথ পদক্ষেপ করা হবে বলে দায় সেরেছেন ডিসিপি রাকেশ সিং।

স্থানীয়রা জানান, বছরখানেক আগে একবার রাজাহাওলি এলাকায় দিনেরবেলায় স্থানীয় প্রবীণরা মাদুর পেতে তাস খেলছিলেন বলে, তাঁদের কাছ থেকে মোটা টাকা আদায় করতে চড়াও হয়েছিল ওই দুই ভাই। তাঁরা টাকা দিতে না চাইলে, ওই প্রবীণদের তারা বেধড়ক মারধর করেছিল। ঘটনায় স্থানীয় এক ব্যক্তি মারা গিয়েছিলেন। তখনই ওই ব্যক্তির পরিবারের তরফে এনজেপি থানায় অভিযোগ করা হয়েছিল। তারপর থেকেই তারা ফেরার বলে জানা যাচ্ছে। প্রভাবশালী হওয়াতেই পুলিশ তাদের পাকড়াও করতে পারেনি বলে স্থানীয়দের অনুমান।

তারাই এখন নিত্যদিন রাতে রীতিমতো আয়োজন করে, চার্জবেল লাইট লাগিয়ে জুয়ার আসর বসাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠছে। আর সেই আসরের টাকার ভাগ চলে যাচ্ছে শহরের আরও নানা প্রভাবশালীদের কাছে। আর তাই এতদিন ধরে চলতে থাকা এই কারবারের বিরুদ্ধে সকলেই মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছেন বলে মনে করছেন স্থানীয়রা। কারণ এনজেপি থানা থেকে ওই এলাকার দূরত্ব মেরেকেটে ২ কিলোমিটার। তবুও কীভাবে দিনের পর দিন ওই আসর পুলিশের নজর এড়িয়ে চলছে, সেকথা ভেবেই আশ্চর্য হতে হচ্ছে!

**আসরে-আতঙ্ক**

- বছরখানেক আগে খুনের দায়ে অভিযুক্ত দুই ভাইয়ের তত্ত্বাবধানে এনজেপি রোড এলাকায় চলছে জুয়ার আসর
- থানা থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে ওই এলাকা, অথচ পুলিশ নীরব
- অভিযুক্তরা শাসকদলের পরিচিত মুখ বলেই এখনও অধরা বলে মনে করছেন স্থানীয়রা
- এবিষয়ে স্থানীয়দের অভিযোগ পেলে, উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান ডিসিপি রাকেশ সিং

*তাণ্ডব শেষে ফিরল দাঁতাল।। শনিবার সকালে ডামডিম চা বাগানের ৫ নম্বর সেকশনে মাইকেল মুরার ধানখেতেও দুপুর ১২টা পর্যন্ত ঠায় দাঁড়িয়ে ছিল হাতিটি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বন দপ্তরের কুইক রেসপন্স টিমের সদস্য সাহেব ইসলাম তাঁর দল এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে নিয়ে ১টার দিকে দাঁতালটিকে নিরাপদে তারঘেরা জঙ্গলের ভেতরে পাঠান। ছবি ও তথ্য : সুশান্ত ঘোষ*

## গ্রেপ্তার ১ মহিলা সহ ২

# লোন দেওয়ার নামে প্রতারণা

**প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস**

**শিলিগুড়ি, ১৫ নভেম্বর :** ব্যাংক থেকে লোন করিয়ে দেওয়ার নাম করে ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ফকদইবাড়ি ও হাতিয়াডাঙ্গার প্রায় ৫০ জন বাসিন্দার কাছ থেকে বেশ কয়েক লক্ষ টাকা তুলেছিলেন প্রিয়া মণ্ডল নামে এক মহিলা। শুধু লোন পাইয়ে দেওয়া নয়, ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা থেকে ব্যাংকের স্টেটমেন্ট তৈরি সমস্তটা তিনিই করে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। প্রায় বছরখানেক হয়ে গেলেও তিনি কোনও লোন করিয়ে দিতে পারেননি। তাগাদা দিতে স্থানীয়রা ফোন করলে প্রিয়া ব্যাংকের কর্মী পরিচয় দিয়ে এক ব্যক্তির সঙ্গে ফোনে কথা বলিয়ে দিতেন। প্রিয়া বারবার ভাড়াবাড়ি বদল করছিলেন বলেও অভিযোগ স্থানীয়দের।

অবশেষে শুক্রবার স্থানীয় বাসিন্দারা খোঁজ পান যে প্রিয়া বৌবাজার এলাকায় বাড়িভাড়া নিয়েছেন। খোঁজ পেয়ে স্থানীয়রা প্রিয়া এবং তাঁর সঙ্গী সুব্রত চক্রবর্তীকে হাতিয়াডাঙ্গা এলাকায় নিয়ে এসে গণধোলাই দেওয়ার পর পুলিশের হাতে তুলে দেন।

সুব্রতকে শুক্রবার রাতেই গ্রেপ্তার করে আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদের পর প্রিয়াকে শনিবার আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

এই প্রসঙ্গে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (পূর্ব) রাকেশ সিং বলেন, ‘ঘটনার তদন্ত চলছে।’

হাতিয়াডাঙ্গার বাসিন্দা পিংকি চক্রবর্তী বলেন, ‘নথি তৈরি করে লোন পাইয়ে দেওয়ার নাম করে প্রায় ৮ মাস আগে প্রিয়া আমার কাছ থেকে ২২ হাজার ৩০০ টাকা নিয়েছিলেন। একমাসের মধ্যে লোন করিয়ে দেওয়ার কথাও বলেছিলেন। তবে ৬-৭ মাস পেরিয়ে গেলেও লোনের ব্যবস্থা না হওয়ায় আমি প্রিয়াকে টাকা ফেরত দিতে বলি। কিন্তু উনি টাকা ফেরত দিচ্ছিলেন না। বারবার ঠিকানা বদলাচ্ছিলেন। ফোন করলে এক ব্যক্তিকে দিয়ে গালিগালাজ করাচ্ছিলেন।’ পিংকি যোগ করেন, ‘শুক্রবার আমরা খবর পাই প্রিয়া বৌবাজার এলাকায় বাড়িভাড়া নিয়েছেন। এরপর আমরা গিয়ে প্রিয়া এবং তাঁর সঙ্গীকে এলাকায় নিয়ে আসি। আমরা টাকা ফেরত চাইলে ওঁরা টালবাহানা শুরু করেন। তারপর ওঁদের পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।’ পিংকির মতোই ফকদইবাড়ির রিনা সাহানির কাছ থেকেও কিস্তি চালানোর নাম করে প্রিয়া ৬০ হাজার টাকা নিয়েছিলেন। কয়েকটা কিস্তি চালানোর পর প্রিয়া আর কিস্তি চালাননি। রিনা টাকা ফেরত চাইলে প্রিয়া কিছু টাকা ফেরত দিয়েছিলেন। বাকি টাকার জন্য রিনা চাপ দিলে প্রিয়া সুব্রতকে দিয়ে রিনাকে গালিগালাজ করান বলে অভিযোগ।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, বেশ কয়েক বছর আগে এলাকার কয়েকজনকে প্রিয়া ৪০ থেকে ৫০ হাজার টাকার লোন করিয়ে দিয়েছিলেন। তাই স্থানীয়দের তাঁর ওপর খানিক ভরসা হয়েছিল। সেই ভরসার ফায়দা তুলেই প্রিয়া এইবার এলাকার প্রায় ৫০ জন বাসিন্দার কাছ থেকে ১০ লক্ষ টাকা লোন করিয়ে দেওয়ার নাম করে টাকা তুলেছিলেন।

প্রিয়া এবং সুব্রতকে শনিবার জলপাইগুড়ি জেল আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাঁদের ৩ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

**ছক যেভাবে**

লোন করিয়ে দেওয়ার নাম করে ৫০ জনের থেকে টাকা তুলেছিলেন প্রিয়া

শুধু লোন পাইয়ে দেওয়া নয়, ইনকাম ট্যাক্স ফাইল সহ সব কাজ করে দেবেন বলে জানিয়েছিলেন

যদিও কয়েক বছর পেরিয়ে গেলেও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেননি অভিযুক্ত

প্রিয়ার বিরুদ্ধে বারবার বাড়ি বদল করার অভিযোগ

অবশেষে হাতিয়াডাঙ্গায় তাঁর খোঁজ পাওয়ার পর গণধোলাই দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেয় জনতা

## চিতাবাঘ ধরতে আরও খাঁচা

**বাগডোগরা, ১৫ নভেম্বর :** চিতাবাঘকে বন্দি করতে শনিবার আরও একটি খাঁচা বসানো হল। এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের মধ্যে ৩ নম্বর গেটের কাছে আরেকটি শালবনের পিছনে বুনোর জন্য এই ফাঁদটি পাতা হয়। বন বিভাগের বাগডোগরা রেঞ্জ অফিসার সোনম ভুটিয়া বলেন, ‘গত ৪ দিন ধরে একটি খাঁচা পেতে রাখার পরেও চিতাবাঘ ধরা না পড়ায় আজকে আরও একটি খাঁচা বসানো হয়েছে। আসলে চিতাবাঘ এক জায়গায় থাকে না। অতি দ্রুত স্থান পরিবর্তন করে। আর চিতাবাঘ ভীষণ ধূর্ত প্রাণী। এজন্য খাঁচায় বন্দি করা সহজ হয়ে ওঠে না। এছাড়াও অতি উৎসাহ নিয়ে কিছু মানুষ খাঁচার কাছাকাছি ঘোরাফেরা করছে। এজন্যও সহজে ধরা দিচ্ছে না।’

এদিকে চিতাবাঘ নিয়ে নানা ধরনের গুজব ছড়িয়ে পড়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক কাজ করছে। আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে শনিবার মাইকিং করে সাধারণ মানুষকে সতর্ক করা হয়েছে। পঞ্চায়েত প্রধান যূথিকা রায় খাসনবিশ বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের যে গেটগুলির সঙ্গে জনবহুল এলাকার সংযোগ রয়েছে যেমন ১, ২, ৩, আড়াই এবং ৫ নম্বর গেট সন্ধের পর বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে। প্রাতর্ভ্রমণ এবং সন্ধ্যায় হাঁটতে নিষেধ করা হয়েছে।’ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা আধিকারিক বরুণ রায় জানান, গ্রাম পঞ্চায়েতকে বলে মাইকিংয়ের পরেও অনেকেই প্রাতর্ভ্রমণের জন্য এবং সান্ধ্যভ্রমণের জন্য ক্যাম্পাসে ঢুকে পড়ছেন।

## মসজিদে চুরি

**চোপড়া, ১৫ নভেম্বর :** চুটিয়াখোর গ্রাম পঞ্চায়েতে পাইকান এলাকার একটি মসজিদ থেকে দানপাত্র চুরির অভিযোগ উঠেছে। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটে। দানপাত্রটি তালা ভাঙা অবস্থায় পাশের আখখেতে পাওয়া গিয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে চোপড়া থানার পুলিশ।

## রক্তদান শিবির

**চোপড়া, ১৫ নভেম্বর :** দাসপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে শনিবার রক্তদান শিবির আয়োজন করে দারুস সালাম প্যাট্রিয়টিক ট্রাস্ট। ট্রাস্টের সম্পাদক আহসান হাবিব জানিয়েছেন, ওই শিবিরে ৯০ জন রক্তদান করেন। সংগৃহীত রক্ত ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

## বাউল উৎসব

**চোপড়া, ১৫ নভেম্বর :** ফ্রেন্ডস ক্লাব ও গ্রামবাসীর উদ্যোগে শুক্রবার থেকে মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের সুভান্দিগছে ১৪তম বাউল উৎসব শুরু হয়েছে। চলবে রবিবার পর্যন্ত। এবারেও জমে উঠেছে বাউল উৎসব। প্রতিদিন প্রচুর সংখ্যক মানুষ লোকগান শুনতে ভিড় করছেন।

*ভেঙে পড়েছে শিল্পী টগর অধিকারী সেতু। বক্সিরহাটে শনিবার। ছবি : সায়নদীপ ভট্টাচার্য*

## বক্সিরহাটে ভেঙে পড়ল সেতু

**বক্সিরহাট, ১৫ নভেম্বর :** একদিন বড়সড়ো বিপদ হবে বলে একটা আশঙ্কা ছিলই। সেটাই শেষপর্যন্ত সত্যি হল।

সেই বাম আমলে সেতুটি তৈরি হয়েছিল। তারপর দু’দশক কেটে গেলেও আর সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। আর সেই লোহার দুর্বল সেতু দিয়ে অবাধে শয়ে-শয়ে ডাম্পার চলত। শনিবার ভোরে পাথরবোঝাই ডাম্পার উঠতেই তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের মানসাই-দেবগ্রাম সড়কের মাঝে থাকা শিল্পী টগর অধিকারী সেতু হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। বাংলার পাশাপাশি অসমের বাসিন্দারাও যাতায়াতে সমস্যায় পড়েছেন। সেতু ভাঙার ঘটনায় বাসিন্দারা প্রশাসনকে কাঠগড়ায় তুলেছেন। সেতু ভাঙার খবর পেয়ে জেলা প্রশাসনের কর্তারা ঘটনাস্থলে আসেন। যাতায়াতে বাসিন্দাদের দুর্ভোগ মেটাতে আপাতত বাঁশের সাঁকো তৈরি করে দেওয়া হবে বলে প্রশাসন আশ্বাস দিয়েছে। তুফানগঞ্জ-২’এর বিডিও অজয়কুমার দণ্ডপাত বলেন, ‘কোনও বাসিন্দা আহত হননি। আপাতত যাতায়াতের জন্য বাঁশের সাঁকো তৈরি করা হবে। আজ থেকে সেই কাজ শুরু করা হয়েছে।’

প্রায় ২৫ বছর আগে মানসাই-দেবগ্রামের সংযোগকারী রাস্তার মাঝে থাকা মরা রায়ডাক নদীর ওপর ৮৫ মিটার দীর্ঘ শিল্পী টগর অধিকারী সেতুটি তৈরি করা হয়েছিল। এরপর সময় গড়ানোর ফাঁকে লোহার সেতুটির পিলারগুলি জলের সংস্পর্শে মরচে ধরে ক্ষয় হয়ে গিয়েছে। পিলারগুলি দুর্বল হচ্ছিল। বাসিন্দারা বারবার সেতু সংস্কারের দাবি তুলেছিলেন। অভিযোগ, তা সত্ত্বেও স্থানীয় রাজনৈতিক মহল ও প্রশাসনের টনক নড়েনি। প্রশাসনের তরফে সেতুতে কোনও সতর্কীকরণ বোর্ড লাগানো হয়নি। এদিন পাথরবোঝাই একটি ডাম্পার উঠতেই সেতুর মাঝের অংশ ভেঙে পড়ে। দুর্ঘটনায় হতাহতের খবর নেই। সেতু ভাঙার খবর ছড়িয়ে পড়তেই বাসিন্দারা সেখানে ভিড় জমান।

সেতু ভাঙার খবর পেয়ে অতিরিক্ত জেলা শাসক জামিল ফতিমা জেবা, মহকুমা শাসক কিংশুক মাইতি, বিডিও, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রমুখ ঘটনাস্থলে আসেন। তুফানগঞ্জ-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শীতলচন্দ্র দাস বলেন, ‘দ্রুত সেতু তৈরির জন্য বিষয়টি জেলা পরিষদ ও পূর্ত দপ্তরের নজরে আনব।’

# বাইক-পিকআপ ভ্যানের ধাক্কা, মৃত ৩

**জলপাইগুড়ি, ১৫ নভেম্বর :** শুক্রবার গভীর রাতে তিস্তা সেতুতে বাইকের সঙ্গে পিকআপ ভ্যানের সংঘর্ষে তিনজনের মৃত্যু হল। মৃতরা হলেন, অভিষেক বর্মন (৩০), গোবিন্দ রাম (৩৩) এবং চঞ্চল দাস (৩১)। তাঁদের মধ্যে চঞ্চলের বাড়ি পুরসভার তিন নম্বর ওয়ার্ডের সেনপাড়া এলাকায়। অভিষেক এবং গোবিন্দ খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ সুকান্তনগর এলাকার বাসিন্দা। মৃতরা তিনজন একই বাইকে ছিলেন। ঘটনার পর চঞ্চল এবং গোবিন্দকে রাতেই ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে মেডিকেল কলেজে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁদের মৃত ঘোষণা করেন। শনিবার সকালে অভিষেকের মৃতদেহ তিস্তা সেতুর নীচে জল থেকে উদ্ধার হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অনুমান পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় সেতু থেকে ছিটকে নদীতে পড়ে গিয়েছিলেন তিনি। যেহেতু ঘটনাস্থলেই দুজনের মৃত্যু হয়েছে সে কারণে ওই বাইকে তৃতীয় ব্যক্তি অভিষেক ছিলেন তা জানতে পারেননি কেউই। ফলে রাতে তাঁর খোঁজও হয়নি।

দুর্ঘটনার কারণ নিয়ে রয়েছে মতপার্থক্য। মৃতের পরিবারের সদস্যদের দাবি বাইকের পেছন থেকে ধাক্কা মেরেছে পিকআপ ভ্যানটি। পুলিশের একটি সূত্র বলছে বাইক এবং পিকআপ ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে। যদি মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়ে থাকে তাহলে বাইকটি ময়নাগুড়ির দিকে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ডিএসপি ট্রাফিক অরিন্দম পাল চৌধুরী বলেন, ‘রাতেই পিকআপ ভ্যানটিকে আটক করা হয়েছে। গাড়ির চালক পলাতক। তাঁর খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে। রাতেই ঘটনাস্থল থেকে দুজনকে উদ্ধার করে মেডিকেল কলেজে নিয়ে গেলে মৃত বলে জানানো হয়। শনিবার সকালে তিস্তা নদী থেকে অপর একজনের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। দুর্ঘটনার কারণ জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে।’

রাস্তার একদিকে পুর এলাকায় চঞ্চলের বাড়ি। রাস্তার অপরদিকে খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ সুকান্তনগরে অভিষেক এবং গোবিন্দর বাড়ি। চঞ্চল পেশায় ইলেক্ট্রিক মিস্ত্রি। অভিষেক একটি বেসরকারি সংস্থায় চাকরি করেন। গোবিন্দর ছোটখাটো ব্যবসা রয়েছে। তিনজন একে অপরের বন্ধু না হলেও একই এলাকার বাসিন্দা হওয়ার সূত্রে তাঁরা একে অপরের পরিচিত। স্থানীয় সূত্রে খবর, শুক্রবার রাত ৯টা পর্যন্ত এঁরা প্রত্যেকেই এলাকায় ছিলেন। কিন্তু তিনজন একই বাইকে কোথায় যাচ্ছিলেন তা কোনও পরিবারই সঠিক বলতে পারছে না। এমনকি এর আগেও এই তিনজনকে একই বাইকে কখনও যেতে দেখেননি এলাকার কেউ। দুর্ঘটনায় তিনজনেরই মৃত্যু হওয়ায় কেউই ঘটনা সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু বলতে পারছেন না।

সামনাসামনি বা পেছন থেকে ধাক্কা যাই হোক না কেন, বাইক এবং পিকআপ ভ্যানটি দ্রুতগতিতে ছিল তা পরিষ্কার অভিষেকের তিস্তা সেতু থেকে ছিটকে নদীতে পড়ার ঘটনায়। পিকআপ ভ্যানের চালক গ্রেপ্তার হলে ঘটনা পরিষ্কার হবে বলে মনে করছে পুলিশ।

চঞ্চলের মামা অসীম সেন বলেন, ‘প্রত্যেকেই একই এলাকার বাসিন্দা। কিন্তু ভাগ্নের সঙ্গে আগে বাকি দুজনকে কখনও সেভাবে মেলামেশা করতে দেখিনি। ফলে তারা একসঙ্গে কোথায় গিয়েছিল সেটাও জানতে পারলাম না।’ অভিষেকের কাকা দীনেশ ঠাকুর বলেন, ‘আমার ভাইপো বেসরকারি সংস্থায় কাজ করত। সেই সূত্রে মাঝেমধ্যে ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়িতে যেত। গত দু’দিন ধরে বাড়ি থেকেই অফিসের কাজকর্ম করছিল। রাতে কেন বাইক নিয়ে তিনজন বের হল তা আমরা কেউই জানি না।’

ঘটনার খবর পেয়ে এদিন মৃতদের পরিবারের সদস্যদের সমবেদনা জানাতে নিহতদের বাড়িতে গিয়েছিলেন খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মনোজ ঘোষ। মর্গে এসে মৃতের পরিজনদের সঙ্গে কথা বলে শ্মশানে যাতে নিখরচায় সৎকার হয় তার ব্যবস্থা করেন জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়।

## কিশোরের মৃত্যু

**নকশালবাড়ি, ১৫ নভেম্বর :** নদীতে স্নান করতে গিয়ে ডুবে মৃত্যু হল এক কিশোরের শনিবার পানিঘাটা এলাকার ঘটনা। দক্ষ ছেত্রী (১৩) নামে ওই কিশোর শালুগাড়া এলাকার বাসিন্দা। পানিঘাটায় আত্মীয়ের বাড়িতে থেকে একটি বেসরকারি স্কুলে পড়াশোনা করত সে। স্কুল ছুটির পর বন্ধুদের সঙ্গে বালাসনে স্নান করতে গিয়ে ডুবে যায়। তড়িঘড়ি ওই কিশোরকে উদ্ধার করে নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

## পুজো শুরু

**বাগডোগরা, ১৫ নভেম্বর :** ১৭ নভেম্বর থেকে বাগডোগরার এয়ারপোর্ট মোড় সংলগ্ন আয়াপ্পা মন্দিরে মণ্ডলাপুজো এবং মকরাভিলাক্কুপুজো মরশুম শুরু হতে চলেছে। ১৪ জানুয়ারি পর্যন্ত পুজো চলবে।

# ডাবগ্রাম-২ পঞ্চায়েতে বেহাল নালা, রাস্তা

**অমিত রায় ও অমর সরকার**

**শিলিগুড়ি, ১৫ নভেম্বর :** শিলিগুড়ি শহর লাগোয়া ডাবগ্রাম-২ অঞ্চলের ফকদইবাড়ি এলাকার নিকাশিনালার অবস্থা বেহাল। জল জমায় নাজেহাল এলাকাবাসী। প্রতিনিয়ত ছড়াচ্ছে দুর্গন্ধ। বাড়ছে মশার উপদ্রব। আবর্জনা ফেলার নির্দিষ্ট জায়গা নেই। পাশাপাশি, নিয়মিত নালা পরিষ্কার না করায় সমস্যা আরও বেড়েছে। অল্প বৃষ্টিতে নর্দমা ভরে যায়। জল, আবর্জনা ভেসে ওঠে রাস্তায়। ঢুকে যায় বসতবাড়িতে।

অভিযোগের মুখে বিজেপির গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মিতালি মালাকার বলেন, বিষয়টি তাঁর জানা। ভাগাড় তৈরির পরিকাঠামো নেই বলে আবর্জনা ফেলার ব্যবস্থা করতে পারছে না পঞ্চায়েত। এই নিয়ে দ্রুত পদক্ষেপ করবেন। তাঁর প্রতিশ্রুতি, নাগরিক সচেতনতা বাড়াতে অভিযানের বন্দোবস্ত করবেন। একসুরে এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য গোবিন্দ দাসের বক্তব্য, ‘সমস্যা সমাধানে সবরকম ব্যবস্থা করব। মানুষকে আরও সচেতন করব যাতে নর্দমায় আবর্জনা না ফেলেন।’

স্থানীয় বাসিন্দা নীলিমা রায়ের বক্তব্য, ‘আমরা দীর্ঘদিন সমস্যায় আছি। মশার উপদ্রব, নিকাশিনালার দুর্গন্ধে টেকা যাচ্ছে না। পঞ্চায়েত প্রধানকে জানিয়ে লাভ হয়নি।’ এলাকাবাসী সহদেব হালদার বলেন, ‘দ্রুত সমস্যার সমাধান না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হব।’

এদিকে, সড়কের চূড়ান্ত বেহাল দশা ঠাকুরনগর এলাকায়। স্থানীয়দের অভিযোগ, তিন দশক রাস্তা সংস্কার হয়নি। ফলে ভোগান্তির শেষ নেই। একে কাঁচা রাস্তা। তার ওপর নিকাশিনালার জমা জল পেরিয়েই যাতায়াত করতে হচ্ছে মানুষকে। পঞ্চায়েত প্রধান মিতালি সমস্যার কথা স্বীকার করলেও জানান, আর্থিক অনটনের জেরে কাজ করা যাচ্ছে না। তাঁর বক্তব্য, ‘হাতে টাকা না থাকায় সংস্কার করা যাচ্ছে না।’ তাঁর সংযোজন, ‘আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান প্রকল্পে এই রাস্তা সংস্কারে বরাদ্দ ধরা রয়েছে।’

ঠাকুরনগর এলাকায় কয়েক হাজার মানুষের বাস। গ্রাম থেকে ইস্টার্ন বাইপাসে ওঠার জন্য বাসিন্দাদের এই বেহাল রাস্তার ওপর নির্ভর করতে হয়। এলাকাবাসীর অভিযোগ, বহুবার গ্রাম পঞ্চায়েতে এবিষয়ে জানানোর পরেও আশ্বাস ছাড়া কিছুই মেলেনি। বহু বছর ধরে রাস্তা এভাবে পড়ে রয়েছে। এলাকাবাসী থেকে পঞ্চায়েত বোর্ডের প্রধান এখন আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান প্রকল্পের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন।

স্কুল পড়ুয়া রাজ বিশ্বাসের বক্তব্য, ‘যাতায়াতে সমস্যা হয়। বর্ষায় জলকাদায় ভরে থাকে। গরমকালে ধুলো ওড়ে। স্কুলে যেতে কষ্ট হয়।’ ঠাকুরনগর এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য অবিনাশ রায় বলেন, ‘দীর্ঘদিন রাস্তার এই অবস্থা। দীর্ঘদিন সংস্কার হয়নি। পঞ্চায়েতের বোর্ডসভায় রাস্তা নিয়ে আলোচনা করেছি। ফল মেলেনি।’

*ঠাকুরনগরে বেহাল রাস্তা। (নীচে) ফকদইবাড়িতে নর্দমায় আবর্জনা।*

প্রকল্পই হয়নি, স্বপনের বিরুদ্ধে নতুন অভিযোগ মণিপুরের সংস্থার

# মউ স্বাক্ষরে কাটমানি ৫০ লক্ষ

**মালবাজার, ১৫ নভেম্বর :** এবার মণিপুরের এক ঠিকাদারি সংস্থার থেকে কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ উঠল মালবাজার পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপন সাহার বিরুদ্ধে। মালবাজার শহরের উন্নয়নের জন্য ৬০০ কোটি টাকার প্রকল্পের মউ স্বাক্ষর হয়েছিল ওই সংস্থার সঙ্গে পুরসভার। তবে, সেই কাজের একটিও হয়নি শহরে। সংস্থার কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, কাজ শুরুর আগেই বরাত দেওয়ার সময় পুর চেয়ারম্যান ৫০ লক্ষ টাকা দাবি করেছিলেন। সেই টাকা তাঁকে দেওয়াও হয়েছিল।

স্বপনের দাবি, সেই চুক্তি আগেই বাতিল করে সংস্থাকে জানানো হয়েছিল। কাটমানির অভিযোগ সম্পূর্ণ ষড়যন্ত্র বলে দাবি করেছেন স্বপন। তবে, এতবড় বরাত দেওয়ার আগে পুরসভার বোর্ড মিটিংয়ে রেজোলিউশন নেওয়া, অর্থ দপ্তরের কাছে তা অনুমোদনের জন্য পাঠানো- এসব ব্যাপারে কোনও কথাই বলতে চাননি স্বপন।

সূত্রের খবর, দু'পক্ষের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনার ভিত্তিতে মাল শহরে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের জন্য প্রস্তাব দিয়েছিল মণিপুর স্টেট কোঅপারেটিভ ইউনিয়ন টেকনিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং সেল। সেই প্রস্তাবের ভিত্তিতে পুরসভার তৎকালীন চেয়ারম্যান স্বপন সাহা আগ্রহ প্রকাশ করেন। ২০২২ সালের ৩০ মে ইম্ফলের ওই সংস্থার কাছে ই-মেল করে পুরসভার তরফে সবুজসংকেত দেওয়া হয়। সেখানে বলা হয়, পুরসভার বোর্ড মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ওই সংস্থাকে শহরে পানীয় জলের আম্রুত প্রকল্প, বাংলার বাড়ি, সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট, গ্রিন সিটি মিশনের কাজের পাশাপাশি শহর ও সংলগ্ন এলাকায় রোপওয়ে সহ ইকো ট্যুরিজম সেন্টার, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র, মার্কেট কমপ্লেক্স, ১৫০০ আসনের অডিটোরিয়াম, সুইমিং পুল সহ ইন্ডোর স্টেডিয়াম নির্মাণের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। এই সমস্ত কাজের বাস্তবায়নের জন্য নোডাল এজেন্সি হিসাবে কাজ করবে তারা। প্রায় ৬০০ কোটি টাকার কাজের বরাত দেওয়া হয় তাদের।

মউ স্বাক্ষর হওয়ার দিন। মাল পুরসভায়।

২০২২ সালের ১২ সেপ্টেম্বর পুরসভার অন্যান্য কাউন্সিলারদের অজান্তেই মণিপুরের সংস্থার সঙ্গে মউ স্বাক্ষর হয় পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপন সাহা এবং এজেন্সির প্রোজেক্ট ডিরেক্টর আরকে রাজেন সিংয়ের মধ্যে। সংস্থার প্রোজেক্ট ডিরেক্টরের অভিযোগ, '৬০০ কোটি টাকার কাজের বিনিময়ে ৫০ লক্ষ টাকার কাটমানি দাবি করেছিলেন চেয়ারম্যান। সেইমতো তাঁকে টাকা মেটানো হয়েছিল। তবে কাজের কাজ কিছুই হয়নি।'

সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, ওইদিন পুরসভার চেয়ারম্যানের কক্ষে মউ স্বাক্ষর হয়েছিল। সেখানে সংস্থার তরফে রাজেন সিং এবং পুরসভা তরফে চেয়ারম্যান সই করেন। তাৎপর্যপূর্ণভাবে সেখানে সাক্ষী হিসাবে স্বাক্ষর ছিল একমাত্র কাউন্সিলার সুরজিৎ দেবনাথের। ২০২৩ সালের ১৬ অক্টোবর পুরসভায় বেশকিছু প্রকল্পের ডিপিআর জমা করেন রাজেন সিং। যার মধ্যে ছিল কমিউনিটি হল, মার্কেট কমপ্লেক্স, বাংলার বাড়ি সহ কিছু প্রকল্প।

> **কী অভিযোগ**
>
> - ২০২২ সালের ১২ সেপ্টেম্বর পুরসভার অন্য কাউন্সিলারদের অজান্তেই মণিপুরের সংস্থার সঙ্গে মউ স্বাক্ষর হয়
> - প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপন সাহা এবং এজেন্সির প্রোজেক্ট ডিরেক্টর আরকে রাজেন সিংয়ের মধ্যে হয় চুক্তিটি
> - প্রোজেক্ট ডিরেক্টরের অভিযোগ, ৬০০ কোটি টাকার কাজের বিনিময়ে ৫০ লক্ষ টাকার কাটমানি দাবি করেছিলেন চেয়ারম্যান
> - স্বপনের দাবি, কাটমানির অভিযোগ সম্পূর্ণ ষড়যন্ত্র

পুরকর্মী থেকে আধিকারিকদের ধারণা, কাটমানির তত্ত্ব সঠিক হলে সুরজিৎ দেবনাথও এর সঙ্গে জড়িত। সুরজিতের দাবি, 'রাজেন নিজেই উদ্যোগ ও দায়িত্ব নিয়ে পুরসভায় এসেছিলেন। তবে, তিনি কোনও কাজ করেননি।' সুরজিতের আরও বক্তব্য, 'উন্নয়নের কাজে আমি সর্বদা এগিয়ে থাকার চেষ্টা করি। তৎকালীন চেয়ারম্যানের নির্দেশেই আমি ওই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলাম। কোনও কাটমানি নেওয়ার প্রশ্নই নেই।'

২০২৫-'২৬ আর্থিক বছরের শিলিগুড়ি পুরনিগমের বাজেট ছিল প্রায় ৬৮৫ কোটি টাকা। সেখানে ই-ক্যাটিগোরির পুরসভা মালবাজারে ১৫টি প্রকল্পে ৬০০ কোটি টাকার পরিকল্পনা প্রকাশ্যে আসায় শোরগোল পড়েছে। পুরসভার আধিকারিকরাই জানাচ্ছেন, ইকো ট্যুরিজম সেন্টার, রোপওয়ে, অডিটোরিয়াম, সুইমিং পুল, ইন্ডোর স্টেডিয়াম নির্মাণের জন্য প্রয়োজন যে বিশাল পরিমাণ জমি প্রয়োজন সেই জমি মাল পুরসভার হাতে নেই। জেলা পরিষদের জমি, চা বাগান, রেল এবং সেনাবাহিনীর জমি দিয়ে ঘেরা এই শহর। সেখানে শহরের এলাকার বৃদ্ধি করতে যথেষ্ট কাঠখড় পোড়াতে হবে পুর প্রশাসনকে। ফলে এই সমস্ত প্রকল্প কতটা বাস্তবসম্মত, সেটাই এখন কোটি টাকার প্রশ্ন।

পুরসভার তৎকালীন ভাইস চেয়ারম্যান এবং বর্তমান চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি বলেছেন, 'এমন চুক্তির কোনও আলোচনা বোর্ড মিটিংয়ে হয়নি। যা হয়েছিল সবটাই আমাদের অন্ধকারে রেখে।'

শনিবার বিকেলে কোচবিহার রাসমেলায় উপচে পড়া ভিড়। ছবি : জয়দেব দাস

# রাস্তা মেরামতে নারাজ এজেন্সি

## জমেছে বকেয়ার পাহাড়

**রণজিৎ ঘোষ**

**শিলিগুড়ি, ১৫ নভেম্বর :** ভূগর্ভস্থ বিদ্যুতের কেবল পাতার পর রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা রাস্তাগুলি পুরনিগম ও পূর্ত দপ্তরকে হস্তান্তর করে দিয়েছে। কিন্তু তার এক-দেড় মাস পরেও শহরের কোনও রাস্তা মেরামত হয়নি। কিন্তু কেন এই পরিস্থিতি? জানা গিয়েছে, পুরনিগমে বকেয়ার পাহাড় জমে যাওয়ায় বেশিরভাগ এজেন্সি কাজ করতে চাইছে না। কাজ করে টাকা না পাওয়ায় এজেন্সিগুলি নিজে থেকে আর টাকা লগ্নি করতে চাইছে না। অন্যদিকে, পূর্ত দপ্তরের হাতে থাকা রাস্তাগুলি দ্রুত মেরামত হবে বলে দাবি করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা মাটির তলা দিয়ে নিয়ে যেতে গত বছরের ডিসেম্বর মাস থেকে বিভিন্ন ওয়ার্ডের রাস্তা খুঁড়ে ভূগর্ভস্থ কেবল বসানোর কাজ শুরু হয়েছে। আর এর জেরেই শহরের হিলকার্ট রোড, সেবক রোড, বিধান রোডের মতো ব্যস্ততম রাস্তাগুলির পাশাপাশি বেশকিছু ওয়ার্ডের রাস্তা কার্যত চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। রাস্তার দু'পাশ দিয়ে পিচের রাস্তা ভেঙে রয়েছে, কিছুটা দূরে দূরে মাঝ বরাবর রাস্তা কেটে কেবল পাতায় সেগুলি ভেঙে গিয়েছে। ফলে টোটো, অটো, রিকশা তো বটেই মোটরবাইক নিয়ে এবং হেঁটে চলাচলেও সমস্যা হচ্ছে।

শনিবার শহরের আপার ভানুনগর, লোয়ার ভানুনগর, হায়দরপাড়া, কলেজপাড়া, সুভাষপল্লি, বাগরাকোটের মতো বিভিন্ন এলাকা ঘুরে গোটা রাস্তায় ধুলো উড়তে দেখা গিয়েছে। বড় বড় গর্ত হয়ে গাড়ির চাকা বসে যাচ্ছে। আপার ভানুনগরের বাসিন্দা সন্দীপ ছেত্রী বললেন, 'পুজোর আগে থেকে এভাবে রাস্তাগুলি খুঁড়ে রেখে দেওয়া হয়েছে। মাঝেমধ্যেই দুর্ঘটনা ঘটছে। টোটো উলটে যাচ্ছে।' বাগরাকোটের বেবি পাসোয়ানেরও একই বক্তব্য। তিনি বললেন, 'সারাদিন শুধু ধুলো উড়ছে। ভাঙা রাস্তায় ভীষণ সমস্যা হচ্ছে।'

> **সাধারণের দুর্ভোগ**
>
> - ভূগর্ভস্থ বিদ্যুতের কেবল পাতার পর বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা রাস্তাগুলি পুরনিগম ও পূর্ত দপ্তরকে হস্তান্তর করেছে
> - কিন্তু তার এক-দেড় মাস পরেও শহরের কোনও রাস্তা মেরামত হয়নি, বকেয়া না মেলায় কাজে অরাজি বিভিন্ন এজেন্সি
> - কাজ করে টাকা না পাওয়ায় এজেন্সিগুলি নিজে থেকে আর টাকা লগ্নি করতে চাইছে না
> - ধাপে ধাপে টাকা মেটানো হচ্ছে বলে মেয়র জানিয়েছেন, পূর্ত দপ্তরের হাতে থাকা রাস্তাগুলি দ্রুত মেরামত হবে বলে দাবি

বিষয়টি নিয়ে বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার শিলিগুড়ির কর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। রাস্তাগুলি ইতিমধ্যেই পুরনিগম এবং পূর্ত দপ্তরকে হস্তান্তর করে দেওয়া হয়েছে বলে তাঁরা জানিয়েছেন। রাস্তা মেরামতির জন্য ইতিমধ্যেই সংস্থার তরফে ৫০ শতাংশ টাকাও দিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাকি টাকা ৩০ নভেম্বরের মধ্যে মিটিয়ে দেওয়া হবে। অর্থাৎ রাস্তা হস্তান্তর করে চুক্তি মতো সেগুলি মেরামতির টাকাও সংস্থা দিয়ে দিয়েছে। তার পরেও কেন রাস্তাগুলি মেরামত হচ্ছে না? খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে, পুরনিগম থেকে এই কাজগুলির জন্য টেন্ডার ডাকা হয়েছিল। কিন্তু সেভাবে টেন্ডারে কেউ সাড়া দেয়নি। ফলে কয়েকটি রাস্তার টেন্ডার হয়ে থাকলেও বাকিগুলি ঝুলে রয়েছে। ঠিকাদাররা জানাচ্ছেন, গত কয়েক বছরে পুরনিগমের হাতে থাকা রাস্তা তৈরি এবং মেরামতির কাজ করে প্রতিটি এজেন্সিরই কোটি কোটি টাকা বকেয়া পড়ে রয়েছে। এক কোটি টাকার কাজে হয়তো ১০ লক্ষ টাকা দিয়ে গোটা কাজ করে দিতে বলা হচ্ছে। কিন্তু পরবর্তীতে আর টাকা আসছে না। তাই নতুন কোনও এজেন্সি কাজ নিতে চাইছে না।

কয়েকদিন আগে মেয়র এজেন্সিগুলির সঙ্গে বৈঠক করে রাস্তা মেরামতির কাজগুলি করতে বলেছেন। কিন্তু টাকা না দিলে কেউ কাজ নেবেন না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন। ফলে পুরো কাজই আটকে রয়েছে। মেয়র গৌতম দেব অবশ্য বলেছেন, 'বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা টাকা দিয়েছে। সেই টাকায় টেন্ডার হয়েছে। শীঘ্রই কাজ শুরু হয়ে যাবে।' এজেন্সিগুলির কোটি কোটি টাকা বকেয়া প্রসঙ্গে মেয়রের বক্তব্য, 'ধাপে ধাপে বকেয়া মেটানো হচ্ছে।'

অন্যদিকে হিলকার্ট রোড, সেবক রোডের মতো বড় রাস্তাগুলির সংস্কারের জন্য পূর্ত দপ্তরকে বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা প্রায় চার কোটি টাকা দিয়েছে। পাশাপাশি পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের টাকাও এসেছে। কিন্তু তার পরেও কাজ শুরু হয়নি। ডিসেম্বরের মধ্যে সমস্ত রাস্তা মেরামত হয়ে যাবে বলে দপ্তর অবশ্য জানিয়েছে।

## ঘুঁটি সাজাতে তুফানগঞ্জে আসছেন অভিষেক

**তুফানগঞ্জ, ১৫ নভেম্বর :** রাজনীতিতে তুফানগঞ্জের ছবিটা এখন অনেকটাই অন্যরকম। কোচবিহারের অন্য অংশে শাসকদলের পাল্লা যথেষ্ট ভারী হলেও তুফানগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র এখনও বিজেপির শক্ত ঘাঁটি হিসেবেই পরিচিত। জেলাজুড়ে রাজনৈতিক পালাবদলের খেলায় বিরোধী দলের বহু নেতা-কর্মী শাসকদলে যোগ দিলেও তুফানগঞ্জ যেন তার ব্যতিক্রম। কারণ, বিজেপির দখলে থাকা গ্রাম পঞ্চায়েত দখল নিতে রীতিমতো বেগ পেতে হয়েছে তৃণমূলকে। বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে সংগঠনে নতুন উদ্দীপনা ফেরানোই এখন তৃণমূলের প্রধান চ্যালেঞ্জ। আর এই পরিস্থিতিতে তুফানগঞ্জে রাজনৈতিক প্রচারের ঝড় তুলতে আসছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

কেন হঠাৎ তাঁর তুফানগঞ্জ সফর? এনিয়ে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর জল্পনা। সূত্রের খবর, সম্প্রতি এসআইআর সহ একাধিক ইস্যুতে সংগঠনের ভিতরে অস্বস্তি দেখা দিয়েছে। জেলা থেকে ব্লক, বিভিন্ন স্তরে রদবদল হয়েছে নেতৃত্বে। ক্ষোভ-অভিমানের কথা পৌঁছে গিয়েছে অভিষেকের কাছেও।

সেই কারণেই জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতেই তাঁর এই সফর। আর কোচবিহার সফরে প্রথমেই তিনি বেছে নিয়েছেন তুফানগঞ্জকে।

দলীয় সূত্রে খবর, আগামী ২৫ নভেম্বর তুফানগঞ্জ এসএসএ ময়দানে জনসভায় বক্তব্য রাখতে পারেন অভিষেক। তাঁর সফরসূচি অনুযায়ী, ২৪ নভেম্বর মাথাভাঙ্গায় রোড শো সারবেন তিনি। রাতে কোচবিহারে থেকে পরদিন তুফানগঞ্জের সভায় যোগ দেবেন। প্রশাসন ইতিমধ্যেই নিরাপত্তার প্রস্তুতি শুরু করেছে। যদিও সভার উদ্দেশ্য নিয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলতে চাননি তৃণমূলের জেলা চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন। তাঁর কথায়, 'চূড়ান্ত সূচি এখনও আসেনি। তাই যা বলার জেলা সভাপতিই জানাবেন।'

উল্লেখ্য, গত বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যজুড়ে সবুজ ঝড়ের দেখা মিললেও তুফানগঞ্জে তার উলটো চিত্র। শাসকদলের প্রার্থী বিজেপির মালতী রাভা রায়ের কাছে প্রায় ৩১ হাজার ভোটে হেরে যান। যার মধ্যে তুফানগঞ্জ শহর অনেকটাই এগিয়ে রাখে বিজেপিকে। এরপর জেলার বহু গ্রাম পঞ্চায়েত তৃণমূলের দখলে গেলেও তুফানগঞ্জে বিজেপির আধিপত্য অটুট থাকে। বর্তমানে এখানকার ১৫টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে এখনও কয়েকটি বিজেপির নিয়ন্ত্রণেই। আর কয়েক মাস বাদেই বিধানসভা নির্বাচন। এমন অবস্থায় পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান ও ব্লক নেতৃত্বে পরিবর্তনের প্রভাব যাতে সংগঠনে না পড়ে, সে লক্ষ্যেই অভিষেকের সফর বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

## আঁকা প্রতিযোগিতা

**বাগডোগরা, ১৫ নভেম্বর :** শিবমন্দিরে শনিবার আঁকা প্রতিযোগিতার আয়োজন করে স্থানীয় একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। সংগঠনের সহ সভাপতি রাখি চৌধুরী জানান, প্রায় ৪০ জন ওই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি কিংশুক দাস, সম্পাদক মিত্রাদেব রায়।

চর্চা অজয়কে নিয়েও

# অনীতের নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন পাহাড়ে

**শিলিগুড়ি, ১৫ নভেম্বর :** বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) আবহে পাহাড়ে নাগরিকত্ব নিয়ে কাঁদা ছোড়াছুড়ি শুরু হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা নেপাল এবং ভারত-দুই দেশেরই নাগরিক। ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্টের (আইজিজেএফ) আহ্বায়ক অজয় এডওয়ার্ড সত্য উদ্ঘাটনের দাবি তুলেছেন। অনীত অবশ্য সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়ে বলছেন, 'যাঁদের কোনও কাজ নেই তাঁরাই এসব অভিযোগ তুলে সংবাদমাধ্যমের নজরে আসতে চাইছেন।'

**দার্জিলিং**

অন্যদিকে, অজয়ের নাগরিকত্ব নিয়েও চর্চা শুরু হয়েছে পাহাড়ে। অনীতের পার্টি ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার মুখপাত্র শক্তিপ্রসাদ শর্মা শনিবার ফেসবুকে অজয় এডওয়ার্ডের নেপালের নাগরিকত্বের একটি পরিচয়পত্র পোস্ট করেছেন। যদিও আইজিজেএফ নেতা এনবি খাওয়াসের দাবি, 'অজয়ের যে পরিচয়পত্র পোস্ট করা হয়েছে, সেটা ফোটোশপে এডিট করা ছবি। ভুয়ো। অনীতের দ্বৈত নাগরিকত্ব নিয়ে তো ভারত সরকার তদন্ত করিয়েছিল। সেই রিপোর্ট প্রকাশ্যে আনা হোক।'

এ প্রসঙ্গে শক্তিপ্রসাদ বলেছেন, 'অজয় অনীতের বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। বাস্তবে অনীত থাপার পরিবার মংপুর আদি বাসিন্দা। অনীত কার্সিয়াংয়ে থাকলেও পরিবারের অনেকেই এখনও মংপুতে থাকেন। কাজেই তাঁর পরিবার নিয়ে এসব আজগুবি প্রশ্ন তোলার কোনও মানে হয় না।'

অনীতের দ্বৈত নাগরিকত্ব নিয়ে এর আগেও প্রশ্ন উঠেছিল। বিমল গুরুংয়ের নেতৃত্বে পাহাড়ে আন্দোলন যখন তুঙ্গে, সেই সময় বিভিন্ন ধারায় অনীত সহ অন্য নেতা-নেত্রীদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছিল। সেই সময়ই অভিযোগ ওঠে, অনীত আদতে নেপালের নাগরিক। এই অভিযোগ নিয়ে এরপর প্রশাসনিক স্তরে খোঁজখবর শুরু হয়। ২০১৭ সালে রাজ্য সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে অনীতরা পাহাড়ের শাসনক্ষমতায় বসার পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক থেকে অনীতের নাগরিকত্ব নিয়ে দার্জিলিং জেলা প্রশাসনের কাছে তথ্য চেয়ে পাঠানো হয়। ২০১৮ সালের মাঝামাঝি জেলা প্রশাসন ঘটনার তদন্ত করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সহ অন্য জায়গায় রিপোর্ট পাঠিয়েছে।

২০২৩ সালে দার্জিলিংয়ের ফিনজো ওয়াংগেল গুরুং নামে এক বাসিন্দা অনীতের দ্বৈত নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলে তথ্য জানার অধিকার আইনে দার্জিলিং জেলা প্রশাসনের কাছে আবেদন করেছিলেন। এর জবাবে জেলা প্রশাসন আবেদনকারীকে চিঠির জবাব দিয়ে জানায়, এই সংক্রান্ত বিষয়ে তদন্ত রিপোর্ট স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এবং রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের কাছে পাঠানো হয়েছে। এই রিপোর্টে অনেক ব্যক্তিগত তথ্য রয়েছে। আইন অনুযায়ী, ব্যক্তিগত তথ্য গোপন রাখা হয়। এসআইআর শুরুর পর ফের অনীতের দ্বৈত নাগরিকত্ব নিয়ে অভিযোগ উঠছে। সমাজমাধ্যমজুড়ে অনীতের নাগরিকত্ব নিয়ে চর্চা চলছে। বলা হচ্ছে, ভারতীয় সংবিধান দ্বৈত নাগরিকত্বকে মান্যতা দেয় না। কিন্তু পাহাড়ের শাসনক্ষমতার শীর্ষে থাকা অনীতের নাগরিকত্ব নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে প্রশ্ন রয়েছে। সত্যটা প্রকাশ্যে আনা হোক। এ প্রসঙ্গে অনীতের সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া, 'আমার নাগরিকত্ব নিয়ে আগেও তদন্ত হয়েছে। নতুন করে কিছু বলার নেই। এডওয়ার্ডের বিষয়টি খতিয়ে দেখা হোক।'

পরিশ্রমের ফল।। গয়েরকাটায় ছবিটি তুলেছেন বনশ্রী বাড়ুই।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

## বিরসা জন্মজয়ন্তী

**উত্তরবঙ্গ ব্যুরো**

**১৫ নভেম্বর :** বিরসা মুন্ডার জন্মজয়ন্তী পালিত হল। শনিবার দুটি ব্লকের এই অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় ঘোষপুকুরের কমলা চা বাগান মাঠে। অনুষ্ঠানে এসজেডিএ-র সিইও অর্চনা ওয়াংখেড়ে আদিবাসী নৃত্যে পা মিলিয়েছেন। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, সহকারী সভাধিপতি রোমা রেশমি এক্কা সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

মহকুমা পরিষদের উদ্যোগে খড়িবাড়ির ডুমুরিয়া মোড়ে বিরসা মুন্ডার পূর্ণাবয়ব মূর্তি স্থাপন করা হয়। শনিবার বিকেলে মূর্তি উন্মোচন করেন সভাধিপতি অরুণ ঘোষ। এদিকে খড়িবাড়ির ফুলবাড়ি চা বাগানে মূর্তি উন্মোচন করলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট।

অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে শনিবার খড়িবাড়ি শচীন্দ্রচন্দ্র চা বাগানে জয় জোহরমেলার আয়োজন করা হয়। মেলার উদ্বোধন করেন খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রত্না রায় সিংহ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খড়িবাড়ির বিডিও দীপ্তি সাউ প্রমুখ।

অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদের উদ্যোগে শনিবার দেবীঝোরা এলাকার বিরসা মুন্ডা চকে বিরসা মুন্ডার জন্মদিন উদযাপন করা হয়।

## শিশু দিবসের অনুষ্ঠান

**বাগডোগরা, ১৫ নভেম্বর :** গোঁসাইপুর নেমারুজোত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শনিবার শিশু দিবস এবং বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিন পড়ুয়াদের বাগডোগরা লায়ন্স ক্লাবের তরফে পিটি পোশাক দেওয়া হয়। প্রত্যেক পড়ুয়াকে জুতো ও মোজা উপহার দেন স্থানীয় প্রসূন ঘোষ। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি পড়ুয়ারা বৃক্ষরোপণ করে এবং সবুজায়ন নিয়ে নৃত্যনাট্য পরিবেশন করে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন এসজেডিএ-র চেয়ারম্যান দিলীপ দুগার, প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ চেয়ারম্যান দিলীপ রায়, অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক চিরঞ্জিত ঘোষ, এআই অফ স্কুল জুনাস কেরকেট্টা, সমাজসেবী রবি দেবনাথ প্রমুখ।

## বারলার এলাকায় এলেও বাড়ি গেলেন না বিমল

**গোপাল মণ্ডল**

**বানারহাট, ১৫ নভেম্বর :** বন্যা পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত চা শ্রমিকদের ত্রাণ দিতে তিনি এলেন জন বারলার এলাকায়। কিন্তু বারলার বাড়ি ঢুকলেন না গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সভাপতি বিমল গুরুং। অথচ একসময় এই দুই নেতা মিলে ডুয়ার্সে জোট বেঁধে ভোটে লড়েছিলেন। এদিন এতটা কাছে এসেও বারলার বাড়ি না যাওয়ায় দুই নেতার সম্পর্কে দূরত্ব এসেছে বলেই মনে করা হচ্ছে। ভোটের আগে বিমল গুরুং ব্যস্ততার অজুহাত দেখিয়ে বারলার সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখলেন গোর্খা নেতা।

শনিবার বিকেলে বানারহাটের লক্ষ্মীপাড়া চা বাগানের প্রেমনগরের বাসিন্দাদের চাল-ডাল সহ খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করতে এসেছিলেন বিমল। পাশেই রয়েছে জন বারলার বাড়ি। তবে তাঁর বাড়িতে যাননি তিনি। বারলার বাড়ির সামনে দিয়ে ফেরার পথে বাড়ির সামনে সস্ত্রীক দাঁড়িয়ে থাকা বারলাকে দেখে গাড়িতে বসেই কয়েক মিনিট কথা বলে চলে যান।

একসময় বারলা বিমলের সঙ্গে জোট বেঁধে পঞ্চায়েত ভোট লড়েছেন ডুয়ার্সে। এমনকি ২০২৩ সালেও বিমল জনের বাড়িতে এসে দেখা করে যান।

বিমল গুরুং বললেন, 'এদিন বন্যা পরিস্থিতির জেরে দুর্গতদের পাশে দাঁড়াতে এসেছিলাম। কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নয়।' সক্রিয় ভোট রাজনীতিতে থাকছেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার এই নেতা। আগামী বছর

> এদিন বন্যা পরিস্থিতির জেরে দুর্গতদের পাশে দাঁড়াতে এসেছিলাম। কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নয়।
>
> **বিমল গুরুং**
> *সভাপতি, গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা*

বিধানসভা নির্বাচনে তিনি অংশ নেবেন। তবে সরাসরি প্রার্থী দেবেন নাকি কোনও রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করবেন, সেই বিষয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেননি বলেই জানালেন গুরুং। এই বিষয়ে পরে চিন্তাভাবনা করবেন তিনি।

# পর্যটক আকর্ষণের তরিবাড়িতে সমস্যা অনেক

**শমিদীপ দত্ত**

**শিলিগুড়ি, ১৫ নভেম্বর :** অনেকে শহরের ভিড় থেকে নিষ্কৃতি পেতে শান্ত ও নিরিবিলি পরিবেশের খোঁজ করেন। শহরের কাছাকাছি এরকমই একটি জায়গা হল তরিবাড়ি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই জায়গাটিরও ছবি বদলেছে। সেই সঙ্গে বেড়েছে পর্যটকদের আনাগোনা। অনেকে এখানে একরাত থাকার জন্য জায়গার খোঁজ করেন। অতিরিক্ত আয়ের আশায় স্থানীয়দের মধ্যে অনেকে ঘরভাড়া দিচ্ছেন। তবে পর্যটকদের প্রয়োজনীয় জলের জোগান দিতে রীতিমতো হিমসিম খাচ্ছেন তাঁরা। শুধু পর্যটক নয়, নিজেদের জন্য জলের ব্যবস্থা করতেও তাঁদের যথেষ্ট দুর্ভোগ পোহাতে হয়। জলের সমস্যার পাশাপাশি নিকাশি ব্যবস্থা ও পথবাতির সমস্যাও রয়েছে।

উপযুক্ত নিকাশি ব্যবস্থা না থাকায় বর্ষাকালে এলাকার একাধিক বাড়িতে জল ঢুকে যায়। এলাকাবাসীর অভিযোগ, আর্থসামাজিক দিক দিয়ে এই এলাকা আগের থেকে উন্নত হলেও পানীয় জলের অভাব ও নিকাশি ব্যবস্থার সমস্যা যেন এলাকাটিকে পেছনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

পানীয় জল, নিকাশি নালার সমস্যায় জেরবার তরিবাড়ি।

ডাবগ্রাম (১) গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান অভিরাম সাইবো এবিষয়ে বলেন, 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান ও গ্রাম পঞ্চায়েতের বরাদ্দ অর্থ দিয়ে আমরা এই এলাকার কিছু সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নিয়েছি। আশা করছি, দ্রুত সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারব।'

তরিবাড়ির বাসিন্দারা একসময় চাষাবাদ করলেও বৌদ্ধ গুম্ফা ও বেঙ্গল সাফারি তৈরি হওয়ার পর থেকে পর্যটকদের আনাগোনা বৃদ্ধি পেয়েছে। এর প্রভাব স্থানীয়দের জীবনযাত্রাতেও পড়েছে। স্থানীয়দের একাংশ বর্তমানে রেস্টুরেন্ট ও ক্যাফে চালু করেছেন। স্থানীয় বাসিন্দা অখিল থাপার কথায়, 'অনেকে ঘুরতে এসে এক রাত থাকতে চান। তাঁদের কথা মাথায় রেখে হাজার থেকে দেড় হাজার টাকার মধ্যে আমরা ঘরভাড়া দিই। কিন্তু পর্যটকদের জন্য জলের ব্যবস্থা কীভাবে করব সেকথা ভাবলে চিন্তা হয়।'

স্থানীয়রা জানান, এলাকায় জলের কোনও ট্যাংক না থাকায় বাড়ির কুয়ো থেকে জল সংগ্রহ করতে হয়। যদিও সেই জলে আয়রন থাকায় তা ঘরের কাজে ব্যবহার করা হয়। অনেকে বাইরে থেকে পানীয় জল কিনে আনেন। কিন্তু এলাকার সবার পক্ষে জল কিনে খাওয়া সম্ভব নয়। রেস্টুরেন্টগুলিতে পর্যটকদের জন্য বাইরে থেকে কেনা জল ব্যবহার করা হলেও নিজেরা আয়রনযুক্ত জল খান।

ছবির মতো দেখতে হলেও তরিবাড়িতে সমস্যার শেষ নেই বলে আক্ষেপ করেন আরেক বাসিন্দা মনোজ থাপা। তিনি জানান, পানীয় জলের কষ্ট যেমন রয়েছে তেমনি নিকাশি ব্যবস্থা ভালো না হওয়ায় বর্ষাকালে রেস্টুরেন্টেও অনেক সময় জল ঢুকে যায়। এলাকার রাস্তাগুলি আগের থেকে ভালো হলেও বাকি সমস্যাগুলির কোনও সুরাহা হয়নি। এমনকি অধিকাংশ পথবাতি জ্বলে না। সন্ধের পর সম্পূর্ণ এলাকা অন্ধকারে ডুবে যায়।

গায়ে কাঁটার জন্য পরিচিত সজারুর শরীরে কমপক্ষে ৩০ হাজার কাঁটা থাকে।

লেখালেখি

শীতের দিনে মায়ের হাতে রান্না করা কোন খাবার তোমার প্রিয়

এই প্রসঙ্গ নিয়ে ১০ লাইনে তোমার কথা লিখতে হবে। সঙ্গে দিতে হবে তোমার ছবি, স্কুলের নাম, ক্লাস আর তোমার ফোন নম্বর। তারপর পাঠিয়ে দাও আমাদের কাছে। তোমার লেখা মনোনীত হলেই সেটা ছাপা হবে।

ছোটরা গল্প (অনধিক ৩০০ শব্দ), কবিতা, ছড়া ও ছবি পাঠাতে পারো। তোমাদের সৃষ্টি প্রকাশিত হবে এই পাতায়। লেখার সঙ্গে নাম, স্কুলের নাম, ক্লাস, ফোন নম্বর থাকতে হবে। শুধুমাত্র নিজের লেখা ও আঁকা ছবি পাঠাতে হবে।

লেখা ও ছবি হোয়াটসঅ্যাপ করতে হবে 8597258697 নম্বরে অথবা মেল করো ubssishukishor@gmail.com-এই ঠিকানায়

আমাদের লেখালেখি

## মণ্ডপে ভিনগ্রহী

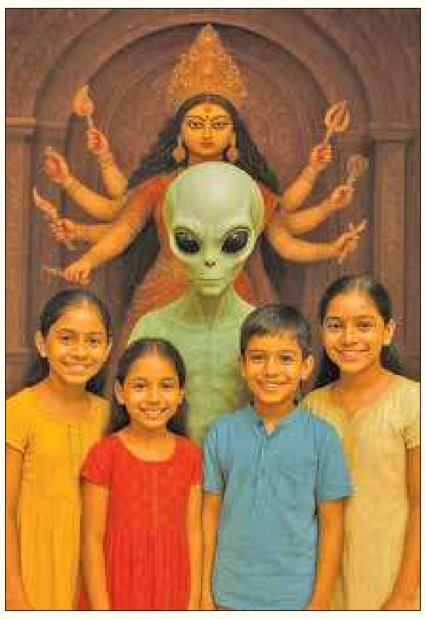

যে কথাটা এতদিন বলব বলব করেও বলা হয়নি। সেটা আজ খুলেই বলি। আমাদের পাড়ার দুর্গাপুজোর প্যান্ডেলে ধূপধুনোর গন্ধে তখন এক অন্যরকম পরিবেশ। সেটা ছিল অষ্টমীর রাত। আকাশ একেবারে পরিষ্কার, ঝকঝকে।

ঠিক পুজোমণ্ডপের পাশে আকাশ থেকে এক উড়ন্ত চাকতির মতো বস্তু এসে থামল। মানুষজন প্রথমে ভাবল আতশবাজি। কিন্তু চাকতিটার মাঝে একটা ছোট দরজা খুলে গেল। আর বেরিয়ে এল এক উজ্জ্বল সিঁড়ি। ঠিক যেন আকাশ থেকে সিঁড়ি নেমে এসেছে। সিঁড়ি থেকে নামল এক অদ্ভুত প্রাণী। লম্বায় ছোট, চোখ বড়, তার হাত-পা মুখের তুলনায় বেশ ছোট। মণ্ডপে যারা ছিল তারা চমকে গেল। আমি কাছেই দাঁড়িয়ে কুকুর পঞ্চুর সঙ্গে অবাক হয়ে দেখছিলাম। প্রাণীটা স্পষ্ট বাংলায় বলল, 'তোমরা আমাকে ভয় পেও না। আমি মঙ্গলগ্রহ থেকে এসেছি। নাম আমার - ইসি।'

আমি জানতে চাইলাম, 'কিন্তু মঙ্গলগ্রহে তো প্রাণের সন্ধান চলছে। তুমি কীভাবে এখানে?'

ইসি মুচকি হেসে বলল, 'আমরা পৃথিবীর মানুষের মুখ দেখেই ভাষা বুঝি। আমরা দূরে-দূরে ঘুরে বেড়াই। কখনো-কখনো এমন পুজোমণ্ডপে ঢুকে দেখি তোমাদের উৎসব।'

মণ্ডপের সবাই চুপচাপ ছিল। পঞ্চু মুখ কুঁচকিয়ে ভৌ ভৌ শব্দ করল। আমি প্রশ্ন করলাম, 'তাহলে তুমি কেন পালিয়ে ফিরছ? বিজ্ঞানীরা তো তোমাদের নিয়ে পরীক্ষা করবেন?'

ইসি বলল, "আমরা বিজ্ঞানীদের ভয় পাই না। তারা আসলে কৌতূহলী, কাজেই কষ্ট করে জিজ্ঞেস করে। কিন্তু পৃথিবীতে এমন কিছু মানুষ আছে - যারা লোভে অন্যকে কষ্ট দেয়- তাদের ভয়ে আমরা অনেক সময় লুকাই। তবু আজ তোমাদের ভালোবাসা দেখেই এসেছি, মণ্ডপটা দেখতে।'

পুজো দেখে যখন সবাই বিদায় নিতে ব্যস্ত, আমি আর পঞ্চু চুপচাপ ইসির কাছে গিয়ে বললাম,'আর কিছু বলবে না?' ইসি আমার আর পঞ্চুর দিকে একটু তাকিয়ে বলল, 'তোমরা খোলা মন রেখো; আমি আবার ফিরে যাব নিজের গ্রহে।' বলেই সে সিঁড়ি ধরে আকাশের দিকে উঠল।

হঠাৎ কর্কশ আওয়াজ - ঘুম ভেঙে গেল। আমার ঘড়িতে সাড়ে পাঁচটা বাজে। বুঝতে পারলাম, সবটাই স্বপ্ন ছিল। ভোরের নরম আলো জানলায় পড়ছে আর আমার কুকুর পঞ্চু ডাকছে ভৌ ভৌ করে। যদিও জানি এটা বাস্তব হবে না, তবু বুকটা খুশিতে ফুলে উঠল। মাত্র একবার যদি সত্যিই ইসির মতো কাউকে সামনাসামনি দেখতাম।

-মানালি পাল, *নবম শ্রেণি*
*সেন্ট্রাল উচ্চমাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, জলপাইগুড়ি*

## শীতের দিন

শীতের কুয়াশায় যখন ঢেকে যায় চারপাশ
আমি তখন ভীষণ খুশি, করি ভীষণ উল্লাস।
গরম পোশাক জড়িয়ে যাই বেড়াতে ও পিকনিকে,
মেতে থাকি পিঠা পায়েস আর বড়দিনের কেকে।

আনন্দের মাঝেও মনটা আমার ভীষণ খারাপ লাগে,
যখন দেখি শীতে ছেঁড়া জামায় পথের শিশু কাঁদে।
শীতের আমেজ ভুলে আমার কেঁপে ওঠে বুক,
যখন দেখি ঠান্ডায় রাস্তার প্রাণীর করুণ মুখ।

তাই শীত তুমি এলেও থেকো না বেশিদিন,
তোমার জন্য কেউ যেন কষ্ট না পায় কোনোদিন।

- সোমশুভ্র চক্রবর্তী *দশম শ্রেণি*
**হোলি চাইল্ড স্কুল, জলপাইগুড়ি**

## আনন্দ ও দুঃখের মিশেল

শীতকাল মানেই আনন্দ ও মজা। কিন্তু যদি ব্যাপারটা সকালে ঘুম থেকে তাড়াতাড়ি ওঠা ও সকালের স্নানের ব্যাপার হয়, তাহলে আনন্দটা বদলে যায় একটু দুঃখে। কিন্তু আবার মায়ের উলের কাজ দেখতে দেখতে রোদে বসার আনন্দটাই আলাদা। শীতকাল মানেই উৎসব। যেমন পৌষমেলা, রাসমেলাও এই শীতকালেই হয়। এছাড়া পিঠে পুলি, সরস্বতীপুজো এবং বড়দিন শীতকালে এক আলাদা আনন্দ আনে। নতুন বছরের শুরুও এই শীতকালেই। তখন আবার পিকনিক। সেটারও আলাদা মজা। দুঃখের ব্যাপার বলতে গেলে সবার আগেই যেটা মনে পড়ে, শীতের সকালে আমরা যখন সবাই দেরি করে ঘুম থেকে উঠি; তখন মা কিন্তু সেই ভোরে উঠেই বাড়ির কাজ করেন। তাঁর রুটিনে কোনও বদল নেই। আর দুঃখ হয় যখন মনে পড়ে আশ্রয়হীন ও গৃহহীন মানুষদের কথা, রাস্তার পশুপাখিদের কথা। জানি না ওদের শীতকাল কীভাবে কাটে।

- স্বস্তিকা পাল *পঞ্চম শ্রেণি*
*শিলিগুড়ি দেশবন্ধু বিদ্যাপীঠ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় (উঃ মাঃ)*

## ঋতু বদল

গ্রীষ্মের দাবদাহে অতিষ্ঠ
শরতের মিষ্টি আবহে স্থিত
বর্ষা রানি সুন্দরী
কতটুকু তোমায় জানি
হেমন্তে নতুন ধান
শীতে জবুথবু
বসন্তে লাল আগুন
কৃষ্ণচূড়া, পলাশ, শিমুল

- দিবাকর রায় *পঞ্চম শ্রেণি*
**কুশমণ্ডি প্রাথমিক বিদ্যালয়**

# নীল গ্রামের বিকেল

**রম্যাণী গোস্বামী**

স্কুলে গিয়ে ইদানীং একটুও সুখ নেই জিকোর। ক্লাস সেভেনে ওঠার পর থেকে একে তো পড়াশোনার চাপ বেড়েছে, সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গেমস পিরিয়ডগুলো কেমন ছোট হয়ে আসছে। ওদিকে বেস্ট ফ্রেন্ড ঋতমটা হঠাৎ পালটে গেল মনিটরের পোস্ট পেয়ে। সে এখন অনির্বাণদের মতো অখাদ্য 'ভালো' ছেলেগুলোর দলে গিয়ে ভিড়েছে। ক্লাসে জিকো একটুখানি ঘাড় ঘোরালে বা নাক খুঁটলেই ছুটে গিয়ে ক্লাস টিচারের কাছে নালিশ করে। ফেরার সময়তেও বাসে বসার জায়গার দখল নিয়ে কয়েকটা মারকুটে ছেলের সঙ্গে রোজ মারামারি বেধে যাচ্ছে। সব মিলিয়ে লাইফটা বিচ্ছিরি মতো নিমতেতো।

এর চাইতে পাশের বাড়ির প্রশান্ত জেঠুদের পোষা বেড়াল হয়ে জন্মালে ভালো ছিল। পারস্য দেশের বেড়াল। নাম ক্লিওপেট্রা। কুচকুচে কালো গায়ের রং। বড় বড় লোমে ঢাকা পুতুলের মতো শরীর। পুঁতির মতো গোল্লা গোল্লা দুটো চোখ। সারাদিন আয়েশ করে নরম তুসের বিছানায় গা ডুবিয়ে বসে থাকে মহারানি ক্লিওপেট্রা। চুকচুক করে দুধ খায়। মাছভাত খায়। আর শেষপাতে আইসক্রিম পেলে তো কথাই নেই। আনন্দে তার দু'চোখ জলে ভরে ওঠে। পড়াশোনা, হোমওয়ার্ক, প্রোজেক্ট কিচ্ছু করতে হয় না ক্লিওপেট্রাকে। ভোরের প্রথম উষ্ণ রোদে সে আড়মোড়া ভাঙে। জিকো নিজের ঘরের জানলা দিয়ে করুণ চোখে তাকিয়ে দেখে দৃশ্যটা। ওর নিজেকে তখন শীতের কম্বলের মায়া ত্যাগ করে স্নানে দৌড়োতে হচ্ছে। ডাইনিং রুম থেকে মা ভয়ানক রাগি স্বরে চেঁচাচ্ছে, 'কী হল জিকো? আজ কি স্কুলেটুলে যাওয়া হবে না? জলদি আয় বলছি।'

সেই জিকোরই আচমকা সুযোগ হয়ে গেল আফ্রিকার নীল নদ দেখতে যাওয়ার। ওর ছোটকাকা চাকরিসূত্রে আসোয়ানে থাকেন। তিনি একজন নৃতত্ত্ববিদ। নীল নদের দক্ষিণে পশ্চিম তীর ঘেঁষা কতগুলো গ্রাম নিয়ে কী একটা প্রোজেক্ট করবেন তিনি আগামী দিন পনেরো। পুজোতে দেশে আসার আগেই সব ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। লক্ষ্মীপুজো কাটিয়ে আবার ফেরার ফ্লাইটে চেপে বসলেন ছোটকা। এবার সঙ্গী হল জিকো। বাবা-মায়ের মুখ ব্যাজার। কারণ ছেলেটার স্কুল বেশ কিছুদিন বাদ যাবে। খুললেই মিড টার্ম পরীক্ষা। সে যাকগে। ছোটকাই সব ম্যানেজ করলেন।

নীল নদের জল যে সত্যিই এতখানি নীল সেটা জিকোর জানা ছিল না। দু'পাশের মরুভূমির সোনালি বালিতে দুপুর শেষের রাঙা আলো এসে পড়ছে। প্রাইভেট বোটে চেপে ওরা কয়েকজন নীলনদের বুকে ভেসে চলেছে 'নুবিয়ান' ভিলেজের দিকে। ছোটকার ভাষায়, নীল গ্রাম। সেখানেই ছোটকার বন্ধুর বাড়ি। ধীরে ধীরে জিকোর মন থেকে মুছে যাচ্ছে হোমওয়ার্ক, পরীক্ষার চিন্তা, বাড়ি আর বন্ধুবান্ধবদের কথা। ও অবাক চোখে তাকিয়ে আছে ঘন নীল জলটার দিকে। পাশ দিয়ে পালতোলা নৌকোগুলো কেমন সুন্দর জল কেটে কেটে এগিয়ে যাচ্ছে। ছোটকা বললেন, 'দ্যাখ দ্যাখ, এগুলো হল ট্র্যাডিশনাল ইজিপ্সিয়ান সেইল বোট। এদেরকে বলে ফেলুক্কা।' এভাবে চারপাশ দেখতে দেখতে ওরা পৌঁছে গেল 'নুবিয়ান' গ্রামে। ডকে বোট এসে থামল। সিঁড়ি দিয়ে ওরা উঠে এল উপরে।

নদীর ধারে কী অপূর্ব রঙিন গ্রাম! বাড়িগুলোর দেওয়ালে নীল রং করা। তাতে হলদে, গোলাপি, লাল, সাদায় বাহারি ছবি আঁকা। উঠোনে একজোড়া উট বসে আছে। জিকো এরকম আগে কখনও দেখেনি। ছোটকার সেই বন্ধুর নাম নাসিদ মুহম্মদ। নাসিদ আঙ্কল ভাঙা ভাঙা ইংরেজি বলতে পারেন। হাসিমুখে জিকোর হাত ধরে তিনি ওদের বাড়ির ভিতরে নিয়ে গেলেন। সেখানে বসার ঘরে বিরাট কেটলিতে চায়ের জল ফুটছে। জবা ফুলের পাপড়ি দিয়ে তৈরি ইজিপ্টের বিখ্যাত 'হিবিজকাস টি' আর ঘরে তৈরি খুরমার মতো দেখতে এক ধরনের নোনতা খেয়ে ছোটকা আর নাসিদ আঙ্কল রুকস্যাক পিঠে বেরিয়ে গেলেন কাজে। আর জিকো একা একাই ট্যাব দেখতে দেখতে একসময় ক্লান্ত হয়ে গিয়ে উঁকি দিল ভিতরে। যদিও ছোটকা পইপই করে বারণ করেছেন, সে যেন এখান থেকে কোথাও না যায়। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তাঁরা কাজ সেরে ফিরবেন। কিন্তু জিকোর দুরন্তপনা যাবে কোথায়?

ঘর থেকে বেরোলেই সরু প্যাসেজ। সমস্ত বাড়ি নিঝুম। একটা সিঁড়ি কেবল ধাপে ধাপে নেমে গিয়েছে নীচে। সিঁড়িটা ফিসফিস করে জিকোকে ডাকল, 'আয়'। ওমনি জিকো এক পা এক পা করে নেমে চলে এল নীচে। নীচতলাজুড়ে কীরকম এক অদ্ভুত বুনো গন্ধ। গন্ধটা ক্রমে বাড়ছে। তাছাড়া বাইরে ঝলমলে রোদ হলেও নীচের এই জায়গাটা কেমন অন্ধকার, ঠান্ডা আর ভেজা ভেজা। সিঁড়ি থেকে নেমেই ডানহাতে একটা ঘর। উপরের ছোট্ট ঘুলঘুলি থেকে একচিলতে বিকেলের ম্লান আলো এসে ঢুকছে ঘরে। ঘরের মেঝেজুড়ে বড় একটা লোহার খাঁচা বসানো।

জিকো মন্ত্রমুগ্ধের মতো এগিয়ে গিয়ে খাঁচার দিকে ঝুঁকে দেখতে গেল আর তারপরেই 'বাপরে!' বলে একলাফে ছিটকে চলে এল খাঁচা থেকে চারহাত দূরে। এমন লাফিয়েছে যে টাল সামলাতে না পেরে মেঝেতেই ধপাস। ওদিকে খাঁচার ভিতরে একটা পাথরে বাঁধানো চৌবাচ্চার মধ্যে থেকে বিরাট এক কুমির তার ছানাপোনাসমেত ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে আছে ওর দিকে!

খাঁচাটা ঠিকমতো তালাবন্ধ আছে তো? জিকোর হৃৎপিণ্ডটা তিড়িং বিড়িং করে লাফাচ্ছে। সাঁইসাঁই করে বাতাস টানছে বুক। মেঝেতে চিৎপাত হয়ে থাকতে থাকতেই অবশ জিকোর মনে হল যে, এই মুহূর্তে ওর প্রাণবায়ু বোধহয় বেরিয়ে যাবে। ঠিক এমনি সময় পিছনে নাসিদ আঙ্কলের গলা শোনা গেল, 'আমি জানতাম তুমি এখানেই এসেছ!'

দুজনে এসে জিকোকে ওঠালেন। জিকো আরেকবার ভয়ে ভয়ে খাঁচাটার দিকে তাকাতেই বলে উঠলেন ছোটকা, 'আরে ঘাবড়াস না। এগুলো তো ওদের পোষা।'

'পোষা!'

'হ্যাঁ রে। আমরা যেমন কুকুর-বেড়াল পুষি, নুবিয়ান সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁদের বাড়িতে কুমির পোষেন। নীল নদে প্রচুর কুমির। কুমিরে এঁদের দারুণ ভক্তিশ্রদ্ধা। একজন ইজিপ্সিয়ান দেবতাও আছেন। সোবেক। তাঁর শরীরটা মানুষের কিন্তু মুখটা কুমিরের। সেই দেবতার মন্দিরও আমরা দেখব। ক'টা দিন যাক।'

এবার নাসিদ আঙ্কল হেসে নিজেই খাঁচা খুলে একটা ছোট্ট কুমিরছানাকে কোলে তুলে এনে জিকোর হাতে ধরিয়ে দিলেন। সে তার পুঁতির মতো দুই চোখ দিয়ে জিকোকে দেখছিল। জিকো ওর খরখরে পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, 'কোজি। তোর নাম দিলাম কোজি।'

নীল গ্রাম থেকে ফেরার সময় ঘনিয়ে আসছে। জিকোর এখন দিনরাত একটাই ভাবনা। কোজিকেও সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে যাওয়া যায় না? বাড়িতে তো বটেই, পাড়ার লোকজন, বিশেষ করে পাশের বাড়ির প্রশান্ত জেঠুরা, তাদের আহ্লাদী নেকু বেড়াল, স্কুলের বন্ধু ও টিচাররা সকলে কী পরিমাণ অবাক হয়ে যাবে জিকোর কোলে শান্তশিষ্ট কোজিকে দেখে, সেটা ভেবেই সে রাতে ঘুমোতে পারছে না।

# মহাকাশের স্বপ্ন

অনীতা ক্লাস সেভেনে পড়ে। রোজ বিকেলে দিদার কাছে গল্প শোনে। দিদার অনেক অভিজ্ঞতা। কত কী না দেখেছেন।

এই তো সেদিন, গল্পের আসরে দিদা তাঁর ছোটবেলায় দেখা স্বপ্নের কথা শোনাচ্ছিলেন।

- সালটা মনে নেই। তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল।

সোভিয়েতের গল্প দিদা আগেই শুনিয়েছেন অনীতাকে। ইউরি গ্যাগারিনের মহাকাশে পাড়ি দেওয়ার গল্প নাতনির জানা। দিদা আবার বলতে শুরু করেন,

- তখন আমার বয়স তোমারই মতো। স্বপ্নে দেখলাম, টয়ট্রেনে চেপে ঘুম বেড়াতে যাচ্ছি। হঠাৎ মাথায় এল, এভাবেই যদি আমরা মহাকাশে বেড়াতে যেতে পারতাম?

- মহাকাশে তো টয়ট্রেন যাবে না দিদা!

- এটা আমার মাথাতেও এসেছিল। স্বপ্ন শেষ হয়নি। আমাকে বলতে দাও।

- সরি। বলো।

- তো আমি স্বপ্নে দেখলাম, এমন একটা মহাকাশযান তৈরি হয়েছে, যাতে চেপে মহাকাশে বেড়াতে যাওয়া যায়। আর আমি সেই মহাকাশযানের পাইলট। মহাকাশে ঘুমের মতো একটা স্টেশন আছে। আমি পৃথিবী থেকে যাত্রী ওঠানামা করাচ্ছি।

- তারপর?

- তারপর আর কী। ঘুমটা ভেঙে গেল!

অনীতারও মহাকাশে বেড়াতে যাওয়ার শখ ষোলোআনা। দিদাকে প্রশ্ন করে,

- আচ্ছা দিদা ওখানে ভেসে থাকতে হয় কেন?

- মাধ্যাকর্ষণ কাজ করে না যে।

অনীতা স্কুলে মাধ্যাকর্ষণ পড়েছে। তাই সহজে বুঝতে পারল। আবার সে প্রশ্ন করে,

- আমি যদি ওখানে যাই, কী কী করতে হবে?

- অনেক ডিসিপ্লিনড হতে হবে। চিপস, কোল্ড ড্রিংকস একদম বাদ। পড়াশোনা করে নিজেকে এখন থেকেই তৈরি হতে হবে। স্বপ্ন দেখতে হবে।

সেদিনের মতো গল্প শেষ। দিদার এখন লেখার সময়। নাতনির জন্য তিনি নিজের সব অভিজ্ঞতা লিখে যেতে চান। দিদার কয়েকটা বইও আছে। রোমাঞ্চকর সব কাহিনী। কীভাবে নয় মাস মহাকাশে আটকেছিলেন, তারপর সমুদ্রের ওপর ল্যান্ড করলেন, আরও কত কত গপ্পো। সেসব বই গোগ্রাসে গেলে অনীতা।

সেই রাতেই অনীতা স্বপ্ন দেখল। সে মঙ্গল গ্রহে গিয়েছে। ওখানে ঘুমের মতো একটা স্টেশন আছে। মঙ্গলযানের পাইলট অনীতা নিজেই। যাত্রী ওঠানামা করায়। ভাবতে ভাবতে অনেক সকালে ঘুমটা ভেঙে যায় তার। মাথায় প্রশ্ন আসে, মঙ্গলগ্রহে কি মাধ্যাকর্ষণ কাজ করবে? ওখানেও কি ভেসে বেড়াতে হবে?

তখনই দিদার ঘরে ছুটে যায় সে। কিন্তু দিদা তো ঘুমোচ্ছেন। এখন জাগিয়ে লাভ নেই। বিকেলেই জিজ্ঞেস করা যাবে। বিড়বিড় করতে করতে ফের নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে অনীতা। আবার স্বপ্ন দেখবে সে।

আঁকিবুকি

রাহুল মোদক, সপ্তম শ্রেণি, পুঁটিমারি সারদা বিদ্যামন্দির

সুতপা বর্মন, ষষ্ঠ শ্রেণি, দিনহাটা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়

আরাধ্যা ঘোষ, ষষ্ঠ শ্রেণি, পুঁটিমারি সারদা বিদ্যামন্দির

তানিষ্কা নারায়ণ, ইউকেজি, সিস্টার নিবেদিতা কনভেন্ট স্কুল

স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে নয়াদিল্লি। শনিবার নেতাজি সুভাষ মার্গ রাস্তা সাধারণ মানুষের জন্য খুলে যাওয়ার পর। ডানদিকে, শ্রীনগরের নওগামে বিস্ফোরণে পরিবারের সদস্যকে হারিয়ে কান্না।

### মুজাফফরের বিরুদ্ধে রেড কর্নার নোটিশের উদ্যোগ

# ৪ ডাক্তারের লাইসেন্স বাতিল

**নবনীতা মণ্ডল**

**নয়াদিল্লি, ১৫ নভেম্বর :** দিল্লির লালকেল্লা সংলগ্ন এলাকায় ভয়াবহ বিস্ফোরণের তদন্ত যত এগোচ্ছে ততই প্রকাশ্যে আসছে নিত্যনতুন তথ্য। শনিবার ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে চার চিকিৎসকের মেডিকেল লাইসেন্স বাতিল করেছে জাতীয় মেডিকেল কাউন্সিল। আদিল আহমেদ রাথার, মুজাফফর আহমেদ, মুজাম্মিল শাকিল এবং শাহিনা সইদ, এই চারজনকে ইন্ডিয়ান মেডিকেল রেজিস্টার ও ন্যাশনাল মেডিকেল রেজিস্টার, দুই তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তাঁরা আর দেশের কোথাও চিকিৎসা করতে পারবেন না। এনএমসির তরফে জানানো হয়েছে, তদন্তে উঠে আসা বিস্ফোরণ যোগ এবং জঙ্গি কার্যকলাপের প্রমাণের ভিত্তিতেই এই সিদ্ধান্ত।

দিল্লি বিস্ফোরণ কাণ্ডে অভিযুক্তদের একাংশের বিদেশযাত্রা, সন্দেহজনক লেনদেন, জঙ্গি যোগ, সব মিলিয়ে একটি গভীর ষড়যন্ত্রের ছবি এনআইএর হাতে এসেছে। দিল্লি ও হরিয়ানার বহু সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছেন গোয়েন্দারা। তার একটিতে ফরিদাবাদের এক মোবাইল ফোনের দোকানে লালকেল্লা বিস্ফোরণ কাণ্ডে যুক্ত চিকিৎসক উমর উন নবিকে দেখা যাচ্ছে। ফুটেজে নবির হাতে ২টি মোবাইল ফোন ও একটি ডিভাইস দেখা গিয়েছে। একটি ফোন চার্জ করার জন্য দোকানিকে দিচ্ছিলেন উমর। যদিও আত্মঘাতী গাড়ি বিস্ফোরণে নিহত উমরের কাছে কোনও মোবাইল বা ডিভাইস পাওয়া যায়নি।

**একনজরে**

- আদিল আহমেদ রাথার, মুজাফফর আহমেদ, মুজাম্মিল শাকিল এবং শাহিনা সইদের নাম ইন্ডিয়ান মেডিকেল রেজিস্টার ও ন্যাশনাল মেডিকেল রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে
- সিসিটিভি ফুটেজে ফরিদাবাদের এক মোবাইলের দোকানে অভিযুক্ত চিকিৎসক উমর উন নবিকে দেখা গিয়েছে
- পাসপোর্টের জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন ধৃত শাহিনা সইদ
- মুজাফফর আহমেদ রাথার সম্ভবত আফগানিস্তানে
- গোয়েন্দা নজর এড়াতে ডেড ড্রপ ই-মেল ব্যবহার করত হোয়াইট কলার মডিউল

সবচেয়ে বড় ধাঁধা তৈরি করেছে মামলার অন্যতম অভিযুক্ত মুজাফফর আহমেদ রাথার। দক্ষিণ কাশ্মীরের কাজিগান্দের বাসিন্দা এই চিকিৎসক পলাতক। তদন্তকারীদের অনুমান, মুজাফফর আফগানিস্তানে আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে রেড কর্নার নোটিশ জারি করতে ইন্টারপোলের সাহায্য চেয়ে আবেদন করেছে সিবিআই। এই মুজাফফরের ভাই আদিল আহমেদ রাথারও বিস্ফোরণ-কাণ্ডে অন্যতম অভিযুক্ত। তাঁর লাইসেন্সও বাতিল করা হয়েছে। অপর অভিযুক্ত শাহিনা সইদ সম্ভবত দেশের বাইরে পালানোর ছক কষেছিলেন। পাসপোর্টের জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন হরিয়ানা বিস্ফোরক উদ্ধার কাণ্ডে অন্যতম অভিযুক্ত।

তদন্তকারীদের মতে, মুজাফফর একটি বৃহত্তর নেটওয়ার্কের অংশ। ফরিদাবাদের আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র পাওয়া গিয়েছে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদে উঠে এসেছে ২০২১ সালে উমর নবি ও মুজাম্মিলের সঙ্গে তাঁর তুরস্ক যাত্রার তথ্য। তদন্তকারী সংস্থার অনুমান, এই সফরের উদ্দেশ্য ছিল জঙ্গি প্রশিক্ষণ। অগাস্ট থেকে তিনি দেশছাড়া।

এই নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে পাঠানকোট থেকে আরও এক চিকিৎসক রইজ আহমেদ ভাটকে গ্রেপ্তার হয়েছে শনিবার। ৪৫ বছর বয়সি রইজ গত দু-বছর পাঠানকোটের একটি বেসরকারি হাসপাতালে কাজ করছিলেন। তার আগে আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত ছিলেন।

তদন্তকারীদের হাতে এসেছে 'ডেড ড্রপ' ই-মেল ব্যবহারের তথ্য, যা সাধারণত গুপ্তচরবৃত্তি বা জঙ্গি সংগঠনের মধ্যে গোপন বার্তা আদানপ্রদানের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই পদ্ধতিতে কোনও বার্তা পাঠানো হয় না বরং কয়েকজন ব্যক্তি একই ই-মেল অ্যাকাউন্টে লগ-ইন করে ড্রাফট ফোল্ডারে বার্তা রেখে যায়। 'ইনবক্স' বা 'সেন্ট মেইল'-এ কোনও চিহ্ন না থাকায় নজরদারি অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। বিস্ফোরণ-কাণ্ডের অভিযুক্তরা নিয়মিত এই পদ্ধতি ব্যবহার করত বলে তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর।

# নাশকতা নয়, দুর্ঘটনার কারণে বিস্ফোরণ থানায়

**নয়াদিল্লি ও নওগাম, ১৫ নভেম্বর :** ইট, কাঠ, পাথর আর অ্যাসবেস্টসের স্তূপ। ইতিউতি উঁকি মারছে মানবদেহের অংশ। চলছে ধ্বংসস্তূপ সরানোর কাজ। থানার আশপাশের একাধিক বাড়ি ভেঙে পড়েছে। সামনের রাস্তায় পড়ে রয়েছে কয়েকটি গাড়ির কঙ্কাল। এই খণ্ডচিত্রগুলি বলে দিচ্ছে শুক্রবার রাতে জম্মু ও কাশ্মীরের নওগাম থানায় ঘটা বিস্ফোরণের তীব্রতা কতটা ছিল। ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্র। প্রাথমিক তদন্তের পর এটি দুর্ঘটনা বলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের যুগ্মসচিব প্রশান্ত লোখণ্ডে এদিন এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'গতকাল রাত ১১.২০ মিনিট নাগাদ নওগাম থানার ভিতরে একটি দুর্ভাগ্যজনক দুর্ঘটনা ঘটেছে। একটি সন্ত্রাসী মডিউলের তদন্তের সময় বিস্ফোরক পদার্থ এবং রাসায়নিকের বিশাল মজুত উদ্ধার করা হয়েছিল। সেগুলি থানার খোলা জায়গায় রাখা হয়েছিল। সেখানেই বিস্ফোরণ ঘটেছে।' তিনি আরও বলেন, 'তদন্তের সঙ্গে জড়িত সব সংস্থা সমন্বয় রেখে কাজ করছে। উদ্ধারকৃত রাসায়নিক এবং বিস্ফোরকের নমুনাগুলি আরও ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। গত দু-দিন ধরে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং পদ্ধতি মেনে নমুনা সংগ্রহের কাজ হচ্ছিল। সেই প্রক্রিয়া চলাকালীন দুর্ঘটনাজনিত বিস্ফোরণ ঘটেছে।'

জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের ডিজিপি নলিন প্রভাত বলেন, 'নমুনা সংগ্রহের কাজটি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পরিচালনা করা হচ্ছিল। সেই সময় একটি দুর্ঘটনাজনিত বিস্ফোরণ ঘটেছে। এই ব্যাপারে অন্য কোনও জল্পনা-কল্পনা অপ্রয়োজনীয়।'

হরিয়ানার ফরিদাবাদ থেকে গ্রেপ্তার হওয়া কাশ্মীরি চিকিৎসক মুজাম্মিল গনাইয়ের একটি ভাড়াবাড়ি থেকে যে ৩৬০ কেজি বিস্ফোরক উদ্ধার করা হয়, তার বড় অংশ নওগাম থানায় রাখা হয়েছিল। বিস্ফোরকের মধ্যে ছিল প্রচুর পরিমাণে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট। বৃহস্পতিবার থেকে বিস্ফোরকের নমুনা সংগ্রহ করছিলেন ফরেন্সিক বিভাগের আধিকারিকরা। সেই কাজ চলাকালীন শুক্রবার রাত ১১টা ২০ নাগাদ দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্ফোরণে মৃত ৯ জনের অধিকাংশ পুলিশকর্মী। ফরেন্সিক বিভাগের ৩ আধিকারিকও প্রাণ হারিয়েছেন। দেহগুলি শ্রীনগর পুলিশ কন্ট্রোল রুমে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আহত ৩২। তাঁদের মধ্যে ২৭ জন পুলিশকর্মী। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে ঘটনাস্থলের ৩০০ মিটার দূরে গিয়ে পড়েছে মৃতদেহের অংশ। ৩০ কিলোমিটার দূর থেকে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছে।

**নওগাম নিয়ে রিপোর্ট**

- ফরিদাবাদ থেকে উদ্ধার ৩৬০ কেজি বিস্ফোরকের একাংশ নওগাম থানায় রাখা হয়েছিল
- দু-দিন ধরে ফরেন্সিক নমুনা সংগ্রহ প্রক্রিয়া চলছিল
- শুক্রবার ১১টা ২০-তে ঘটে বিস্ফোরণ
- মৃতদের অধিকাংশ পুলিশ ও ফরেন্সিক আধিকারিক

## মহুয়ার বিরুদ্ধে চার সপ্তাহে চার্জশিট সিবিআইয়ের

**নয়াদিল্লি, ১৫ নভেম্বর :** সংসদে 'ঘুষ নিয়ে প্রশ্ন' করার অভিযোগে তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে চার্জশিট দেওয়ার অনুমতি দিল লোকপাল। নির্দেশ অনুযায়ী, সিবিআইকে আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে সংশ্লিষ্ট আদালতে চার্জশিট জমা দিতে হবে এবং তার একটি কপি লোকপালের দপ্তরে পাঠাতে হবে। ১২ নভেম্বর লোকপালের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ এই সিদ্ধান্ত নেয় এবং পরে তা লিখিতভাবে জানানো হয় অভিযোগকারী বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবেকে। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতেই সিবিআই তদন্ত শুরু হয়েছিল।

লোকপালের নির্দেশে গত বছর সিবিআই তদন্ত শুরু করে এবং ছ'মাসের মধ্যে বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দেয়। সেই রিপোর্টে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে সিবিআই চার্জশিট জমা দেওয়ার অনুমতি চায়। লোকপাল অনুমতি দিলেও জানিয়েছে, চার্জশিট আদালতে জমা দেওয়ার পরে তবেই মহুয়ার বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়া শুরুর বিষয়ে দ্বিতীয় আবেদন বিবেচনা করা হবে।

## হিংলিশ ভাষায় রায়, ক্ষোভ হাইকোর্টের

**এলাহাবাদ, ১৫ নভেম্বর :** হয় হিন্দি, না হলে ইংরেজি—যে কোনও একটি ভাষায় রায় লিখুন। জগাখিচুড়ি ভাষা ব্যবহার করবেন না। নিম্ন আদালতের একটি রায়ে মিশ্র ভাষা ব্যবহার করায় সংশ্লিষ্ট বিচারককে এভাবেই তিরস্কার করল এলাহাবাদ হাইকোর্ট।

হাইকোর্টের বিচারপতি দ্বিতীয় অজয় কুমার এবং বিচারপতি রাজীব মিশ্রের ডিভিশন বেঞ্চ উত্তরপ্রদেশের নিম্ন আদালতগুলিকে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে, রায় বা নির্দেশিকা লিখতে হলে একটিমাত্র ভাষা ব্যবহার করতে হবে, ইংরেজি বা হিন্দি যে কোনও একটি। হিংলিশ বা মিশ্র ভাষায় রায় লেখা চলবে না।

পণের জন্য খুনের একটি মামলার শুনানিতে বেঞ্চ আগরার একটি দায়রা আদালতের রায় নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে। অভিযুক্ত বেদপ্রকাশ ত্যাগীর মামলার রায় পর্যবেক্ষণ করে তারা জানায়, রায়পত্রে হিন্দি-ইংরেজি মিশিয়ে এমনভাবে লেখা হয়েছে যে সাধারণ মানুষ তো বটেই, আইনি নথিপত্র পড়তে অভ্যস্তদেরও বোঝা কঠিন।

হাইকোর্ট মন্তব্য করে, হিন্দিভাষী রাজ্যে হিন্দিতে রায় লেখা হলে মামলাকারীরা সহজে আদালতের সিদ্ধান্ত ও যুক্তি বুঝতে পারেন। কিন্তু দুই ভাষা জুড়ে তৈরি নথি বিভ্রান্তিকর এবং অনুপযুক্ত।

আদালত নির্দেশ দিয়েছে, এই বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিষয়টি প্রধান বিচারপতির কাছে পাঠানো হোক।

## কিভে রুশ ড্রোনে হত ৬

**কিভ, ১৫ নভেম্বর :** মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের চেষ্টা সত্ত্বেও রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধ থামেনি। সমাধানের পথ বের হয়নি। মেলেনি কোনও রফাসূত্র। এই আবহে শুক্রবার রাতভর ইউক্রেনের রাজধানী কিভে মুহুর্মুহু ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালাল রাশিয়া। হামলায় ছ'জন সাধারণ মানুষ নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ডজন খানেক মানুষ। হামলা হয়েছে কিভের পূর্বাঞ্চলে লিসোভির এক বহুতলে। পালটা জবাবে ইউক্রেন ছুড়েছে দূরপাল্লার লং নেপচুন ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র।

রুশ ড্রোনের ধাক্কায় লিসোভির বহুতলটির কয়েকটি তলা ধসে গিয়েছে। রাতভর হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে স্কুল, হাসপাতাল ও সরকারি ভবন। রুশ হামলার পালটা জবাবে ইউক্রেন রাশিয়ার তেল পরিকাঠামোর ওপর আঘাত হানে।

## লাদাখে ভারতের নয়া বিমানঘাঁটি

**লে, ১৫ নভেম্বর :** চিন সীমান্ত-ঘেঁষা অরুণাচলপ্রদেশে পূর্বি প্রচণ্ড প্রহার নামে সামরিক মহড়া চালাচ্ছে ভারতীয় সেনা। তার মধ্যেই পূর্ব লাদাখে একটি নতুন বিমানঘাঁটি চালু করল বায়ুসেনা। এটি তৈরি করতে খরচ হয়েছে ২৩০ কোটি টাকা। নবনির্মিত ঘাঁটিটির নাম নিওমা এয়ারবেস। বুধবার থেকে সেখানে বিমানের ওঠা-নামা শুরু হয়েছে। সূত্রের খবর, ৩,৪৮৮ কিলোমিটার দীর্ঘ নিয়ন্ত্রণরেখা জুড়ে চিনের সামরিক পরিকাঠামো বৃদ্ধির সঙ্গে ভারসাম্য রাখতে নিওমা এয়ারবেস তৈরি করা হয়েছে। এটি পূর্ব লাদাখের প্যাংগং তসো, ডেমচোক এবং ডেপসাংয়ের মতো অঞ্চলে দ্রুত সেনা, অস্ত্র এবং রসদ সরবরাহ

করতে সহায়তা করবে। এর ফলে পূর্ব লাদাখে চিনের সামরিক চাপ সামাল দেওয়া অনেকটাই সহজ হবে বলে প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের মত।

এদিন বায়ুসেনা প্রধান এয়ারচিফ মার্শাল এপি সিং নিজে দিল্লির উপকণ্ঠে অবস্থিত হিন্দন বিমানঘাঁটি থেকে একটি সি-১৩০জে সুপার হারকিউলিস বিমান উড়িয়ে ১৩,৭১০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত বিশ্বের সর্বোচ্চ বিমানবন্দর নিওমায় যান। তাঁর সঙ্গে ছিলেন পশ্চিমাঞ্চলীয় বিমান কমান্ডের প্রধান এয়ার মার্শাল জিতেন্দ্র মিশ্র। এর আগে লে, কার্গিল, থোইস এবং দৌলত বেগ ওল্ডি বিমানঘাঁটি সচল করেছে ভারত। অরুণাচলপ্রদেশের পাসিঘাট, মেচুকা, ওয়ালং, টুটিং, আলং এবং জিরো বিমানঘাঁটিগুলিকেও ধাপে ধাপে সক্রিয় করা হচ্ছে।

জনজাতি গৌরব দিবসে আদিবাসীদের বিশেষ কলাকৌশল। শনিবার চিকামগালুরুতে।

# অভিযুক্তদের মুক্তির তোড়জোড়

**নয়ডা, ১৫ নভেম্বর :** বিচারের বাণী আজও যে নীরবে নিভৃতে কাঁদে, তা আরও একবার প্রমাণ হয়ে গেল আখলাখ হত্যা মামলায়।

২০১৫ সালে গ্রেটার নয়ডার বিসাড়া গ্রামে গোমাংস রাখার অভিযোগে একদল উন্মত্ত জনতার গণপিটুনিতে নিহত হন প্রৌঢ় মহম্মদ আখলাখ। আহত হন তাঁর ছেলে দানিশও। লাউডস্পিকারে গোমাংসের গুজব ছড়িয়ে পড়তেই আখলাখকে বাড়ি থেকে টেনে বের করে মারধর করা হয়। ঘটনার পর তাঁর স্ত্রী ১০ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। পাশাপাশি চিহ্নিত করে অজ্ঞাতপরিচয় আরও কয়েকজনকে। দেশজুড়ে আলোড়ন তোলে এই ঘটনা।

বর্তমানে মামলাটি সুরজপুর জেলা আদালতে বিচারাধীন। জেলা আদালতের অতিরিক্ত সরকারি আইনজীবী ভাগ সিং ভাটি জানিয়েছেন, উত্তরপ্রদেশ সরকার অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ প্রত্যাহার করতে চেয়ে আনুষ্ঠানিক আবেদন পাঠিয়েছে। আবেদনপত্র আদালতে জমা পড়েছে এবং ১২ ডিসেম্বর শুনানি হবে। আখলাখ পরিবারের আইনজীবী ইউসুফ সইফি বলেছেন, তিনি এখনও কোনও সরকারি নথি পাননি। নথি হাতে এলেই মন্তব্য করবেন বলে জানান তিনি।

ইতিমধ্যে উত্তরপ্রদেশ সরকারের এই পদক্ষেপের তীব্র বিরোধিতা করেছে কংগ্রেস। আখলাখের খুনিদের বেকসুর খালাস করার এহেন 'অপচেষ্টা'র তীব্র নিন্দা করে কংগ্রেস নেতা শাহনওয়াজ আলম বলেন, 'এটি একটি বিপজ্জনক প্রবণতা, কারণ সরকার ধর্মীয় বিভেদ সৃষ্টিকারী এবং গণপিটুনিতে জড়িত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করতে উদ্যোগী হয়েছে। এই ঘটনাটি কোনও সাধারণ ঘটনা ছিল না। এখানে একটি দক্ষিণপন্থী জনতা এক মুসলিমকে হত্যা করেছিল। এর ফলে যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে গণপিটুনিতে বিশ্বাসী, সেই প্রান্তিক গোষ্ঠীর একটি ছোট অংশ আরও সাহস পেয়ে যাবে। কিন্তু উত্তরপ্রদেশের মতো রাজ্যে, যেখানে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই নিজের বিরুদ্ধে থাকা মামলা প্রত্যাহার করেন, সেখানে এমন পদক্ষেপ প্রত্যাশিতই ছিল। আমরা এই ধরনের কাজের তীব্র নিন্দা জানাই।'

**আখলাখ মামলা**

## কাপুরদের মামলায় সুপ্রিম অসন্তোষ

**নয়াদিল্লি, ১৫ নভেম্বর :** প্রয়াত শিল্পপতি সঞ্জয় কাপুরের সম্পত্তি সংক্রান্ত চলমান বিবাদের জেরে তাঁর প্রাক্তন স্ত্রী, অভিনেত্রী করিশ্মা কাপুরের মেয়ে সামাইরা কাপুরের কলেজের ফি বকেয়া থাকার অভিযোগ উঠেছে। সম্প্রতি দিল্লি হাইকোর্টে সামাইরার আইনজীবী দাবি করেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া সামাইরার দু'মাসের ফি পরিশোধ করা হয়নি।

সামাইরার আইনজীবীর অভিযোগের জবাবে প্রিয়ার আইনজীবী এই দাবিকে 'মিথ্যা ও ভিত্তিহীন' বলে উড়িয়ে দেন। তিনি জানান, প্রিয়া সব খরচ নিয়মিতভাবে মিটিয়েছেন এবং বিষয়টি জনসমক্ষে আনার উদ্দেশ্য শুধু 'মিডিয়ার মনোযোগ আকর্ষণ' করা। উভয়পক্ষের যুক্তি শুনে বিরক্ত বিচারপতি জ্যোতি সিংয়ের মন্তব্য, 'আদালত নাট্যমঞ্চ নয়। শুনানিতে নাটক হোক, চাই না।' বিচারপতি প্রিয়া কাপুরের আইনজীবীকে নির্দেশ দেন যাতে এই ধরনের তুচ্ছ পারিবারিক বিষয় আদালতে বারবার না আসে এবং ব্যক্তিগত স্তরেই এর সমাধান করা হয়। সম্পত্তির মূল মামলার পরবর্তী শুনানি ১৯ নভেম্বর ধার্য করা হয়েছে।

## ১৬ হাজার ফুটে মনোরেল চালু সেনার

**ইটানগর, ১৫ নভেম্বর :** নজির গড়ল ভারতীয় সেনা। অরুণাচলপ্রদেশের কামেং হিমালয় অঞ্চলে ১৬ হাজার ফুট উচ্চতায় সম্পূর্ণ দেশীয় পদ্ধতিতে মনোরেল ব্যবস্থা গড়েছে সেনাবাহিনীর গজরাজ কোর। এই রেল পুরোপুরি চালু হয়ে গিয়েছে।

হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চলে প্রহরারত সেনাদের খারদাবাড়, গোলাবারুদ, জ্বালানি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দ্রুত নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্নভাবে সরবরাহের জন্য মনোরেল ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। রেললাইনে একবারে ৩০০ কিলোগ্রামের বেশি জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়া যাবে। ভয়ংকর ঠান্ডা, বরফ ও অপ্রত্যাশিত আবহাওয়ার কারণে যখন ফরওয়ার্ড পোস্টগুলিতে স্বাভাবিক পরিবহণ ব্যবস্থা কাজ করবে না কিংবা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, তখন এই মনোরেল লাইফলাইনের কাজ করবে। দ্রুত আহতদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রেও মনোরেলের উপযোগিতা বলার মতো।

# তীর্থে গিয়ে নিখোঁজ সরবজিৎ এখন নুর

**চণ্ডীগড়, ১৫ নভেম্বর :** পাকিস্তানে ফের ধর্মান্তিরণ করা হয়েছে এক ভারতীয় মহিলার। এমন অভিযোগ উঠেছে। তিনি ছিলেন তীর্থযাত্রী।

গুরু নানকের ৫৫৫তম জন্মবর্ষ উপলক্ষ্যে এসজিপিসি-র পাঠানো শিখ তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে পাকিস্তানে গিয়েছিলেন পঞ্জাবের কাপুরথালার সরবজিৎ কৌর। তাঁরা ওয়াঘা সীমান্ত পেরিয়ে পাকিস্তানে যান ৪ নভেম্বর। ভারতীয় তীর্থযাত্রীরা ১৩ নভেম্বর দেশে ফিরলেও সরবজিৎ ফেরেননি। তাঁর হদিস না পাওয়ায় ঘটনাটিকে নিখোঁজ হিসেবে ধরা হয়। তবে তার পরে পরেই উর্দুতে প্রকাশিত এক নিকাহনামা থেকে জানা গিয়েছে, ৫২ বছর বয়সি সরবজিৎ ইসলাম ধর্ম নিয়ে এক স্থানীয়কে বিয়ে করেছেন। ধর্মান্তিরণের পর তাঁর নাম হয়েছে নুর। বিবাহ নথিতে লাহোরের কাছে শেখপুরার বাসিন্দা নাসির হুসেনকে তাঁর বিয়ে করার কথা রয়েছে নথিতে।

সরবজিতের ধর্মান্তিরণ, পাকিস্তানিকে বিয়ে করার খবর জানার সঙ্গে সঙ্গে অভিবাসন দপ্তর পঞ্জাব পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে। সরকারি সূত্র জানিয়েছে, লাহোরের ভারতীয় দূতাবাস বিষয়টি পাক কর্তৃপক্ষকে জানায়। দুই সন্তানের মা সরবজিৎ ডিভোর্সি। তাঁর প্রাক্তন স্বামী কার্নেল সিং থাকেন ইংল্যান্ডে। প্রায় তিন দশক ধরে ইংল্যান্ডে রয়েছেন কার্নেল। সরবজিৎ কৌরের পাসপোর্ট হয়েছে পঞ্জাবের মুক্তেশ্বর জেলা থেকে। পাক কর্তৃপক্ষের কোনও বক্তব্য জানা যায়নি।

# কর্মক্ষেত্র-প্রশাসন বদলে দিচ্ছে এআই

**হায়দরাবাদ, ১৫ নভেম্বর :** আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম মেধা (এআই) কীভাবে কর্মক্ষেত্র, প্রশাসন ও সাধারণ জনজীবনকে নতুন করে ঢেলে সাজাচ্ছে, সেই বিষয়ে আলোচনা করতে সম্প্রতি তেলেঙ্গানায় আয়োজিত হল 'ডিজিটাল সিটিজেন সামিট'।

আলোচনাপর্বে 'এআই' ব্যবহারের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা এবং এর সীমাবদ্ধতা নিয়ে নানাবিধ বিষয় উঠে আসে। প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা একমত হন যে, এআই এখন কেবল ভবিষ্যতের প্রযুক্তি নয়, এটা বর্তমান জীবনযাত্রার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গও বটে। সরকারি পরিষেবাগুলিকে আরও দ্রুত ও স্বচ্ছ করার ক্ষেত্রে এআই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে, যার

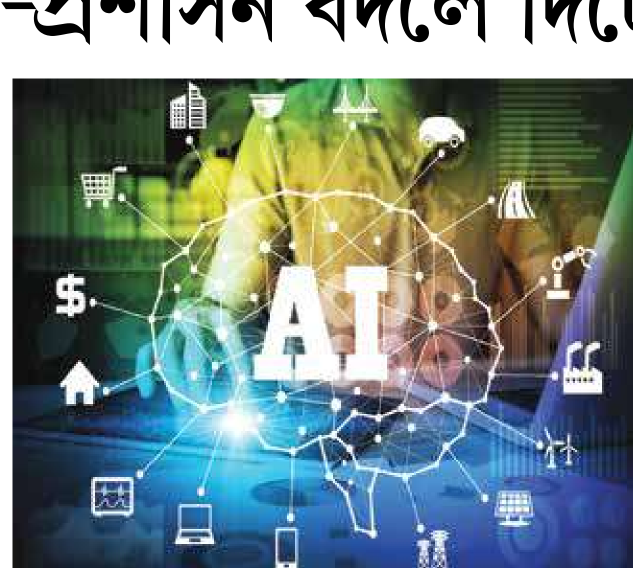


ফলে নাগরিকদের অভিজ্ঞতা আরও উন্নত হচ্ছে।

আয়োজক সংস্থা 'কমনস কালেক্টিভ'-এর তরফে মূল উদ্যোক্তা ডিজিটাল সাংবাদিক রোশনা আরফা আলি বলেন, 'আমাদের মূল লক্ষ্য হল এআই-এর মাধ্যমে সরকারি পরিষেবাগুলিকে অবাধে এবং সকলের জন্য সহজলভ্য করে তোলা, যাতে প্রযুক্তি সমাজের সকলের জন্য সমান সুযোগ তৈরি করতে পারে।' এআই-এর ব্যাপক ব্যবহারের সঙ্গেই ডেটা নিরাপত্তা, কাজের ক্ষেত্র পরিবর্তন এবং প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধ করার মতো গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জগুলিও সামনে আসছে। সেই বিষয়ে সাধারণ মানুষকে অবগত করার গুরুত্ব সম্মেলনে তুলে ধরা হয়।

**ইতিহাসের পথে...** ২০০০ সালে মাত্র সাতদিনের জন্য বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন নীতীশ কুমার। তারপর ২০০৫ থেকে প্রায় কুড়ি বছর কুর্সিতে তিনি। আরও পাঁচ বছর চেয়ারে থাকলে দেশ সবথেকে বেশি সময় মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে থাকার রেকর্ড যাবে তাঁর ঝুলিতে।

| পবন কুমার চামলিং | নবীন পট্টনায়ক | জ্যোতি বসু | জগং আপং | লাল থানহাওলা | বীরভদ্র সিং | মানিক সরকার | নীতীশ কুমার | এম করুণানিধি | প্রকাশ সিং বাদল |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (এসডিএফ) সিকিম | (বিজেডি) ওড়িশা | (সিপিএম) পশ্চিমবঙ্গ | (কংগ্রেস, এসি, ইউডিএফ, বিজেপি) অরুণাচলপ্রদেশ | (কংগ্রেস) মিজোরাম | (কংগ্রেস) হিমাচলপ্রদেশ | (সিপিএম) ত্রিপুরা | (জেডিইউ) বিহার | (ডিএমকে) তামিলনাড়ু | (এসএডি) পঞ্জাব |
| ২৪ বছর | ২৪ বছর | ২৩ বছর | ২২ বছর | ২২ বছর | ২১ বছর | ১৯ বছর | ১৯ বছর | ১৮ বছর | ১৮ বছর |
| ১৬৬ দিন | ৯৯ দিন | ১৩৮ দিন | ২৫০ দিন | ৫৯ দিন | ১৩ দিন | ৩৬৩ দিন | ৮৩ দিন | ৩৬২ দিন | ৩৫০ দিন |

# জয়ে সন্ধি নীতীশ-চিরাগের

**পাটনা, ১৫ নভেম্বর :** নিরঙ্কুশ বিজয়ের পর এবার অপেক্ষা নতুন সরকার গঠনের। কে হবেন সেই সরকারের মুখ্যমন্ত্রী, কারা মন্ত্রীসভায় ঠাঁই পাবেন, জল্পনা বাড়ছে। নীতীশ কুমার দশমবারের জন্য বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন কি, চর্চা তুঙ্গে। আগামী সপ্তাহেই রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে বিদায়ি সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ইস্তফা দিতে পারেন নীতীশ কুমার। নতুন সরকারের শপথের আলোচনা হতে পারে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কর্মসূচির কথা মাথায় রেখে বিহারে নতুন সরকারের শপথের দিন ধার্য হবে। বিদায়ি বিধানসভার মেয়াদ শেষ হচ্ছে ২২ নভেম্বর। তার আগেই নতুন সরকার শপথ নেবে বলে খবর।

শনিবার মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের ১ নম্বর অ্যানে মার্গের বাসভবনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন চিরাগ পাসোয়ান। দুই নেতার এহেন সৌজন্য সাক্ষাত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, নীতীশ কুমারের সঙ্গে এলজেপি (রামবিলাস) সুপ্রিমো চিরাগ পাসোয়ানের দ্বৈরথ বরারবরই। চিরাগ গতবারের মতো এবারও জেডিইউয়ের ভোট কাটবে - শঙ্কা ছিল খোদ এনডিএ-র অন্দরেই। কিন্তু শুক্রবার এনডিএ যেভাবে ২০০-আসনের গণ্ডি টপকে বিহার বিধানসভায় নিরঙ্কুশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে, তার নেপথ্যে জেডিইউ-এলজেপি (রামবিলাস)-এর সন্ধিকেই কৃতিত্ব দিচ্ছেন পাটনার রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। এদিন এনডিএ-র বিপুল জয়ের জন্য জেডিইউ সুপ্রিমোকে অভিনন্দন জানান চিরাগ।

পরে সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, 'আমি আজ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছি। ওঁকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছি। নীতীশ কুমারের নেতৃত্বে এনডিএ ঐতিহাসিক বিজয় পেয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী এনডিএ-র জয়ের জন্য প্রতিটি শরিক দলের অবদান মেনে নেওয়ায় আমি খুশি।' চিরাগের কথায়, 'যাঁরা জেডিইউ ও এলজেপি (রামবিলাস)-কে নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছিলেন তাঁরা শুধুই মিথ্যাচার করছিলেন। ২০২০ সালে এলজেপি (রামবিলাস)-এর ভরাডুবির জন্য অনেকেই দায়ী ছিলেন। আমি আমার দলের পুনরুত্থানের জন্য এবার লড়াইয়ে নেমেছিলাম। আমি এনডিএ-র পারফরমেন্সে খুশি।'

এবার মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে নীতীশকে তুলে ধরা নিয়েও আপত্তি ছিল চিরাগের। বিহারের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি নিয়েও একাধিকবার সমালোচনা করেছিলেন তিনি। কিন্তু দিনের শেষে এনডিএ ঐক্যবদ্ধ থাকায় ভোট ভাগাভাগি হয়নি। তারই ফলে এনডিএ এবার নিরঙ্কুশ হয়ে সরকার গড়তে চলেছে।

এদিকে এনডিএ-তে যখন ফিল গুড চলছে তখন প্রধান বিরোধী দল আরজেডির তরফে আচমকা দার্শনিক বার্তা শোনা গিয়েছে। শনিবার দলের তরফে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করা হয়েছে, 'জনসেবা একটি চলমান প্রক্রিয়া। একটি অন্তহীন যাত্রা। এতে ওঠাপড়া লেগেই থাকে। পরাজয়ের কোনও দুঃখ নেই। জয়েও কোনও অহংকার নেই। রাষ্ট্রীয় জনতা দল গরিবদের দল। গরিবদের মধ্যে থেকে তাঁদের জন্য সরব হওয়া জারি রাখবে।' লালুর দল এবার মাত্র ২৫টি আসন পেয়েছে। যদিও তেজস্বী যাদব দলের ভরাডুবির জন্য রিগিংয়ের তত্ত্ব হাজির করেছেন। তিনি বলেন, 'ক্ষমতা, সিস্টেম, এজেন্সি এবং অর্থবলের সাহায্যে রিগিং করা যেতে পারে।' আরজেডি অবশ্য বিজেপি ও জেডিইউয়ের থেকে ভোটের হারে এগিয়ে রয়েছে। সেদিক থেকে তাদের কোটিপতি দল বলা যেতে পারে। আরজেডি ১.১৫ কোটি ভোট পেয়েছে। শতাংশের হিসেবে ২৩ শতাংশ ভোট। বিজেপি ৮৯টি আসন পেয়ে একক বৃহত্তম দল হয়েছে ঠিকই। কিন্তু তারা ২০.০৮ শতাংশ ভোট পেয়েছে। ১,০০,৮১,১৪৩ জন ভোটার তাদের ভোট দিয়েছে। অপরদিকে জেডিইউকে ভোট দিয়েছে ৯৬,৬৭,১১৮ জন অর্থাৎ ১৯.২৫ শতাংশ ভোট পেয়েছে তারা।

অনেক দিন পর... একসঙ্গে ফ্রেমবন্দি নীতীশ কুমার ও চিরাগ পাসোয়ান।

> ২০২০ সালে এলজেপির ভরাডুবির জন্য অনেকেই দায়ী ছিলেন। আমি আমার দলের পুনরুত্থানের জন্য এবার লড়াইয়ে নেমেছিলাম। আমি এনডিএ-র পারফরমেন্সে খুশি।
>
> **চিরাগ পাসোয়ান**

> জনসেবা চলমান প্রক্রিয়া। ওঠাপড়া লেগেই থাকে। হারে কোনও দুঃখ নেই, জয়েও অহংকার নেই। রাষ্ট্রীয় জনতা দল গরিবদের মধ্যে থেকে তাঁদের জন্য সরব হওয়া জারি রাখবে।
>
> **তেজস্বী যাদব**

## গুজরাটেও বিহার চর্চা মোদির

**সুরাট, ১৫ নভেম্বর :** বিহারে ২০০-পারের উচ্ছ্বাস গুজরাটে দাঁড়িয়েও বুঝিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শনিবার সুরাটে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। সেখানে বিহার ও বিহারিদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন মোদি। সুরাটে বসবাসকারী বিহারিদের বিশাল জমায়েতে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বিহারের ট্যালেন্ট সারাদেশে দেখা যায়। বিহারীদের তাই রাজনীতির শিক্ষা দেওয়া উচিত নয়। বিহারীদেরই বরং গোটা বিশ্বকে রাজনীতি শেখানোর ক্ষমতা রয়েছে।'

> বিহারের ট্যালেন্ট সারাদেশে দেখা যায়। বিহারিদের তাই রাজনীতির শিক্ষা দেওয়া উচিত নয়। বিহারিদেরই বরং গোটা বিশ্বকে রাজনীতি শেখানোর ক্ষমতা রয়েছে।
>
> **নরেন্দ্র মোদি**

বিহারের ঐতিহাসিক জয়ের উল্লেখ করে মোদি বলেন, 'বিহার আজ সারাবিশ্বে বিখ্যাত হয়ে গিয়েছে। বিহারের মহিলা ও তরুণ সম্প্রদায় আগামী দশকের রাজনীতির ভিত্তিকে মজবুত করেছে। এনডিএ ও মহাজোটের মধ্যে ১০ শতাংশ ভোটের ফারাক বুঝিয়ে দিয়েছে উন্নয়নকে স্পষ্ট অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। বিহারের মানুষ জাতপাতের রাজনীতি এবং সাম্প্রদায়িকতার বিষকে প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছে। তার বদলে উন্নয়নের প্রতি সংকল্পবদ্ধ একটি সরকারকে তারা সমর্থন করেছে। সমাজের সমস্ত বর্গের মানুষ এনডিএ-কে সমর্থন করেছে।' এদিনও কংগ্রেস-আরজেডিকে নিশানা করেন মোদি। নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ভোট চুরির অভিযোগকে খারিজ করে তিনি বলেন, কেন বিরোধীদের ভরাডুবি হল তার ব্যাখ্যা তারা দিতে পারছে না। তাই ইভিএম, নির্বাচন কমিশন এবং ভোটার তালিকাকে দোষারোপ করছে তারা। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে গালাগালি দেওয়ার অভ্যাস তৈরি হয়ে গিয়েছে।

বিহারে ঐতিহাসিক জয়ের পর গুজরাটের একটি মন্দিরে পুজো দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শনিবার।

# বিপর্যয়ের কারণ হাতড়াচ্ছে কংগ্রেস

**নয়াদিল্লি, ১৫ নভেম্বর :** বিহারে কংগ্রেস শেষবার সম্মানজনক ফল করেছিল ৩৫ বছর আগে। সেই বার অবিভক্ত বিহারে ৭১টি আসন পেয়েছিল কংগ্রেস। কিন্তু তারপর থেকে লাগাতার মগধভূমে ব্যর্থতা সঙ্গী হয়ে গিয়েছে হাত শিবিরের। আরজেডি-র শরিক দল হিসেবে অতিরিক্ত আসনের দাবিতে মাঝেমধ্যে সুর চড়ালেও শেষমেশ লালুপ্রসাদ যাদবের সামনে মাথানত করেই থাকতে হয়েছে শতাব্দীপ্রাচীন দলকে। কিন্তু এবার ভোট চুরির অভিযোগ এবং ভোটার অধিকার যাত্রাকে সামনে রেখে হাওয়া ঘোরানোর আশায় বুক বেঁধেছিলেন রাহুল গান্ধি। আরজেডির ছত্রছায়া থেকে বেরিয়ে এসে দল যাতে আবার নিজের পায়ে উঠে দাঁড়াতে পারে, সেজন্য পৃথকভাবে আন্দোলনের রাস্তাতেও নেমেছিল কংগ্রেস। আরজেডি-র সঙ্গে সমান্তরালভাবে বিহারের মানুষের জন্য একগুচ্ছ রঙিন প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল তারা। কিন্তু তারপরও রাজ্যে ৬১টি আসনে লড়ে মাত্র ৬টি আসন ও ৮.৭১ শতাংশ ভোট ঝুলিতে আসায় প্রশ্নের মুখে পড়েছে কংগ্রেস।

বিজেপি তো বটেই, কংগ্রেসের নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ইন্ডিয়া জোটের অন্দরেও। হাত শিবির অবশ্য সেসব গায়ে মাখতে নারাজ। উলটে তারা পুনরায় এসআইআর এবং ভোট চুরির অভিযোগকে সামনে রেখেই পালটা আক্রমণের পথে হেঁটেছে। বিহারে হারের কারণ খুঁজতে শনিবার কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের বাসভবনে রুদ্ধদ্বার বৈঠক বসেছিল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, কেসি বেণুগোপাল, বিহারে দলের ইনচার্জ কৃষ্ণ আলাভারু, অজয় মাকেন প্রমুখ। বৈঠকের পর বেণুগোপাল বলেন, 'বিহারে যে ফল হয়েছে, সেটা আমাদের সবার কাছে অবিশ্বাস্য। ৯০ শতাংশ স্ট্রাইক রেট ভারতের ইতিহাসে নজিরবিহীন।' নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে তাঁর তোপ, 'গোটা ভোটপ্রক্রিয়া নিয়েই প্রশ্ন রয়েছে। নির্বাচন কমিশন পুরোপুরি একপেশে। কোনওরকম স্বচ্ছতা নেই। বিহারের জনতা এবং আমাদের জোট শরিকদের কেউই এই ফল বিশ্বাস করছেন না। আমরা তথ্য সংগ্রহ করছি এবং বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণের পর আগামী ১ থেকে ২ সপ্তাহের মধ্যে অকাট্য প্রমাণ পেশ করব।'

### এসআইআর ও ভোট চুরিকে দোষ

রাহুল গান্ধি অবশ্য এদিন সাংবাদিকের প্রশ্নের কোনও উত্তর দিতে চাননি। তবে শুক্রবার ফল প্রকাশের পর রাতে সমাজমাধ্যমে পুনরায় ভোট চুরির অভিযোগে শান দিয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য, 'বিহারের ফলাফল সত্যিই বিস্ময়কর। যে নির্বাচন শুরু থেকেই পক্ষপাতদুষ্ট ছিল, তাতে আমরা জিততে পারিনি।' অপরদিকে খাড়গে বলেন, 'আমরা জনাদেশকে সম্মান করি। কিন্তু সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলির অপব্যবহার করে যে সমস্ত শক্তি গণতন্ত্রকে দুর্বল করছে, আমাদের তাদের বিরুদ্ধে লড়াই জারি রাখতে হবে।' কিন্তু কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্ব যতই সাফাই দিন, কিছু তথ্য হাতশিবিরকে অস্বস্তিতেই রেখেছে। কেরল প্রদেশ কংগ্রেস শনিবার অভিযোগ করেছে, যে ২০২টি আসনে এনডিএ জিতেছে তার মধ্যে অন্তত ১২৮টি আসনে এসআইআরের পর বিপুল সংখ্যক ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েছে।

যদিও অপর একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, রাহুল গান্ধির নেতত্বে ১৩০০ কিলোমিটার পথ জুড়ে যে ভোটার অধিকার যাত্রা বেরিয়েছিল, তা মোট ৩১টি বিধানসভা আসনের মধ্যে দিয়ে গিয়েছিল। ওই ৩১টি আসনের মধ্যে মাত্র ১টি আসনে জয়ী হয়েছে কংগ্রেস। বাকি ১৮টিতে জয়ী হয়েছে বিজেপি। ৭টিতে জেডিইউ, হাম (এস) ও আরএলএম ২টি করে এবং এলজেপি (রামবিলাস) একটি আসনে জয়ী হয়েছে। আরজেডি, বামেরা একটিও আসন পায়নি। এই পরিস্থিতিতে শুধুই ভোট চুরি বা এসআইআর ইস্যুতে শান দিয়ে কতটা লাভ হবে তা নিয়ে সংশয়ে রয়েছেন কংগ্রেসের নীচুতলার কর্মীরা।

## তিন যাত্রীকে পিষল বাস

**স্টকহোম, ১৫ নভেম্বর :** সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে একটি ডবল ডেকার বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসস্টপে ঢুকে পিষে দিল তিন ব্যক্তিকে। আহত হয়েছেন আরও তিনজন। ঘটনাটি ঘটেছে ভালহাল্লাভেগেনে। ওই সময় সেখানে অপেক্ষা করছিলেন কয়েকজন যাত্রী। পথচারীরাও ছিলেন। বাসটিতে কোনও যাত্রী ছিলেন না। প্রধানমন্ত্রী উলফ ক্রিস্টারসন ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন।

## সংখ্যালঘু ভোট ভাগের 'ফসল' এনডিএ'র ঘরে

**পাটনা, ১৫ নভেম্বর :** ঠিক যেন ৫ বছর আগের পুনরাবৃত্তি। সেইবারও পশ্চিমবঙ্গে ঘেঁষা বিহারের সীমাঞ্চলে কংগ্রেসের সংখ্যালঘু ভোটে থাবা বসিয়ে ছিল আসাদউদ্দিন ওয়াইসির এআইমিম। এবারও তার ব্যতিক্রম ঘটল না। শুক্রবারের ভোটের ফল বলছে, এবার মিম এই এলাকার ২৪টি আসনের মধ্যে ৫টি দখল করেছে। যা গতবারের সমান। বিপরীতে মাত্র ৪টি আসনে জয়ী হয়েছেন কংগ্রেস প্রার্থীরা। তবে মর্যাদার লড়াই রাহুল গান্ধির দল কিশনগঞ্জ আসনটি ধরে রেখেছে। মাত্র একটিতে জয় পেয়েছে আরজেডি। কংগ্রেস-আরজেডি জোট ও মিমের মধ্যে ভোট কাটাকাটির সুযোগে ১৪টি আসনে জিতেছেন এনডিএ প্রার্থীরা। সবচেয়ে লাভবান নীতীশ কুমারের জেডিইউ। ২টি আসনে খুব কম ব্যবধানে নীতীশ কুমারের প্রার্থীরা জয় পেয়েছেন। জোকিহাট, বাহাদুরগঞ্জ, ঠাকুরগঞ্জ, কোচাধামান ও আমৌরে জয়ী হয়েছে ওয়াইসির দল।

### সীমাঞ্চল

২০২০-র বিধানসভা ভোটে সীমাঞ্চলে ১২টি আসন দখল করেছিল এনডিএ। মহাগঠবন্ধন ৭টি আসনে জিতেছিল। অপ্রত্যাশিতভাবে মিম জেতে ৫টিতে। পরে অবশ্য মিমের ৪ বিধায়ক দল ছেড়ে আরজেডিতে শামিল হন। কিন্তু তাতে যে তৃণমূলস্তরে ওয়াইসির ভোটব্যাংকে ফাটল ধরেনি, তা সদ্য সমাপ্ত ভোটে বোঝা গিয়েছে। কিশনগঞ্জ অঞ্চলে মুসলিম জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশি, ৬৭.৮ শতাংশ। কাটিহারে তা ৪৪.৪ শতাংশ। আরারিয়া ও পূর্ণিয়ায় যথাক্রমে ৪২.৯ শতাংশ এবং ৩৮.৪৬ শতাংশ। এমন একটি এলাকায় প্রধান বিরোধী জোটের খারাপ ফলের জন্য সংখ্যালঘু ভোট ভাগই যে দায়ী, তা মেনে নিয়েছেন কংগ্রেস ও আরজেডি নেতারা। বিহারে নজিরবিহীন খারাপ ফল সত্ত্বেও কংগ্রেস অবশ্য সীমাঞ্চলে তুলনায় ভালো অবস্থায় রয়েছে। রাজ্যে দলের ৬ বিধায়কের দুই-তৃতীয়াংশই এখান থেকে জয়ী হয়েছেন।

একঝাঁক ইচ্ছেডানা... জব্বলপুরের নর্মদা নদীতে পরিযায়ী পাখির দল। শনিবার।

## রাজনীতি ছাড়লেন লালু-কন্যা

**পাটনা, ১৫ নভেম্বর :** ভোটে ভরাডুবির ধাক্কায় ঘর ভাঙল আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদবের। শনিবার লালু-কন্যা রোহিনী আচার্য রাজনীতি ছাড়ার কথা ঘোষণা করেন। একইসঙ্গে পরিবারের সঙ্গেও যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করার বার্তা দিয়েছেন তিনি। এক্সে একটি পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'আমি রাজনীতি ছাড়ছি এবং আমার পরিবারের সঙ্গেও সম্পর্ক ছিন্ন করছি। এটাই সঞ্জয় যাদব ও আমার স্বামী রামিজ আলম আমাকে করতে বলেছিলেন আর আমি সমস্ত দোষ নিজের ঘাড়ে নিচ্ছি।' আরজেডির সঙ্গে রোহিনীর সম্পর্কে টানাপোড়েন চলছিল ভোটের আগে থেকেই। বেশ কয়েক মাস আগে থেকেই আরজেডি, লালু এবং তেজস্বী যাদবের এক্স হ্যান্ডেল আনফলো করেছিলেন তিনি।

### যদুবংশে ভাঙন

দলের বিরুদ্ধে প্রায়ই ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা গিয়েছিল পেশায় চিকিৎসক রোহিনীকে। এর আগে লালুপ্রসাদ যাদব যখন তাঁর বড়োছেলে তেজপ্রতাপকে ত্যাজ্যপুত্র করেছিলেন তখনও সুর চড়াতে শোনা গিয়েছিল রোহিনীকে। আরজেডির প্রচারের বাসে তেজস্বীর নির্ধারিত আসনে তাঁর পরামর্শদাতা সঞ্জয় যাদবের বসা নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন রোহিনী। অথচ ২০২২ সালে রোহিনী তাঁর একটি কিডনি নিজের বাবা লালুপ্রসাদ যাদবকে দান করেছিলেন। তা নিয়েও যথেষ্ট বিতর্ক হয়েছিল সেই সময়।

## ফল বেরোতেই শাস্তি বিজেপি নেতাদের

**নয়াদিল্লি ও পাটনা, ১৫ নভেম্বর :** মগধভূম জয়ের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই দলের বেসুরো নেতানেত্রীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করল বিজেপি। শনিবার প্রাক্তন কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎমন্ত্রী তথা আরার প্রাক্তন সাংসদ আরকে সিংকে সাসপেন্ড করেছে বিজেপি। যদিও তাঁর বিরুদ্ধে দলবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগ তুলেছে গেরুয়া শিবির। বিহার বিধান পরিষদের সদস্য অশোককুমার আগরওয়াল এবং কাটিহারের মেয়র ঊষা আগরওয়ালকে দলবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে সাসপেন্ড করেছে বিজেপি। তিনজনের বিরুদ্ধেই বারবার দলের শৃঙ্খলা ভাঙার অভিযোগ উঠেছিল।

আরকে সিংকে সাসপেন্ড করার ঘটনার নেপথ্যে অবশ্য আদানি গোষ্ঠীর দুর্নীতির অভিযোগ কাজ করেছে বলে মনে করা হচ্ছে। এদিন আরকে সিংকে একটি শোকজ নোটিশও পাঠিয়েছে বিজেপি। ২০১৭ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত কেন্দ্রে বিদ্যুৎমন্ত্রী ছিলেন আরকে সিং। তখন ভাগলপুরে একটি ২৪০০ মেগাওয়াটের বিদ্যুৎপ্রকল্প আদানি পাওয়ার লিমিটেডের হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বিহারের এনডিএ সরকার। আরকে সিং অভিযোগ করেছিলেন, এর নেপথ্যে ৬০-৬২ হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে। সরকার প্রতি ইউনিট পিছু ৬ টাকা দরে বিদ্যুৎ কিনতে বাধ্য হয়েছে বলেও অভিযোগ করেছিলেন তিনি। এবার ভোটের সময়ও আরকে সিং লাগাতার এনডিএ-র তরফে অপরাধের সঙ্গে যুক্ত প্রার্থীদের ভোট না দেওয়ার আর্জি জানিয়েছিলেন। বিহারে আদর্শআচরণ বিধি ঠিকমতো কার্যকর না করার জন্যও নির্বাচন কমিশনকে আক্রমণ করেছিলেন তিনি।

# সব দলে কোটিপতির ছড়াছড়ি

**পাটনা, ১৫ নভেম্বর :** বিহারের সদ্য নির্বাচিত বিধানসভার অধিকাংশ সদস্যই কোটিপতি। অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস (এডিআর) এবং ইলেকশন ওয়াচ-এর একটি সাম্প্রতিক বিশ্লেষণমূলক প্রতিবেদনে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, বিহারের নতুন বিধায়কদের প্রায় ৯০ শতাংশই কোটি টাকার বেশি সম্পত্তির মালিক।

এডিআর এবং ইডব্লিউ-এর যৌথ বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, মোট ২৪৩ জন বিধায়কের মধ্যে ২১৮ জন (৯০ শতাংশ) তাঁদের নির্বাচনি হলফনামায় এক কোটি টাকার বেশি সম্পত্তির কথা ঘোষণা করেছেন। এটি গত বিধানসভার বিধায়কদের তুলনায় ৯ শতাংশ বেশি। ২০২০ সালে এই সংখ্যাটি ছিল ১৯৪ জন (৮১ শতাংশ)।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, বিধায়কদের গড় সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে। পাঁচ বছর আগে এই গড় সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ৪.৩২ কোটি টাকা, যা বর্তমানে প্রায় ৯.২ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। এই পরিসংখ্যান রাজ্যের জনপ্রতিনিধিদের আর্থিক প্রোফাইলে এক বিশাল উল্লম্ফনকে তুলে ধরছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, জনতা দল ইউনাইটেড (জেডিইউ)-এর বিধায়কদের গড় সম্পত্তির পরিমাণ সর্বোচ্চ—৯.৫৩ কোটি টাকা। এর ঠিক পরেই রয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি), যাদের বিধায়কদের গড় সম্পত্তি ৮.৬৮ কোটি টাকা। অন্যান্য প্রধান দলগুলির মধ্যে রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি)-র বিধায়কদের গড় সম্পত্তি ৫.৮০ কোটি এবং কংগ্রেসের গড় সম্পত্তি ৪.৮২ কোটি টাকা।

এই রিপোর্টটি বিহারের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের ক্রমবর্ধমান আর্থিক সক্ষমতার দিকে আলোকপাত করেছে। যাতে সাধারণ মানুষের সঙ্গে বিধায়কদের মধ্যে তৈরি হওয়া আর্থিক বৈষম্যের চিত্রটি বেআব্রু হয়ে গিয়েছে।

অর্থ সংবাদ

# নিফটি বিজ
# আকর্ষণীয় রিটার্ন দিতে পারে

**কৌশিক রায়**
**(বিশিষ্ট ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার)**

এই মুহূর্তে দেশে যতগুলি লগ্নির বিকল্প রয়েছে তার মধ্যে সব থেকে বেশি রিটার্নের সুযোগ রয়েছে শেয়ার বাজারে। এখানে ঝুঁকি যেমন বেশি, তেমনই রিটার্নও অন্যান্য বিকল্পের তুলনায় বহুগুণ হতে পারে। তবুও ঝুঁকির কারণে অনেকেই এড়িয়ে চলেন শেয়ার বাজারকে। আর এক আকর্ষণীয় বিকল্প মিউচুয়াল ফান্ডও ঝুঁকিপূর্ণ। তবে মিউচুয়াল ফান্ডে রিটার্ন বেশি পাওয়া যায়। মিউচুয়াল ফান্ডে এসআইপি করলে ঝুঁকি অনেকটাই কমে। এই দুইয়ের আদর্শ বিকল্প হতে পারে নিফটি বিজ। এটি এক ধরনের এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড (ইটিএফ)।

নিফটি ৫০ সূচকের অন্তর্গত ৫০টি শেয়ারের ওঠানামার ওপর ভিত্তি করে ওঠানামা করে নিফটি বিজ। প্রত্যক্ষভাবে শেয়ার বাজারের কোনও স্টকে বিনিয়োগ না করেও নিফটি বিজের মাধ্যমে শেয়ার বাজারের মতো মুনাফা করা যায়।

## নিফটি বিজ কী?

নিফটি বিজ হল একটি এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড (ইটিএফ)। ২০০১-এ বেঞ্চমার্ক অ্যাসেট ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে প্রথম এই ইটিএফ ভারতে চালু করা হয়। এখন এটি নিপ্পন ইন্ডিয়া মিউচুয়াল ফান্ডের অন্তর্গত।

ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জে (এনএসই) এবং বিএসই-তে নিফটি বিজ কেনাবেচা করা যায়। শেয়ার এবং মিউচুয়াল ফান্ডের নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণে কাজ করে নিফটি বিজ।

## কীভাবে কাজ করে নিফটি বিজ?

ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের মূল সূচক হল নিফটি। ৫০টি শেয়ার নিয়ে নিফটি তৈরি করা হয়েছে। পরোক্ষভাবে এই শেয়ারে বিনিয়োগ করে নিফটি বিজ। এটি নিফটির গঠন অনুযায়ী তৈরি করা হয়েছে এবং নিফটির অন্তর্গত প্রতিটি স্টকের জন্য একই অনুপাত বজায় রাখে। লিকুইডিটির উদ্দেশ্যে অবশ্য তহবিলের সামান্য অংশে এই অনুপাত নাও মানা হতে পারে।

## কীভাবে বিনিয়োগ করবেন?

শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করতে হলে যা প্রয়োজন, নিফটি বিজের ক্ষেত্রেও তাই। প্রথমেই আপনাকে ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট এবং কোনও স্টক ব্রোকারের কাছে ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট করতে হবে। এই দুই অ্যাকাউন্ট থাকলে যে কোনও স্টকের মতো নিফটি বিজ কেনাবেচা করা যায়। এনএসই এবং বিএসই—দুই স্টক এক্সচেঞ্জেই নিফটি বিজ ট্রেড করা যায়।

## নিফটি বিজ-এর সুবিধা

নিফটি বিজে বিনিয়োগের একাধিক সুবিধা রয়েছে

- নিফটি বিজে লগ্নি শেয়ার বাজারের তুলনায় কুম ঝুঁকিপূর্ণ।
- সহজেই স্টক এক্সচেঞ্জে কেনাবেচা করা যায়।
- দৈনন্দিন কেনাবেচা করারও সুবিধা পাওয়া যায়।
- নিফটি বিজে লগ্নিতে খরচ কম হয়।
- নিফটি বিজে লিকুইডিটি বেশি। তাই বিক্রি করতে কোনও অসুবিধা হয় না।
- নিফটি বিজে লগ্নি স্বচ্ছ। প্রতিটি স্টকে তহবিলের হোল্ডিং সহজেই জানা যায়।

## নিফটি বিজ-এর অসুবিধা

নিফটি বিজে বিনিয়োগের আগে এর সম্ভাব্য অসুবিধা বিবেচনা করাও গুরুত্বপূর্ণ। এই লগ্নিতে মূল অসুবিধা হল মিউচুয়াল ফান্ডের তুলনায় কম রিটার্ন। বিগত পাঁচ বছরে গড়ে বার্ষিক ১২-২০ শতাংশ রিটার্ন দিয়েছে নিফটি বিজ। আপনার আর্থিক লক্ষ্য বিবেচনা করে তবেই লগ্নির সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

## নিফটি বিজ-এর অন্যান্য বৈশিষ্ট্য

- এটি দেশের প্রথম ইটিএফ। ২০০১-এর ২৮ ডিসেম্বর চালু হয়েছিল নিফটি বিজ।
- নিপ্পন ইন্ডিয়া মিউচুয়াল ফান্ড নিফটি বিজ পরিচালনা করে।
- নিফটি বিজের জন্য এনএসই-র ব্যবসার ওপর ভিত্তি করে রিয়েল টাইম ন্যাভ গণনা করা হয়।
- অন্যান্য ইটিএফের তুলনায় নিফটি বিজ কেনাবেচায় খরচ অনেকটাই কম।

## নিফটি বিজ এবং আয়কর

নিফটি বিজ থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ করযোগ্য। এক বছরের কম সময়ের বিনিয়োগে ১৫ শতাংশ স্বল্পমেয়াদি মূলধন লাভ কর দিতে হয়। বিনিয়োগ এক বছরের বেশি হলে ১০ শতাংশ কর ধার্য করা হয়।

সব আশঙ্কা উড়িয়ে দিয়ে নিফটি সর্বকালীন উচ্চতার (২৬,২৬৬) কাছে পৌঁছে গিয়েছে। সামনে অনেক বাধা থাকলেও আগামী এক বছরে নিফটি ১০-২০ শতাংশ রিটার্ন দিতে পারে। আগামী ৫-৭ বছরে নিফটি ৫০ হাজারে পৌঁছে যেতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছেন অনেক বিশেষজ্ঞই। এই বিষয়টি মাথায় রেখে আজ থেকেই লগ্নি শুরু করা যেতে পারে। এককালীন লগ্নি না করে এসআইপি করলে ঝুঁকি কমার পাশাপাশি রিটার্নের অঙ্কও আরও বেশি হতে পারে। তবে যে কোনও বিনিয়োগের আগে আপনার ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা, বিনিয়োগের মেয়াদ, আর্থিক লক্ষ্য পর্যালোচনা করতে হবে। প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়াও জরুরি।

**সতর্কীকরণ :** লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

# বিশ্বজুড়ে শেয়ার বাজারগুলিতে পতন
## এআই বুদবুদ কতটা ক্ষতি করবে?

**বোধিসত্ত্ব খান**

মোটামুটি যে কারণগুলি থাকলে একটি শেয়ার বাজারে উত্থান আসা উচিত, ভারতীয় শেয়ার বাজারের ক্ষেত্রে সেইসব কারণই উপস্থিত। অথচ সর্বকালীন উচ্চতার খুব কাছ থেকে বার বার আশাহত হয়ে ফিরে যেতে হচ্ছে বাজারকে। আন্তর্জাতিক বাজারে সস্তা জ্বালানি তেল (প্রতি ব্যারেল ৫৩৪৪ টাকা), দারুণ কম কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্স ইনফ্লেশন (অক্টোবরে ০.২৫ শতাংশ), জিডিপি বৃদ্ধি (৬.৫ শতাংশের কাছে), আমেরিকার সঙ্গে সম্ভাব্য বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদনা (এই বছরের মধ্যে), এইচ১বি ভিসা নিয়ে আমেরিকার নরম সুর—এইসব কিছুই ভারতের পক্ষে। কিন্তু আমেরিকার শেয়ার বাজারে যে নিরন্তর পতন চলছে তার সরাসরি প্রভাব পড়ছে বিশ্বের বিভিন্ন শেয়ার বাজারে। এশিয়ার বিভিন্ন বাজার যেমন, নিক্কেই ২২৫, কসপি, হ্যাংসেং সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমেরিকার যে কোম্পানিগুলি আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে কাজ করে চলেছে তাতে বিনিয়োগকারীরা বিগত কয়েক বছরে পাগলের মতো বিনিয়োগ করেছেন।

এর ফলে এই আইটি কোম্পানিগুলির বাজারদর তার প্রকৃত মূল্যের তুলনায় অতিরিক্ত হয়ে গিয়েছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। কেউ কেউ আবার ২০০০ সালের ডট কম বাবলের সঙ্গে তুলনা করছেন। এখন আমেরিকাতে ন্যাসড্যাকে দারুণ পতন হওয়ার ফলে ভারতের আইটি কোম্পানিগুলিও আতঙ্কে রয়েছে। কারণ এদের কয়েক শো বিলিয়ন ডলারের ব্যবসা রয়েছে আমেরিকাতে। সুতরাং আমেরিকার অর্থনীতি মন্দায় চলে গেলে বা সেখানকার আইটি সেক্টর চাপে থাকলে আমাদের আইটি কোম্পানিগুলিও চাপে থাকবে। ডোনাল্ড ট্রাম্প মাঝেমধ্যে বলছেন যে, ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যিক চুক্তি শেষ পর্যায়ের আলোচনায়। তার ফলে যে সেক্টরগুলি আমেরিকাতে রপ্তানি করে থাকে যেমন, সামুদ্রিক খাদ্য, টেক্স টাইলস, ইলেক্ট্রিক্যাল এবং ইলেক্ট্রনিক্স গুডস প্রভৃতি ভালো উত্থান দেখে। তবে কিছু কিছু ভূরাজনৈতিক ঘটনাও পরোক্ষে ভারতীয় বাজারের ওপর চাপ ফেলেছে। এর মধ্যে

রয়েছে আমেরিকার অবস্থান তাইওয়ান এবং ভেনেজুয়েলাকে নিয়ে। আমেরিকা তাদের সবচেয়ে আধুনিক যুদ্ধজাহাজ পাঠিয়ে দিয়েছে ভেনেজুয়েলার নিকটবর্তী সমুদ্রে। আবার একটি নতুন যুদ্ধের সম্ভাবনা চিন্তিত করছে বিশ্ববাসীকে। অন্যদিকে তাইওয়ানকে অস্ত্র বিক্রি করতে পারে আমেরিকা। এই খবরে খেপে গিয়েছে চিন। ফলে নতুন করে ভূরাজনৈতিক গণ্ডগোল হলে তার প্রভাব পড়তে পারে বিভিন্ন শেয়ার বাজারে। অন্যান্য অ্যাসেটের মধ্যে নিরন্তর পতন চলছে ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারেও। বিগত ৬ মাসের মধ্যে প্রথমবার ৯৫ হাজার ডলারের নীচে চলে গিয়েছিল বিট কয়েন। অক্টোবরের ১০ তারিখে ক্রিপ্টো মার্কেটে মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ১৯ বিলিয়ন ডলার উবে যায়, যা প্রায় ১ লক্ষ ৬৮ হাজার কোটি টাকা। তারপর থেকে বিনিয়োগকারীরা নিয়মিত পতন দেখে চলেছেন এই বাজারে। তবে ভারতীয় শেয়ার বাজারে একটি আশার কথা হল, বিভিন্ন কোম্পানি যে ত্রৈমাসিক ফলাফল প্রকাশ করছে তা বেশ সন্তোষজনক। বিগত সপ্তাহে প্রকাশিত হওয়া ফলাফলগুলির মধ্যে রয়েছে ম্যাক্স হেলথকেয়ার, এমআরএফ, গ্লেনমার্ক, এক্সাইড, আইনক্স উইন্ড প্রভৃতি কোম্পানি। ম্যাক্স হেলথকেয়ার তাদের লাভ বৃদ্ধি করেছে ৭৪ শতাংশ এবং বিগত বছরের সেপ্টেম্বর কোয়ার্টারের ২৮২ কোটি টাকার তুলনায় লাভ দাঁড়িয়েছে ৪৯১ কোটি টাকা। গ্লেনমার্ক সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর ৩৫৪ কোটি টাকা লাভের তুলনায় ৭২ শতাংশ লাভ বৃদ্ধি করে দাঁড়িয়েছে ৬১০ কোটি টাকায়। এক্সাইড ইন্ডাস্ট্রিজ সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর ২৩৪ কোটির তুলনায় এই বছর লাভ কমে দাঁড়িয়েছে ১৭৪ কোটি টাকা। আইনক্স উইন্ড ৯০ কোটি টাকার থেকে লাভ বাড়িয়ে করেছে ১২১ কোটি টাকা। শুক্রবার ২৪ ক্যারেটের প্রতি দশ গ্রাম সোনার দাম কমেছে ৩৩০০ টাকার কাছে। এবং কলকাতায় স্পট প্রাইস ছিল ১,৩০,৫৫৩.৩০ টাকা।

**বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ :** লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

# শেয়ার সাজেশান

**কিশলয় মণ্ডল**

ফের স্বমহিমায় ফিরল ভারতীয় শেয়ার বাজার। সপ্তাহ শেষে সেনসেক্স ও নিফটি থিতু হয়েছে যথাক্রমে ৮৪৫৬২.৭৮ এবং ২৫৯১০.০৫ পয়েন্টে। পাঁচদিনের লেনদেন শেষে দুই সূচকের উত্থান হয়েছে যথাক্রমে ১৩৪৬.৫ এবং ৪১৭.৭৫ পয়েন্ট। নয়া বুল রানের জমি তৈরির কাজ প্রায় সম্পূর্ণ হওয়ার পথে। এবার লক্ষ্য সর্বকালীন উচ্চতার নয়া নজির। আগামী কয়েক সপ্তাহে সেই নজির তৈরি হতে পারে। নগ্নিকারীদের তার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। সেই মোতাবেক পরিকল্পনাও করতে হবে। যে কোনও পতনকে লগ্নির সুযোগ হিসেবে দেখতে হবে। দীর্ঘমেয়াদে গুণগত মানে ভালো শেয়ারে লগ্নি করলে এই শেয়ার বাজার থেকে বড় মুনাফা করা যাবে এখনও।

সূচকের উত্থানে বড় ভূমিকা নিয়েছে বিহার বিধানসভা নির্বাচন। এগজিট পোলে পূর্বাভাস মিলতেই সূচকের উত্থান শুরু হয়। সেই পূর্বাভাস ছাপিয়ে বিপুল ব্যবধানে ক্ষমতায় ফিরেছে এনডিএ জোট। সপ্তাহের শেষলগ্নে অবশ্য সেই উত্থানের ধারা ব্যাহত হয়েছে। তার নেপথ্যেও রয়েছে একাধিক কারণ। বিশেষত আমেরিকায় আগামী দিনে সুদের হার আপাতত না কমার সম্ভাবনায় সারা বিশ্বের শেয়ার বাজার নিম্নমুখী ছিল। সেই প্রভাব পড়েছে এদেশের শেয়ার বাজারে। এর পাশাপাশি, বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলির টানা শেয়ার বিক্রিও শেয়ার বাজারকে ধাক্কা দিয়েছে।

টেকনিক্যালি, নিফটির সামনে এখন রেজিস্ট্যান্স হল ২৬০০০, ২৬১৩০ লেভেল। এই লেভেল অতিক্রম করলে নিফটি পৌঁছে যেতে পারে ২৬৫৫০-এ। অন্যদিকে নিফটির সাপোর্ট লেভেল হল ২৫৭০০-২৫৭৫০ লেভেল। এই লেভেল ধরে রাখতে পারলে নিফটির উত্থানের ধারা অব্যাহত থাকবে। না হলে ফের অস্থিরতা ফিরবে ভারতীয় শেয়ার বাজারে।

এই সন্ধিক্ষণে লগ্নিকারীদের লগ্নির প্রাথমিক বিষয়গুলিতে বাড়তি নজর দিতে হবে। শেয়ার বাছাইতে যত্নবান হতে হবে। শেয়ার বাছাইয়ের পর শেয়ার কেনার সঠিক সময় নির্ধারণ করাও জরুরি। এককালীন লগ্নি না করে ধাপে ধাপে লগ্নি করতে হবে। কোনও একটি শেয়ার লগ্নি না করে লগ্নি ছড়িয়ে দিতে হবে বিভিন্ন ক্ষেত্রের শেয়ারে। পোর্টফোলিওতে বৈচিত্র্য থাকলে ঝুঁকি কমার পাশাপাশি মুনাফারও নিশ্চয়তা বাড়বে।

অন্যদিকে স্বপ্নের দৌড় শেষে কিছুটা ঝিমিয়ে রয়েছে সোনা-রুপোর বাজার। আগামী দিনে সোনা রুপোর দামে সংশোধনের সম্ভাবনা প্রবল।

**সতর্কীকরণ :** উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

## এ সপ্তাহের শেয়ার

- **আইসিআইসিআই ব্যাংক :** বর্তমান মূল্য-১৩৭৩.০০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৫০০/১১৮৬, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-১৩০০-১৩৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৯৮১১৬০, টার্গেট-১৫৫০।
- **মাদারসন সুমি ওয়্যারিং :** বর্তমান মূল্য-৪৭.৯৬, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৫১/৩১, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-৪০-৪৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩১৮০৫, টার্গেট-৬৭।
- **টাটা স্টিল :** বর্তমান মূল্য-১৭৪.২৬, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৮৭/১২৩, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-১৬৫-১৭০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২১৭৫৩৮, টার্গেট-২০০।
- **এলআইসি :** বর্তমান মূল্য-৯০৯.৪৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১০০৮/৭১৫, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-৮৬০-৯০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৫৭৫২২৬, টার্গেট-১০৮০।
- **ডি মার্ট :** বর্তমান মূল্য- ৪০৫৩.৭০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৪৯৪৯/৩৩৪০, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-৩৯০০-৪০০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২৬৩৭৮৮, টার্গেট-৪৫০০।
- **হিরো মোটো :** বর্তমান মূল্য-৫৫৩৮.৫০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৫৭১৭/৩৩৪৪, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-৫৪০০-৫৫০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১১০৮০৮, টার্গেট-৫৭৮০।
- **আইনক্স উইন্ড :** বর্তমান মূল্য-১৪৮.৬৯, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৩০/২১৪, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-১৩০-১৪২, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২৫৬৯৭, টার্গেট-১৯৫।

# কী কিনবেন বেচবেন

**সংস্থা : এনবিসিসি**

● **সেক্টর :** আবাসন নির্মাণ ● **বর্তমান মূল্য :** ১১৪ ● **১ বছরের সর্বনিম্ন/সর্বোচ্চ :** ৭০/১৩০ ● **মার্কেট ক্যাপ :** ৩০৮১৭ কোটি ● **ফেস ভ্যালু :** ১ ● **বুক ভ্যালু :** ৮.২৪ ● **ডিভিডেন্ড ইল্ড :** ০.৫৯ ● **ইপিএস :** ২.১১ ● **পিই :** ৫৪.০৯ ● **পিবি :** ১৩.৮৬ ● **আরওসিই :** ৩৩.২ শতাংশ ● **আরওই :** ২৫.৫ শতাংশ ● **সুপারিশ :** কেনা যেতে পারে ● **টার্গেট :** ১৪৫

## একনজরে

- রাষ্ট্রায়ত্ত এই সংস্থা 'নবরত্ন' মর্যাদা পেয়েছে।
- ভারতের পাশাপাশি মালদ্বীপ, মরিশাস, সেসেলস, দুবাই সহ আরও কয়েকটি দেশে ব্যবসা করে এই সংস্থা।
- সংস্থার ঋণের অঙ্ক একেবারেই নগণ্য।
- নিয়মিত ডিভিডেন্ড দেয় এই সংস্থা।
- বিগত পাঁচ বছরে নিয়মিত মুনাফা বাড়িয়েছে এই সংস্থা।
- এই মুহূর্তে সংস্থার অর্ডার বুক হল ১ লক্ষ ২৮ হাজার কোটি টাকা।
- এনবিসিসির শাখা সংস্থাগুলি হল এইচএসসিসি, এইচএসসিএল এবং এনএসএল।
- সম্প্রতি ৩৪০ কোটি টাকার একটি বরাত পেয়েছে এই সংস্থা।
- সংস্থার ৬১.৭৫ শতাংশ শেয়ার রয়েছে কেন্দ্রের হাতে। দেশি ও বিদেশি সংস্থার হাতে রয়েছে যথাক্রমে ১০.৯৬ শতাংশ এবং ৫.৩৩ শতাংশ শেয়ার।
- ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে দ্বিতীয় কোয়ার্টারে সংস্থার আয় ১৯ শতাংশ বেড়ে ২৯১০ কোটি এবং নিট মুনাফা ২৫.২১ শতাংশ বেড়ে ১৫৬.৬৮ কোটি টাকা হয়েছে।

**সতর্কীকরণ :** শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। বিনিয়োগের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবেন।

MIND SCAN
Be Kind to Your Mind
মনোরোগ ও মানসিক স্বাস্থ্য | সাইকোলজি ও কাউন্সেলিং
যৌন অক্ষমতা প্রতিকার | নেশার আসক্তি মুক্তি
ডাঃ ত্বিষাম্পতি নস্কর
MBBS, MD (PSYCHIATRY)
হাকিমপাড়া, ভুটিয়া মার্কেটের বিপরীতে, শিলিগুড়ি
9242 000 242

## ছোট্ট তারা

শিলিগুড়ির ডন বসকো স্কুলের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র গৌরব জানা পড়াশোনার পাশাপাশি ছবি আঁকা ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে পুরস্কার জিতে এসেছে।

*বাগডোগরার কালীপদ ঘোষ তরাই মহাবিদ্যালয়ে আলোচনাচক্রে প্রতিনিধিরা। শনিবার।*

## কলেজে আন্তর্জাতিক আলোচনা সভা

**বাগডোগরা, ১৫ নভেম্বর :** বাগডোগরা কালীপদ ঘোষ তরাই মহাবিদ্যালয়ে শুক্র এবং শনিবারে আন্তর্জাতিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হল। বর্ডার লিটারেচার মাল্টিডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ শীর্ষক এই আলোচনা সভাটি ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চের অর্থানুকূল্যে কলেজের নেপালি ও ইংরেজি বিভাগ যৌথভাবে আয়োজন করে।

প্রথম দিনের আলোচনায় প্রধান অতিথি ছিলেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার ভাস্কর বিশ্বাস। বক্তব্য রাখেন ভাস্কর বিশ্বাস, অধ্যাপক মনোহরন এন, অধ্যাপক সঞ্জীব উপ্রেতি, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য শান্তি ছেত্রী। এই সভায় অনলাইনে বক্তব্য রাখেন ক্যালিফোর্নিয়ার সান দিয়াগোর স্কুল অফ পাবলিক অ্যাফেয়ার্স বিভাগের অধ্যাপক সম্বুদ্ধ ঘটক। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন কলেজের অধ্যক্ষ মীনাক্ষী চক্রবর্তী। দ্বিতীয় দিনে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা জাহাঙ্গির নগর বিশ্ববিদ্যালের অধ্যাপক শামিম রেজা, সিকিম বিশ্ববিদ্যালের অধ্যাপক কবিতা লামা। কবিতা পাঠ করেন সেবন্তী ঘোষ, রাজা পুনিয়ানি। দু'দিনের আলেচনায় বিভিন্ন দেশের অধ্যাপক গবেষক তাঁদের সুচিন্তিত মতামত উপস্থাপন করেন।

## অভিযানে ধৃত ৪

**শিলিগুড়ি, ১৫ নভেম্বর :** ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়ার অভিযোগে এনজেপি থানার অ্যান্টি ক্রাইম উইং চারজনকে গ্রেপ্তার করল। শুক্রবার রাতে সূর্য সেন কলোনির কৈলাস মাঠ এলাকা থেকে পুলিশ বিক্রম বর্মন, এক্রামুল হক, টোটন মিস্ত্রি ও সুব্রত দে নামে ওই চারজনকে গ্রেপ্তার করে। অভিযোগ, ডাকাতির জন্য ১০ জন এলাকায় জড়ো হয়েছিল। গোপন সূত্রের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযান চালায়, বাকিরা পালিয়ে গেলেও পুলিশ চারজনকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের শনিবার জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হয়। বিচারক ধৃতদের ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

# নালার ওপর নির্মাণ দুই শহরে

## গঙ্গানগরে পাকা দোকান উঠছে

শমিদীপ দত্ত

**শিলিগুড়ি, ১৫ নভেম্বর :** শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের গঙ্গানগর রোডের একপাশে নিকাশিনালা দখল করে দোকান করা হচ্ছে। অস্থায়ী নয়, একেবারে সিমেন্টের গাঁথনি করে, নিকাশিনালার ওপর পাকাপাকি দোকান উঠছে। ঘটনায় স্বভাবতই ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। ওই নিকাশিনালার পাশে অস্থায়ী দোকান করা ব্যবসায়ীরাও আশঙ্কিত। অস্থায়ী দোকান তাঁদেরও রয়েছে, কিন্তু কেউ যে ড্রেনের ওপর পিলার তুলে দোকান করতে পারেন, এটা তাঁরা ভাবতে পারেননি। যদিও এনিয়ে ওই দোকানের মালিককে প্রশ্ন করা হলে, তিনি দোকানের জায়গা নিজের

*এই নালার ওপর নির্মাণ ঘিরে বিতর্ক।*

বলে দাবি করেন। কিন্তু, নিকাশিনালা কি আদৌ কারও মালিকানায় থাকতে পারে?

এলাকার বাসিন্দা মনোজ মিশ্র বলেন, 'শহরে অবৈধ নির্মাণ হতে হতে এমন পরিস্থিতি হয়েছে যে, এখন লোকে ড্রেনের জমিও ছাড়ছে না। প্রশাসনের কড়া পদক্ষেপ করা উচিত।'

ওই এলাকায় এর আগেও অবৈধ নির্মাণের ভূরিভূরি অভিযোগ উঠেছিল। এমনকি এলাকায় দীর্ঘদিনের জলের সমস্যা থাকলেও, নিকাশিনালার ওপর দোকান করা থামেনি। জানা গিয়েছে, ওই জায়গায় থাকা একটি অস্থায়ী দোকান আগের ব্যবসায়ীর কাছ থেকে কিনেছিলেন ওই ব্যক্তি। তিনিই গাঁথনি দিয়ে পাকা দোকান তুলছেন বলে অভিযোগ।

এবিষয়ে পুরনিগমের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অনিতা মাহাতো অবশ্য বলেন, 'ওই নির্মাণের বিষয়ে এলাকাবাসীর অভিযোগ পেয়েছি। বরোর চেয়ারম্যানকে পুরো বিষয়টি জানিয়েছি।'

এপ্রসঙ্গে এক নম্বর বরোর চেয়ারম্যান গার্গী চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'আমরা ইতিমধ্যেই ওই নির্মাণ বন্ধ করার জন্য ইঞ্জিনিয়ার পাঠিয়েছি। তাঁকে পুরসভায় ডাকা হয়েছে। ওই নির্মাণ ভেঙে ফেলতে হবে। না করলে, বুলডোজার দিয়ে সেটি ভেঙে দেওয়া হবে।'

DREAMLAND DAYCARE CRECHE
Timing: 9AM - 7PM. (Monday - Saturday)
Air-conditioned | Individual sleeping pods
CCTV Monitored | Indoor games area
Trained Nannies | Arts & Music
Dietician curated meals | Special Yoga Class
Age: 2-12 Years | EARLY BIRD DISCOUNT AVAILABLE
Ashutosh Mukherjee Road, Opp. Siliguri College Gate No. 2, Siliguri
+91 94340 47674

### পুরনিগমের আশ্বাস

- ৫ নম্বর ওয়ার্ডে সিমেন্টের গাঁথনি করে, নালার ওপর দোকান উঠছে
- ওই এলাকায় এর আগেও অবৈধ নির্মাণের ভূরিভূরি অভিযোগ উঠেছিল
- ওই জায়গা একটি অস্থায়ী দোকান ব্যবসায়ীর কাছ থেকে কেনেন এক ব্যক্তি
- তিনিই এখন সেখানে গাঁথনি দিয়ে পাকা দোকান তুলছেন বলে অভিযোগ
- পুরনিগম বলেছে ওই নির্মাণ ভেঙে ফেলতে হবে, না হলে ভেঙে দেওয়া হবে

## কাঠামো সরবে কবে, প্রশ্ন শহরে

অরুণ ঝা

**ইসলামপুর, ১৫ নভেম্বর :** ইসলামপুর শহরে অবৈধ বসতি উচ্ছেদ যে শুধুই 'কাগুজে আড়ম্বর', ইসলামপুর শহরে রাজ্য সড়কের দু'পাশের পাকা নিকাশি নালার ওপর গজিয়ে ওঠা জবরদখল সেকথাই প্রমাণ করে। আর ড্রেন দখল করে একের পর এক পাকা নির্মাণ গজিয়ে ওঠায়, সেগুলির নিয়মিত সাফাইও পাশাপাশি লাটে উঠেছে। যার ফলে স্বাভাবিকভাবেই ক্ষুব্ধ ওই এলাকার সাধারণ মানুষ। তাঁদের অভিযোগ, পুর প্রশাসনের চরম উদাসীনতার জন্যই আজ এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। আবার একাংশের অভিযোগ, সরকারের ভোটব্যাংক হারানোর ভয়েই নীরব দর্শকের ভূমিকায় রয়েছে পুরসভা। পরিস্থিতি এতটাই জটিল যে কিছু এলাকায় বাসিন্দারা প্রতিবাদ জানানোর চেষ্টা করলেও জুটছে চোখরাঙানি।

মিলনপল্লি থেকে কলেজ মোড় পর্যন্ত প্রায় চার কিলোমিটার রাজ্য সড়কের দু'পাশে রয়েছে ইসলামপুর শহরের নিকাশি ব্যবস্থার লাইফলাইন পাকা নিকাশি নালা। ওই অংশের তিন কিলোমিটার রাস্তার পাশেই গজিয়ে উঠছে জবরদখল করা জনবসতি। হাইস্কুল মোড়, পিডব্লিউডি মোড়, হাসপাতাল মোড়, চৌরঙ্গি মোড়, পুরোনো বাসস্ট্যান্ড, কংগ্রেস রোড সহ বিস্তীর্ণ এলাকার ছবিটা একই। গত বছর রাজ্য সড়ক সম্প্রসারণের সময়, পুর প্রশাসন দখলদারদের সরে যাওয়ার নোটিশ জারি করেছিল। তাঁরা স্বেচ্ছায় সরে না গেলে, আইনি পথে তাঁদের উচ্ছেদ করা হবে বলে হুংকার দিয়েছিল প্রশাসন। কিন্তু হুংকারই সার, কাজের কাজ কিছুই হয়নি। বরং জবরদখল করা বসতির সংখ্যা গত এক বছরে আরও বেড়ে গিয়েছে বলেই মনে করছেন স্থানীয়রা।

এবিষয়ে ইসলামপুর পথিপার্শ্বস্থ ব্যবসায়ী সমিতির ভূমিকা নিয়েও চর্চার শেষ নেই। তাদের তরফে একাধিকবার পাকা নিকাশি নালা দখলমুক্ত করার কথা বলা হলেও, বাস্তবে তাদের চোখের সামনেই দখলদারি চললেও তারা নীরব থেকেছে বলে অভিযোগ। এবিষয়ে ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুভাষ চক্রবর্তী বলেন, 'কিছু অসাধু ব্যবসায়ী যে রাতের অন্ধকারে নিকাশি নালা দখল করছেন, সেকথা অস্বীকার করা যাবে না। সাংগঠনিক স্তরে আমরা এসবের বিরুদ্ধে। পুর প্রশাসন তাঁদের উচ্ছেদ করলে আমরা পাশে থাকব।'

সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়ে পুর চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল বলেন, 'বহুদিন ধরেই এখানে নিকাশি নালার জবরদখল নিয়ে সমস্যা রয়েছে। এনিয়ে ইতিপূর্বে আমরা একাধিকবার সক্রিয় হয়ে পদক্ষেপ করেছি। আবার জবরদখলকারীদের নোটিশ পাঠানো হবে। সব অবৈধ দখলকারীকে আজ নয়তো কাল, উঠে যেতেই হবে।'

*নালা দখলদারি ইসলামপুরে। –সংবাদচিত্র*

### কোথায় নির্মাণ

হাইস্কুল মোড়, পিডব্লিউডি মোড়, হাসপাতাল মোড়, চৌরঙ্গি মোড়, পুরোনো বাসস্ট্যান্ড, কংগ্রেস রোড

### ব্যবসায়ীর কথা

সাংগঠনিক স্তরে আমরা এসবের বিরুদ্ধে। পুর প্রশাসন তাঁদের উচ্ছেদ করলে আমরা পাশে থাকব

### পুরনিগমের কথা

আবার নোটিশ পাঠানো হবে। সব অবৈধ দখলকারীকে আজ নয়তো কাল, উঠে যেতেই হবে

### কোথায় জট

ভোটব্যাংক হারানোর ভয়েই নীরব পুরসভা। কিছু এলাকায় বাসিন্দারা প্রতিবাদ জানানোর চেষ্টা করলেও জুটছে চোখরাঙানি

## গান্ধিনগরে অর্ধসমাপ্ত নর্দমা, দুর্ভোগ

**শিলিগুড়ি, ১৫ নভেম্বর :** বছরখানেক ধরে অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের আপার গান্ধিনগরের নিকাশিনালা। নালার জল উপচে সবসময় রাস্তার ওপর জমে থাকছে। বিষয়টা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন এলাকার মানুষ। নিকাশিনালার অর্ধসমাপ্ত কাজ কেন সংস্কার করা হচ্ছে না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ওয়ার্ড কাউন্সিলার সুখদেব মাহাতো অবশ্য বলছেন, 'বিষয়টি খতিয়ে দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

চম্পাসারি মোড় সংলগ্ন এই এলাকায় হাজারেরও বেশি মানুষের বসবাস। আপার গান্ধিনগর এলাকার একেবারে এশিয়ান হাইওয়ে (২)-এর সংযোগকারী রাস্তার অংশে নিকাশিনালার এই সমস্যা তৈরি হয়েছে। রাস্তার ওপর নিকাশিনালার ওই জমা জল পেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন স্থানীয় বাসিন্দা অনিন্দ্য মাহাতো। তিনি বলেন, 'রাস্তার ওপর নালার জল জমে থাকায় এলাকাজুড়ে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে থাকছে।' এমনকি এই জল মাঝেমধ্যে এলাকার দোকানগুলোতে ঢুকে পড়ায় আরও সমস্যা তৈরি হচ্ছে।'

স্থানীয় এক গ্যারাজ ব্যবসায়ী মাধব দাস বলেন, 'অনেকসময়ই নিকাশিনালা থেকে উপচে ওঠা জল গ্যারাজের মধ্যে ঢুকে যায়।' এমনকি সবসময়ই ওই জল রাস্তার ওপর জমে থাকায় এলাকাজুড়েও রোগভোগ ছড়ানোর আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে, বলছিলেন এলাকার বাসিন্দা রবিন দাস। তাঁর কথায়, 'এলাকায় গত কয়েক বছরে বসতি গড়ে উঠলেও দীর্ঘদিন ধরেই নালার সমস্যা রয়েছে। নালা পাকা করার কিছুটা কাজ হওয়ায় ভাবা গিয়েছিল, এবারে এই সমস্যা মিটে যাবে। তবে সেই কাজ অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় থাকার কারণে সমস্যা আরও বেড়ে গিয়েছে।'

## পদযাত্রা

**শিলিগুড়ি, ১৫ নভেম্বর :** স্বচ্ছ ভোটার তালিকা প্রকাশ, শহরের সাধারণ মানুষকে পুর পরিষেবা দেওয়া সহ একাধিক দাবি জানিয়ে সিপিএম পথে নামল। শনিবার সিপিএমের শিলিগুড়ি ২ নম্বর এরিয়া কমিটির ডাকে পদযাত্রা ও পথসভা হয়। এদিন স্বস্তিকা যুবক সংঘের মাঠের সামনে থেকে আয়োজিত এই পদযাত্রায় শহরের প্রাক্তন মেয়র অশোক ভট্টাচার্য উপস্থিত ছিলেন। পদযাত্রাটি শহরের বিভিন্ন রাস্তা ঘুরে হাসমি চকে শেষ হওয়ার পর সেখানে পথসভা হয়। দলের ২ নম্বর এরিয়া কমিটির সম্পাদক সৌরভ সরকার, জীবেশ সরকার প্রমুখ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন ওয়ার্ডের কর্মী–সমর্থকরা এই পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন।

*ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর*

*শীতের আয়োজন। শনিবার দুপুরে শিলিগুড়িতে সঞ্জীব সূত্রধরের তোলা ছবি।*

## ৫ দফা দাবি নিয়ে মিছিল

**শিলিগুড়ি, ১৫ নভেম্বর :** শিলিগুড়িকে কেন্দ্র করে লোকাল ট্রেন নেটওয়ার্ক চালু, জলপাইগুড়ির দোমোহিনীতে দ্বিতীয় এইমস তৈরি, নেপাল সীমান্ত সিল করা সহ ৫ দফা দাবি নিয়ে শনিবার শিলিগুড়িতে বাংলা পক্ষ মিছিল করল। শহরের বিবেকানন্দ ভবনের সামনে থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে বিধান মার্কেটের সামনে শেষ হয়। মিছিল থেকে উত্তরবঙ্গে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলির জন্য কেন্দ্র সরকারের ক্ষতিপূরণের দাবি জানানো হয়।

পাশাপাশি শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার কিংবা কোচবিহারে কলকাতার পিজি হাসপাতালের মতো হাসপাতাল তৈরির দাবিতে স্লোগান দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন বাংলা পক্ষের গর্গ চট্টোপাধ্যায়, গিরিধারী রায়, রজত ভট্টাচার্য প্রমুখ। এদিনের মিছিলে সংগঠনের বিভিন্ন জেলার কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। গর্গ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'বিহার, উত্তরপ্রদেশে দুটি করে এইমস রয়েছে। বাংলায় কেন তা হবে না।'

## থানার দ্বারস্থ

**শিলিগুড়ি, ১৫ নভেম্বর :** এলাকায় একের পর এক চুরির ঘটনা। অতিষ্ঠ হয়ে অবশেষে শিলিগুড়ি থানার দ্বারস্থ হলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনাটি শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের অবনঠাকুর সরণির। অভিযোগ, প্রায় প্রতিদিনই এলাকার কোনও না কোনও বাড়িতে চোর ঢুকছে। কোথাও চুরি হচ্ছে, আবার কোথাও বাড়ির লোক টের পেতেই চোর পালিয়ে যাচ্ছে। পালিয়ে এলাকায় থাকা একটি পরিত্যক্ত সরকারি দপ্তরে আশ্রয় নিচ্ছে চোরের দল। যে কারণে আতঙ্কে রয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। তাই নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিয়ে শনিবার শিলিগুড়ি থানায় যান স্থানীয়রা। থানার আইসির সঙ্গে দেখা করে গণস্বাক্ষর যুক্ত দরখাস্ত দেওয়া হয়। স্থানীয় বাসিন্দা অমিত সরকারের বক্তব্য, 'এলাকায় প্রায়ই চুরির ঘটনা ঘটে। চোরের উপদ্রবে এলাকার বাসিন্দারা অতিষ্ঠ। তাই আজ থানায় যাওয়া হয়েছিল।'

রত্না ভট্টাচার্য স্মৃতি রক্ষা সমিতি, শিলিগুড়ি
রত্না ভট্টাচার্য চতুর্থ প্রয়াণ বার্ষিকী উপলক্ষ্যে
১৭ই নভেম্বর ২০২৫ | সন্ধ্যা ৫:৩০ | দীনবন্ধু মঞ্চ, শিলিগুড়ি
স্মারক বক্তৃতা: অধ্যাপক শোভনলাল দত্তগুপ্ত, বিশিষ্ট চিন্তাবিদ
বিষয়: সংস্কৃতি, সুকান্ত ভাবনা ও ঐতিহ্য — ফিরে দেখা অতীত ও বর্তমান
সংগীত পরিবেশনা: আরাত্রিকা সিনহা, নবীন কণ্ঠের জনপ্রিয় শিল্পী
সকলকে আন্তরিক আমন্ত্রণ

# ঠাকুরের আসনে ফ্যাশন টাচ

ঘর সাজাতে এখন সবখানেই লেগেছে ফ্যাশনের ছোঁয়া। ঠাকুরঘরই বা পিছিয়ে থাকবে কেন। শহরের ফ্ল্যাটে দেখা যাচ্ছে নতুন ডিজাইনে, দরজা, ড্রয়ার, আলো লাগানো ঠাকুরের সিংহাসন। এগুলো তৈরিতে সময়ও লাগে কম, খরচও অনেকটা কম, আলোকপাত করলেন **প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস**

**শিলিগুড়ি, ১৫ নভেম্বর :** এখন দেবতার জন্য সেগুন কাঠের তৈরি সিংহাসনের যুগ আর নেই। জায়গার অভাবে শহরে এখন হয়েছে ফ্ল্যাট কালচার। বড় করে একটা ঠাকুরঘরের জায়গা থাকে না সবসময়। সেই জায়গা দখল করছে পিভিসি বা প্লাইউড। ঘর সাজাতে এখন সবখানেই লেগেছে ফ্যাশনের ছোঁয়া। ঠাকুরঘরই বা পিছিয়ে থাকবে কেন। শহরের বাড়ি, ফ্ল্যাটগুলোতে দেখা যাচ্ছে একেবারে নতুন ডিজাইনে, দরজা, ড্রয়ার, আলো লাগানো সুন্দর ঠাকুরের সিংহাসন। এগুলো তৈরিতে সময়ও লাগে কম, খরচও অনেকটা কম। প্লাইউড, সানমাইকা ছাড়াও মার্বেল দিয়েও তৈরি করা হচ্ছে পুজোর সিংহাসন বা মন্দির।

মেডিকেল মোড় এলাকার ব্যবসায়ী গৌতম মহন্ত বলছিলেন, 'এখন মানুষ চায় সবকিছুই দেখতে সুন্দর হোক। এই সিংহাসনগুলো দেখতে ভীষণ সুন্দর হয়। গত এক বছরে একটা কাঠের সিংহাসন বানিয়েছি এবং ৩০-৩৫টা বানিয়েছি প্লাইউডের। আকার এবং জিনিসের গুণমানের ওপরই দাম নির্ভর করে।'

চেকপোস্ট এলাকার ব্যবসায়ী আনন্দ আগরওয়াল বলছিলেন, 'প্লাইউডের এখন দারুণ চল। এছাড়াও যাঁরা একটু বেশি খরচ করতে চান, তাঁরা মার্বেল দিয়ে সিংহাসন বানিয়ে নেন। বিভিন্ন ডিজাইনের মার্বেলের সিংহাসন যেমন আছে, তেমনই অর্ডার নিয়ে মনোমতো তৈরি করে দেওয়া হয়।' তাঁর মন্তব্য, 'সাদা রংয়ের মার্বেলের সিংহাসন ঠাকুরঘরের সৌন্দর্যে এক আলাদা মাত্রা যোগ করে।'

মেডিকেল সংলগ্ন এলাকার অদিতি ঘোষ বলছিলেন, 'একটা সময় পর্যন্ত বাড়িতে কাঠের সিংহাসন ছিল। তবে স্বামীর চাকরির জন্য মাঝেমধ্যেই শহর, জেলা বদল করতে হয়। এখন যে ফ্ল্যাটে আছি সেখানে আমি অর্ডার দিয়ে প্লাইউডের একটা সিংহাসন বানিয়ে নিয়েছি।' অদিতির কথায়, 'ঠাকুরের এই পুজোর ঘরের মধ্যেই সমস্ত ব্যবস্থা করা রয়েছে। আলোর ব্যবস্থা রয়েছে। ড্রয়ারে ঠাকুরের সমস্ত কাপড়-বাসন রাখা যায়। রাতে দরজাও বন্ধ রাখা যায়। আর এটা দেখতে এতটাই সুন্দর যে শান্তমনে পুজো দেওয়া যায়। দামও তুলনামূলকভাবে অনেকটাই কম।'

নতুনভাবে যখন বাড়ি তৈরি করেছিলেন তখনই প্রমীলা মিশ্র ভেবেছিলেন ঠাকুরের জায়গাটা সুন্দর করে গড়বেন। অর্ডার দিয়ে প্লাইউডের সাদা-সোনালি সিংহাসন বানিয়েছেন। বলছিলেন, 'এটা মন্দিরের মতো আকারের। এত কম খরচে এতটা বড় আকারের সিংহাসন তৈরি হয়ে যাবে ভাবিনি। আর এটা এখন ভীষণ ট্রেন্ডিও।'

কাঠের ঐতিহ্য তো রয়েছেই তবে তা ছাড়িয়ে এখন প্লাইউড, মার্বেলের তৈরি ঠাকুরঘর নজর কাড়ছে সবার।

### ছোট কিন্তু সুন্দর

- ফ্ল্যাট কালচার শুরু হতেই প্রথমেই ঠাকুরঘরের জায়গায় টান পড়ে
- বাধ্য হয়েই প্লাইউড, সানমাইকার সিংহাসন বা মন্দিরের কদর বাড়ে
- এখন মানুষ চান সিংহাসন ছোট হলেও দেখতে যেন সুন্দর হয়

## পোষ্য বিধি মানুক পুরনিগমও, দাবি

**শিলিগুড়ি, ১৫ নভেম্বর :** কলকাতা, হাওড়ার পর এবার দার্জিলিং পুরসভাও পোষ্য কুকুরের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক করল। রেজিস্ট্রেশনের জন্য কুকুরের মালিককে পুরসভায় একটা ফি জমা দিতে হবে। শুক্রবার দার্জিলিং পুরসভা বিষয়টি ঘোষণা করে। রেজিস্ট্রেশনের মূল উদ্দেশ্য, কুকুরের মালিকানার প্রমাণ ও জলাতঙ্কের টিকা সুনিশ্চিত করা। সরকারি খাতায় পোষ্যের সমস্ত তথ্য থাকলে, হারিয়ে যাওয়া সারমেয় শনাক্ত করা অনেকটাই সহজ হবে। তবে শিলিগুড়ি শহরের অধিকাংশ বাড়িতে পোষ্য কুকুর থাকলেও, পুরনিগম এখনও এব্যাপারে কেন কোনও উদ্যোগ নিচ্ছে না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

অনেক সময় কুকুর হারিয়ে যায় বা মানুষকে কামড়ে দেয়। তখন ওই পোষ্যের রেজিস্ট্রেশন থাকলে পদক্ষেপ করতে অনেক সুবিধা হয়।

মেট্রো শহরগুলোতে ইতিমধ্যেই পোষ্য কুকুরের রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক হলেও, ছোট শহরগুলোতে এখনও সেভাবে সরকারি সক্রিয়তা দেখা যায়নি। শিলিগুড়ি পুরনিগমে কবে পোষ্য কুকুরের রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক করা হবে, সেবিষয়ে স্পষ্ট কোনও উত্তর দিতে পারেননি ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার। তিনি বলেন, 'এই বিষয়টি নিয়ে এখনও আমাদের মধ্যে সেভাবে আলোচনা হয়নি। তবে আলোচনার মাধ্যমে ভবিষ্যতে নিয়ম চালু করা হতে পারে।' প্রায় পাঁচ বছর ধরে একটি ডোবারম্যান কুকুর পুষছেন প্রধাননগরের বাসিন্দা দেবরাজ ধর। পোষ্যের সরকারি লাইসেন্স কতটা জরুরি জিজ্ঞেস করতে তিনি কার্যত আকাশ থেকে পড়লেন! বললেন, 'এ রকম কোনও নিয়ম আছে নাকি? আমি তো জানিই না।' দেশবন্ধুপাড়ার রিয়া পালের যেমন একটি পাগ রয়েছে। তিনি সময়মতো পোষ্যের ভ্যাকসিনেশন করালেও, রেজিস্ট্রেশনের বিষয়ে কিছুই জানেন না বলে অকপটে স্বীকার করলেন।

তবে শিলিগুড়ি শহরে এধরনের উদ্যোগের প্রয়োজন রয়েছে বলে মত পশুপ্রেমীদের। পশু চিকিৎসক সুখদেব সরকার বলেন, 'পোষ্য কুকুরদের সরকারি রেজিস্ট্রেশন থাকাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাহলে কুকুরটির যাবতীয় তথ্য জানা যায়। ভ্যাকসিন দেওয়া থেকে শুরু করে প্রজাতি, মালিক সবকিছু নথিভুক্ত থাকে।'

PRABIN AGARWAL
JOIN OUR GROWING TEAM!
SCAN TO APPLY NOW
EXPLORE OPPORTUNITIES WITH US.
Email us at: hr@prabinagarwal.com
97330 73333

## পৃথিবীর পাঠশালা

### বিলাসবহুল অটোরিকশা

মহারাষ্ট্রের গরম রাস্তায় এক অটোরিকশাচালক তাঁর সাধারণ তিন চাকার যানটিকে যেন এক চলন্ত রাজপ্রাসাদে পরিণত করেছেন! এই রিকশায় আছে শীতাতপনিয়ন্ত্রক যন্ত্র, স্বয়ংক্রিয় জানলা এবং বিমানযাত্রার মতো আরামদায়ক আসন। বদনেরার রমেশ পাটিল তাঁর 'রিকশা রয়্যাল' তৈরি করেছেন ভাঙা যন্ত্রাংশ আর নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে। মাত্র ৫০ হাজার টাকা খরচ করে তিনি রিকশাতে বসিয়েছেন সৌরশক্তিচালিত পাখা, ব্লুটুথ স্পিকার, ঠান্ডা চা রাখার জন্য ফ্রিজ এবং বিলাসবহুল কৃত্রিম চামড়ার আসন। পাটিল হাসিমুখে বলেন, 'ঘাম ঝরিয়ে কেন চলব, আরামেই যাওয়া যাক না!' এই রিকশায় চড়ে যাত্রীরা আরামে ভ্রমণ করেন, এমনকি সিনেমাও দেখেন। নেটিজেনরা এই উদ্ভাবনের প্রশংসা করেছেন। রমেশ পাতিল দেখিয়েছেন, সামান্য রিকশাকেও কীভাবে সৃজনশীলতার মাধ্যমে আকর্ষণীয় করে তোলা যায়।

### মিনা সিনড্রোম রহস্য

আপনার পেশিগুলি কি হাঁটার সময় হঠাৎ করে বিদ্রোহ করছে? মনে হচ্ছে কি আপনার হাত-পা জং ধরা দরজার মতো আটকে যাচ্ছে? তাহলে জানবেন, এই রহস্যের পিছনে রয়েছে জিন। বিরল জিনগত ত্রুটির জন্যই এটা হচ্ছে। এই ধরনের উপসর্গকে বলা হয় মিনা সিনড্রোম। এটি আসলে মোটর নিউরনের (যে স্নায়ুগুলি আমাদের পেশিকে নিয়ন্ত্রণ করে) বিরল এবং রহস্যময় রোগ। তবে এর আবিষ্কার নীরবে ভোগা অনেক মানুষকে নতুন আশার আলো দেখাচ্ছে। এই সিনড্রোমের কারণ হল এনএএমপিটি নামের একটি জিনে সমস্যা থাকা। বিশ্বের ২০টি পরিবারের জিনোম পরীক্ষা করে এই সমস্যার উৎস খুঁজে পেয়েছেন মিসৌরি ও ক্যালটেক বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা। এই সিনড্রোমে আক্রান্তদের মধ্যে ধীরে ধীরে দুর্বলতা, অনুভূতির সমস্যা এবং কাঁপুনি দেখা দিতে পারে। মুখ্য গবেষক কাই লিন এই আবিষ্কারটিকে 'ধাঁধা থেকে সমাধানের মানচিত্রে পৌঁছানো' বলে বর্ণনা করেছেন। যদিও এখনও এই রোগের কোনও নিরাময় আবিষ্কার হয়নি।

### মহাজাগতিক বাদুড়ের জ্যোতি

মহাকাশের গভীরে ১০,০০০ আলোকবর্ষ দূরে, একটি লালচে নীহারিকা যেন বিশাল বাদুড়ের ডানা মেলে উড়ছে! নাসা এবং ইএসএ-র নভেম্বর ২০২৫-এর এই ছবি মহাকাশপ্রেমীদের একইসঙ্গে ভয় আর মুগ্ধতায় ভরিয়ে তুলেছে। এ যেন মহাজাগতিক এক ভয়ংকর সুন্দর দৃশ্য। এনজিসি ৬৯৯৫, বা 'কসমিক ব্যাট' নামে পরিচিত এই নীহারিকাটি প্রায় ১০০ আলোকবর্ষ এলাকাজুড়ে বিস্তৃত। এই অঞ্চলটি একটি নক্ষত্রের জন্মস্থান, যেখানে গ্যাসের মেঘগুলি জ্বলন্ত লাল এবং নীল রংয়ে নতুন নক্ষত্র তৈরি করে। চিলির ভেরি লার্জ টেলিস্কোপে তোলা ছবিতে দেখা যায়, প্রায় ২০ হাজার বছর আগে একটি সুপারনোভা বিস্ফোরণের ফলে হাইড্রোজেন গ্যাসগুলি ঝলমল করছে। রেডিটে এই ছবিটিকে 'মহাজাগতিক রাজ্যের পোষা প্রাণী' বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই অদ্ভুত সৌন্দর্য প্রমাণ করে, মহাবিশ্ব এখনও বিস্ময়ে ভরা।

### সূর্যমুখী ফুলের মাংস

আনন্দ সংবাদ পেলেন নিরামিষভোজীরা। সূর্যমুখী ফুলকে সুস্বাদু 'মাংসের' মতো করে তৈরি করেছেন ব্রাজিলের বিজ্ঞানীরা এবং জার্মানির প্রযুক্তিবিদরা! এই প্রোটিনসমৃদ্ধ প্যাটিগুলি মাংসের মতো করেই ভাজা যায়, যা চলতি বছরের একটি দারুণ আবিষ্কার। সূর্যমুখী বীজ থেকে তেল বের করার পর অবশিষ্ট অংশকে গবেষকরা এমনভাবে পরিমার্জন করেছেন যে এতে ২৫ গ্রাম প্রোটিন সহ মাংসের মতোই আয়রন ও দস্তা রয়েছে। বিশেষ প্রক্রিয়াতে তেতো অংশ বাদ দিয়ে এটিকে টমেটো, মশলা এবং তেলের মিশ্রণে তৈরি করা হয়েছে। প্রায় ৮০ শতাংশ পরীক্ষক স্বাদ নিতে গিয়ে ধোঁকা খেয়েছেন। বিজ্ঞানীরা বলছেন, সূর্যমুখী সয়া বা মাংসের তুলনায় অনেক কম জল ব্যবহার করে, তাই এটি পরিবেশবান্ধব ও পুষ্টিকর।

## বিদেশি মদ বাজেয়াপ্ত, ধৃত ২

**কিশনগঞ্জ, ১৫ নভেম্বর :** কিশনগঞ্জ জেলার ভারত-নেপাল সীমান্তের গলগলিয়ায় শনিবার একটি পিকআপ ভ্যান থেকে ৩৪৯ লিটার বিদেশি মদ বাজেয়াপ্ত করেছে আবগারি দপ্তর। গ্রেপ্তার করা হয়েছে মিঠুন গিরি ও রণধীর কুমার নামে দুই ব্যক্তিকে। ধৃতদের বাড়ি বিহারের সমষ্টিপুরে। তাঁদের কিশনগঞ্জ আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দেন। জেলা আবগারি দপ্তরের ইনস্পেকটর ভোলেশংকর তেওয়ারি জানান, পিকআপ ভ্যানটি শিলিগুড়ির খড়িবাড়ি থেকে আসছিল। ভ্যানটিকে আটক করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

## এসএসসিতে সাফল্য শিলিগুড়ির শিউলির

**শিলিগুড়ি, ১৫ নভেম্বর :** যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও অযোগ্যদের মতোই চাকরি হারাতে হয়েছিল। বুকে পাথর রেখে হাজার অনিশ্চয়তা নিয়ে শিক্ষক হওয়ার পরীক্ষায় বসেছিলেন ওঁরা। শনিবার স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি) একাদশ ও দ্বাদশের শিক্ষক নিয়োগের ইন্টারভিউয়ের তালিকা প্রকাশ করতেই মুখে হাসি ফুটেছে শিলিগুড়ি জ্যোৎস্নাময়ী গার্লস হাইস্কুলের পদার্থবিদ্যার শিক্ষিকা শিউলি পারভিন ও তাঁর স্বামীর। চাকরিহারাদের তালিকায় থাকা শিউলি এবার পদার্থবিদ্যায় ওবিসি-এ ক্যাটাগোরিতে মহিলাদের মধ্যে দ্বিতীয় র‍্যাংক করেছেন। অন্যদিকে, শিউলির স্বামী সেলিম জাফর শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক। এবার জেনারেল ক্যাটিগোরিতে ২৭০ র‍্যাংক করে সেলিম ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাক পেয়েছেন।

সেলিম বলেন, 'যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে পরীক্ষা দিলাম। আবার নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করলাম। তবে এখনও পুরোপুরি স্বস্তি নেই। এরপর ইন্টারভিউ হবে, তারপর চূড়ান্ত ফল প্রকাশ হবে।' ইন্টারভিউ প্রক্রিয়ায় নাম আসাটা একপ্রকার সম্মানের বলেই মনে করছেন শিউলি। তাঁর বক্তব্য, 'তালিকায় নাম না এলে অনেকে হয়তো ভাবত, এর আগে যোগ্যতায় চাকরি পাইনি। আগেও যোগ্যতার জন্য চাকরি পেয়েছিলাম। এবারও যোগ্যতার প্রমাণ দিলাম।'

## বিএলও-দের

*প্রথম পাতার পর*

এরপর মাঝেমধ্যেই তাঁদের ডেকে প্রশিক্ষণের নামে নতুন নতুন নির্দেশিকা দিচ্ছে কমিশন। এদিন ফের শিলিগুড়ি বিধানসভা এলাকার সমস্ত বিএলও-কে দীনবন্ধু মঞ্চে ডাকা হয়। প্রত্যেকেই ফর্ম বিলির কাজ ফেলে এসেছিলেন। অভিযোগ, শিবিরের শুরুতেই কমিশনের তরফে মৃত ভোটারদের তালিকা চাওয়া হয়। সেই শুনে হইচই জুড়ে দেন বিএলও-রা। একাংশ চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে বলতে থাকেন, 'ফর্ম বিলির পর্বই এখনও শেষ হল না, কীভাবে মৃত ভোটারের তালিকা তৈরি করব?' কিন্তু আধিকারিকরা জানিয়ে দেন, দ্রুত ওই তালিকা জমা দিতে হবে। এরপর পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে এসআইআর-এর ফর্ম পূরণ করা নিয়ে নতুন কিছু নির্দেশিকা দেওয়া শুরু হয়। বলা হয়, বিএলও-দের প্রত্যেক ভোটারের ফর্ম ডিজিটালাইজেশনের কাজ করতে হবে। যা শুনে ক্ষোভের মাত্রা চরমে পৌঁছায়। একে একে বিএলও-রা দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করেন। তাঁদের দাবি ছিল, 'এই কাজ বিএলও-দের করার কথা নয়, নির্বাচন কমিশন করবে। আমরা শুধু ফর্ম বিলি করব ও তা পূরণের পর ভোটারদের থেকে সংগ্রহ করে দপ্তরে জমা দেব। এর বাইরে কোনও কাজ করতে পারব না।' এদিকে, কমিশন নির্দেশিকা নিয়ে অনড় থাকায় বিএলও-রা প্রশিক্ষণকেন্দ্র থেকে বেরিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। তুমুল হইহট্টগোলের জেরে শিবির ভেস্তে যায়। বাধ্য হয়ে প্রশিক্ষণ বন্ধ করে দীনবন্ধু মঞ্চ ছেড়ে চলে যান নির্বাচনি আধিকারিকরা।

সঞ্জয়ের বক্তব্য, 'প্রথমে বলা হয়েছিল, শুধু ফর্ম বিলি ও সেটা সংগ্রহ করে জমা দিতে হবে। এখন প্রতিনিয়ত আমাদের ওপর নতুন নতুন দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এদিন আবার বলা হল, প্রতিটি ফর্ম ডিজিটালাইজেশনের কাজও আমাদের করতে হবে। শিক্ষকতার পর এত চাপ নেওয়া অসম্ভব।' অপর আন্দোলনকারী সুব্রত সাহার কথায়, 'নির্বাচন কমিশন আমাদের স্কুল থেকে ছুটি পর্যন্ত দিতে পারেনি। একজন করে অতিরিক্ত বিএলও চাওয়া হয়েছিল, তাও হয়নি।'

বিএলও-দের অভিযোগ, অমানবিকভাবে চাপ দেওয়া হচ্ছে। এই চাপ সামলাতে না পেরে একজনের পর একজন আত্মহত্যার পথ পর্যন্ত বেছে নিচ্ছেন।

# বিদ্রোহ করলে এফআইআর

## বিএলও-দের হুঁশিয়ারি শমীকের

**শিলিগুড়ি ও বাগডোগরা, ১৫ নভেম্বর :** এসআইআরের কাজ নিয়ে বিএলও-দের কোনও ওজর আপত্তি চলবে না। শনিবার শিলিগুড়িতে এই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। বিদ্রোহী বিএলও-দের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'ভুলে যাবেন না, দিনের শেষে আপনারা সরকারি কর্মচারী। জনগণের ট্যাক্সে আপনাদের বেতন হয়। বিদ্রোহ করলে আপনাদের বিরুদ্ধে এফআইআর হবে। একবার সাসপেন্ড হলে কী পরিণতি হবে বুঝতেই পারছেন! বিএলও'রা সেই রিস্ক নিতে চাইলে নেবেন।'

এদিন শহরে এসে তিনি এই হুঁশিয়ারি দেন। এই রাজ্যে এসআইআর শুরু হতেই দিকে দিকে বিএলও'রা বিক্ষোভ শুরু করেছেন। চাপের মুখে একাধিক এলাকায় তাঁরা নির্বাচন কমিশনের দেওয়া কাজ করতে অস্বীকার করছেন। শমীক বলেন, 'যেটা দায়িত্ব রয়েছে সেটা আপনাদের করতে হবে। বাকিটা নির্বাচন কমিশন করবে।' তৃণমূল কংগ্রেস বিএলও-দের ধমকাচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। শমীকের দাবি, বিএলও-দের আন্দোলন করতে বাধ্য করছে তৃণমূল। তৃণমূল নেতা গৌতম দেবের বক্তব্য, 'শমীক ভট্টাচার্য কী নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধি? তিনি বলবেন আর সব হয়ে যাবে?'

রাজ্যসভার সাংসদ হর্ষবর্ধন শ্রিংলার এক অনুষ্ঠানে শমীক আক্রমণ করেছে তৃণমূল। গৌতম দেবের বক্তব্য, 'অনুপ্রবেশ নিয়ে বাজে কথা বলে সমস্যা বাড়াতে চাইছেন শমীক। সীমান্তে তো কেন্দ্রীয় সংস্থা নিরাপত্তা দেয়। কী করে অনুপ্রবেশ হচ্ছে, সেটা উনিই জানেন।'

শিলিগুড়িতে এসআইআর সহায়তা কেন্দ্রে হাজির শমীক ভট্টাচার্য।

অভিযোগ করেন, 'শিলিগুড়িকে নিরাপদ করিডর হিসেবে ব্যবহার করে এদেশে ঢুকছে জঙ্গিরা।' এই পরিস্থিতির জন্যে সরাসরি তৃণমূলকে দায়ী করেন তিনি।

পালটা শমীককে এই নিয়ে

শমীক মাটিগাড়া ব্লকের পাথরঘাটা বিরসা মুন্ডা মোড়ে বিরসা মুন্ডাকে শ্রদ্ধা জানাতে যান। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক আনন্দময় বর্মন। সেখানে গিয়েও তিনি অনুপ্রবেশের অভিযোগ তোলেন।

**হুংকার**

- উত্তরবঙ্গের অনুষ্ঠানে এসে বিএলও-দের হুঁশিয়ারি শমীকের
- অভিযোগ, বিএলও-দের আন্দোলন করতে বাধ্য করছে তৃণমূল
- শিলিগুড়ি করিডরকে ব্যবহার করে এদেশে অনুপ্রবেশকারী ও জঙ্গি ঢুকছে বলে তাঁর দাবি
- সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার শাসকদল তৃণমূলের

বিহারে নির্বাচনি সাফল্যের বিষয় টেনে ও রাজ্যের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, 'তৃণমূল গত ১৪ বছর ধরে রাজ্যের মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করেছে। আগামী নির্বাচনে মানুষ বিজেপিকে ভোট দেবে।' এদিন বিমানবন্দরে যাবার পথে বাগডোগরা বিহার মোড়ে তাঁরা বিরসা মুন্ডাকে শ্রদ্ধা জানান।

## উদয়নের নির্দেশে কাজ পুলিশের : শুভেন্দু

# বিজেপি নেতা গ্রেপ্তার

শিবশংকর সূত্রধর ও প্রসেনজিৎ সাহা

**কোচবিহার ও দিনহাটা, ১৫ নভেম্বর :** বিহারের নির্বাচনে এনডিএ'র সাফল্যে শুক্রবার দিনহাটায় বিজয় মিছিল করার পর গ্রেপ্তার হলেন বিজেপির জেলা সম্পাদক অজয় রায়। পুলিশের দাবি, কোনওরকম অনুমতি ছাড়াই বিজেপি নেতা-কর্মীরা সেখানে মিছিল এবং জমায়েত করছিলেন। সেখানে বাধা দিতে গেলে দলীয় কর্মীরা পুলিশের ওপর চড়াও হয়। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি নেতৃত্ব। তাদের পালটা দাবি, তাদের কর্মসূচিতে তৃণমূল হামলা চালায়।

শনিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় সরব হয়েছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ঘটনার একটি সিসিটিভি ফুটেজ পোস্ট করে তিনি লিখেছেন, 'বিহারে এনডিএ'র বিপুল জয় উদযাপন করার অপরাধে দিনহাটায় গ্রেপ্তার করে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে গেল দলদাস পুলিশ। বেআইনি গ্রেপ্তারের মূল কান্ডারি হলেন দিনহাটা থানার আইসি জয়দীপ মোদক এবং

দিনহাটা থানা থেকে বের করা হচ্ছে অজয় রায়কে। শনিবার।

এসআই আশরাফ আলম।' উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহর নির্দেশেই পুলিশ এই কাজ করেছে বলে শুভেন্দুর দাবি। যদিও মন্ত্রীর বক্তব্য, 'ওঁর কথায় এত গুরুত্ব দেওয়ার দরকার নেই। ইডি, সিবিআই, নির্বাচন কমিশনের মতো একাধিক সংস্থাকে কাজে লাগিয়েছে বিজেপি। তাই এই কথা তাদের মুখে শোভা পায় না। পুলিশ নিশ্চয় নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতেই তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে।'

দিনহাটা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধীমান মিত্র জানান, কোনও অনুমতি ছাড়াই বিজেপি শুক্রবার একটি মিছিল বের করে। স্থানীয়রা গণ্ডগোলের আশঙ্কায় পুলিশকে ফোন করলে সেখানে মিছিলে বাধা দিতে যায় দিনহাটা থানার পুলিশ। সেইসময় অজয় রায় সহ বিজেপি কর্মীরা পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েন। এতে কয়েকজন পুলিশকর্মী আহত হন বলে পুলিশের দাবি। এরপরই অজয় এবং আরেক বিজেপি কর্মী দীপ বৈশ্যকে গ্রেপ্তার করা হয়। অজয়ের স্ত্রী বীথিকা রায়ের অভিযোগ, 'বিহারে জয়ের আনন্দে শুক্রবার রাতে আমার স্বামী এবং কয়েকজন বিজেপি কর্মী বিজয় মিছিল বের করেছিলেন। বিনা কারণে পুলিশ আমার স্বামীকে গ্রেপ্তার করে। আমরা পুলিশের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করব।' অজয় রায়ের গ্রেপ্তারির প্রতিবাদে শনিবার সকালে পুলিশ সুপারের দপ্তরে যায় বিজেপির নেতৃত্ব। দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মন সহ চারজন বিধায়ক সেখানে ছিলেন। মিথ্যে মামলায় বিজেপির নেতা-কর্মীদের গ্রেপ্তারির প্রতিবাদে আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা। অভিজিৎ বলেন, 'বারবার আমাদের ওপর তৃণমূল আক্রমণ করছে। অথচ অভিযোগ জানালেও পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না। উলটে আমাদের কর্মীদের মিথ্যে মামলা দিয়ে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে।'

এদিন ধৃতদের দিনহাটা আদালতে তোলা হলে বিচারক পাঁচদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। অজয়ের পক্ষের আইনজীবী রাধাবল্লভ বর্মনের কথায়, 'এদিন বিচারকের কাছে পুলিশের আইনজীবী পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজত চাইলে তা নাকচ করে দেন বিচারক। জামিনের আবেদনও নাকচ হয়ে যায়।' সরকারপক্ষের আইনজীবী আনওয়ারুল হক জানান, ১৯ নভেম্বর অজয় রায়কে ফের আদালতে তোলা হবে।

## বেসুরো শত্রুঘ্ন

নিউজ ব্যুরো

**১৫ নভেম্বর :** বিহার বিধানসভা নির্বাচনে বিরাট ব্যবধানে জয় পাওয়ার জন্য শনিবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে জেডিইউ সুপ্রিমো নীতীশ কুমারকে শুভেচ্ছা জানান আসানসোলের তৃণমূল সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা। শুভেচ্ছাবার্তায় তিনি তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও ট্যাগ করেছেন। এরপর চূড়ান্ত বিতর্কে জড়িয়েছেন 'বিহারিবাবু' শত্রুঘ্ন।

দু'দফার ভোটপর্ব শেষে শুক্রবার ভোটগণনা ছিল বিহারে। জাদুসংখ্যাকে অনেক পিছনে ফেলে ২০২টি আসন দখল করে এনডিএ জোট। ফলাফল সামনে আসার পরেই পরিষ্কার হয় দশমবারের জন্য পাটনার কুর্সি দখল করছেন নীতীশ। এদিকে, বিহারের ফলের কোনও প্রভাব বাংলায় পড়বে না বলে দাবি করেছে তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্ব। পাশাপাশি, এসআইআর-কে হাতিয়ার করে জয় এসেছে বলেও জেডিইউ-বিজেপিকে কটাক্ষ ছুড়েছেন কুণাল ঘোষরা। এই আবহে দলীয় অবস্থানের বিপরীতে শত্রুঘ্নর শুভেচ্ছাবার্তা নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।

জনজাতীয় গৌরব দিবস।। বিরসা মুন্ডার জন্মদিবস উপলক্ষ্যে চিকমাগালুরে আদিবাসী নৃত্য। শনিবার।

## ঝুলন্ত দেহ

*প্রথম পাতার পর*

কোনওভাবে চাকরি চলে গেলে কোনও সমস্যা হবে না বলে ওকে আশ্বস্তও করেছিলাম।' তা সত্ত্বেও কী করে যে অনভিপ্রেত ঘটনাটি ঘটে গেল তা তাঁরা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছেন না বলে পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন। পুলিশ মৃতার বাবা-মাকে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে। গোটা ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং জানিয়েছেন। প্রাথমিক শিক্ষিকা হিসেবে সঞ্চয়িতা ২০১৭ সাল থেকে কাজ শুরু করেন। বিয়ে করেননি। পরিবারে বাবা-মা রয়েছেন। দিদির বিয়ের হয়ে গিয়েছে। বাবা অবসরপ্রাপ্ত এমইএস কর্মী সন্দীপ বলছিলেন, 'চাকরি চলে যেতে পারে ধরে নিয়ে ওর মধ্যে সবসময় একটা অবসাদ কাজ করছিল। বিএলও হিসেবে কাজের জন্য ওকে বলা হয়েছিল। রাজি হয়নি। তিনদিন ধরে মেয়ে স্কুলে যাওয়াও বন্ধ করে দিয়েছিল।' অবসাদ যে চূড়ান্ত মাত্রায় পৌঁছেছে সেটা বাবা-মা ধারণা করতে পারেননি। সন্দীপ বলেন, 'শুক্রবার রাতে আমি ও স্ত্রী বাড়িতেই ছিলাম। মেয়ের ত্বকে সমস্যা হওয়ায় দুপুরে ওকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাব বলেছিলাম। ও যায়নি। সন্ধ্যার পর মেয়ে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয়। রাত বাড়লেও ঘরের দরজা খোলেনি।' বাবা-মায়ের সন্দেহ হয়। আশপাশের বাসিন্দাদের ডেকে ঘরের দরজা ভাঙা হলে ভিতরে ওই শিক্ষিকাকে ফ্যানের সঙ্গে গলায় ওড়না বাঁধা অবস্থায় ঝুলতে দেখা যায়। তড়িঘড়ি শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। শনিবার উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে মৃতদেহের ময়নাতদন্ত হয়।

স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলার তথা মেয়র পারিষদ দুলাল দত্ত বললেন, 'খুবই দুঃখজনক ঘটনা। মাকে নিয়ে ওই শিক্ষিকা বৃহস্পতিবার কাউন্সিলার অফিসে এসেছিলেন। মনের মধ্যে যে উথালপাতাল চলছে তা তাঁকে দেখে বোঝা যায়নি। আসলে এসআইআর সহ বর্তমান সময়ে যে অস্থির পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তাতেই এ ধরনের অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটে যাচ্ছে।' শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ বললেন, 'এ ধরনের দুঃখজনক ঘটনা ঠেকাতে রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে আমাদের ব্যবস্থা নিতে হবে।'

## শর্তে মুক্তি

*প্রথম পাতার পর*

জিম সেরে বাড়ি ফিরছে বলে ফোনে জানিয়েছিল। তারপরেই জানতে পারি এনআইএ ছেলেকে নিয়ে গিয়েছে। আমার ছেলে নির্দোষ।' জুনেরা আরও বলেন, 'দিল্লি বিস্ফোরণের দিন গভীর রাতে আমাদের রাজধানী এক্সপ্রেসে ডালখোলার ফেরার টিকিট ছিল। সেই মোতাবেক আমরা ফিরেছি।' জুনেরাকে সান্ত্বনা দিতে প্রতিবেশীরা মার্বেল বসানো মেঝেতে বসে ছিলেন। ছেলের ছাড়া পাওয়ার খবর মিলতেই জুনেরা সহ গোটা পরিবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন।

পরিবার সূত্রেই জানা গিয়েছে, জানিসার এবং তাঁর বাবা-মায়ের ভোটার তালিকায় নাম কোনাল এলাকাতেই রয়েছে। যদিও দীর্ঘ আড়াই দশক ধরে জানিসাররা লুধিয়ানায় রয়েছেন। বছরে মাঝেমধ্যে গ্রামের বাড়িতে আসেন। উল্লেখ্য, গোটা ঘটনায় বেশকিছু প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এনআইএ'র দিল্লি দপ্তরের নির্দেশ ছাড়া জানিসার এলাকা ছাড়তে পারবেন না কেন? তবে কি এনআইএ জানিসারকে ক্লিনচিট দেয়নি? জানিসার কি এনআইএ তদন্তের আওতায় থাকছেন? এই প্রশ্নে জানিসারের জেঠু আবুল কাসিম বলেন, 'আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, জানিসার এসবে কোনওভাবেই যুক্ত নয়। তাই ওরা ওকে ছেড়ে দিয়েছে। তবে তদন্তের স্বার্থে যা নির্দেশ এনআইএ দিয়েছে তা পালন করতে আমাদের কোনও আপত্তি নেই।'

৬ডিসেম্বর জানিসারের কাকাতো বোন এবং ২৪ ডিসেম্বর নিজের দিদির বিয়ের দিন ধার্য হয়েছে। বিয়ের প্রস্তুতির জন্যই তিনি লুধিয়ানা থেকে পৈতৃক গ্রামে ফিরেছিলেন বলে মা জুনেরা জানিয়েছেন।

# কালিম্পংয়ের কমলায় সংশয়

*প্রথম পাতার পর*

কমলা চাষ করতাম। ৫-৬টি ট্রাকে ভরে কমলালেবু শিলিগুড়ির বাজারে যেত। যা আয় হত, সেই টাকাতেই সারাবছরের সংসার খরচ উঠে আসত। এখন বাঁদরের দৌরাত্ম্যে সব শেষ হয়ে যাচ্ছে। বাধ্য হয়ে কমলা চাষ ছেড়ে অনেকে ভিনরাজ্যে কাজের খোঁজে চলে যাচ্ছেন।' দীপক ছেত্রী নামে আরেক কমলাচাষি বলেন, 'বাঁদরের অত্যাচার এতটাই বেড়ে গিয়েছে যে, হতাশ চাষিরা এখন আর কমলালেবু চাষ নিয়ে আশার আলো দেখতে পাচ্ছেন না। ফলে গাছের যত্ন থেকে শুরু করে, পরিচর্যার আনুষঙ্গিক বাকি বিষয়গুলো এখন আর সামসিং ও সংলগ্ন এলাকার কোনও চাষিই করছেন না। তবুও স্বাভাবিক নিয়মে যেটুকু ফলন হচ্ছে এবং বাঁদরের নজর এড়িয়ে যেটুকু রক্ষা করা যাচ্ছে তা বিক্রি করেই কোনওমতে চলছে। ফলে বহু পরিবার চরম আর্থিক অনিশ্চয়তায় ভুগছে।'

গরুবাথানের নিমবিস্ত আর মায়ালুবিস্ততে বাঁদরের উপদ্রব না থাকলেও নভেম্বরের শুরুতে শিলাবৃষ্টিতে কিছুটা ক্ষতি হয়েছে। মায়ালুবিস্তর কমলাচাষি বিবেশ রাইয়ের প্রায় ১০০টি কমলা গাছের বাগান রয়েছে। গতবছর কমলালেবু বিক্রি করে মোট আড়াই লক্ষ টাকা উপার্জন করেছিলেন বিবেশ। তাঁর কথায়, 'স্বাদে-গন্ধে মায়ালুবিস্তর কমলালেবু অনায়াসে দার্জিলিংকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে। সেই বাপঠাকুরদার আমল থেকেই আমরা ট্র্যাডিশনাল অর্গানিক ব্যবহার করে কমলা চাষ করি। কোনও রকম কীটনাশক ব্যবহার করি না। যে কারণে এখনও সুনাম ধরে রাখতে পেরেছি। তবে এবারে নভেম্বরের শুরুতে শিলাবৃষ্টির কারণে বেশকিছুটা ক্ষতি হয়েছে।'

গরুবাথানের রাইগাঁওবিস্তর নির্জল রাই, শুভরাজ থাপার মতো কমলালেবুচাষিদের বাগানের গাছগুলো আবার ৩০-৪০ বছরের পুরোনো। গত কয়েক বছর ধরে ফলন কমে এসেছে দেখে পরীক্ষামূলকভাবে কিছু নতুন চারাগাছ লাগিয়েছেন তাঁরা। ফলন দেখে আরও গাছ লাগানো হবে বলে জানিয়েছেন নির্জল।

তবে আশার কথা, প্যারেন, তোদে-তাংতা এবং চুইখিমের ওপরে মুংপেল গ্রামে এ বছর ফলন ভালো। ফলে কিছুটা হলেও আশাবাদী স্থানীয় কমল গিরি, সুরজ লিম্বুর মতো কৃষকরা।

কমলা চাষের ভবিষ্যৎ নিয়ে কালিম্পং জেলা হর্টিকালচার আধিকারিক সঞ্জয় দত্ত বলেন, 'ভালো ফলন পেতে হলে কমলালেবু চাষের উপযোগী দোআঁশ বা বেলে-দোআঁশ মাটি, মাটির প্রয়োজনীয় অম্লতা, তাপমাত্রা, সূর্যের আলো, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৯০০-১৮০০ মিটার উচ্চতা সবই পাওয়া যায় কালিম্পং জেলার পাহাড়ি গ্রামগুলোতে।' তবে কি অভাব শুধুমাত্র চাষিদের সচেতনতায়? সঞ্জয় বলেন, 'বর্ষার শুরু এবং শেষে গাছের পরিচর্যা জরুরি। ছত্রাকঘটিত রোগ 'ডাইব্যাক' যাতে কোনওভাবেই গাছে বাসা বাঁধতে না পারে সেদিকেও সতর্ক নজর রাখা জরুরি। এইসব বিষয়ে চাষিদের বোঝাতে আমরা দপ্তর থেকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ শিবির আয়োজন করছি। পাশাপাশি নতুন প্রজাতির রোগ প্রতিরোধী কমলার চারা বিশেষ করে দার্জিলিংয়ের ম্যান্ডারিন প্রজাতির কমলার চারা বিতরণ শুরু হয়েছে। পাশাপাশি বাঁদরের হাত থেকে ফসল রক্ষার উপায় ও বিপণন ব্যবস্থা উন্নয়নের দিকেও নজর দেওয়া হচ্ছে।'

কালিম্পং জেলায় মোটামুটি প্রায় ১৭০০ হেক্টর জমিতে কমলালেবুর চাষ হয়। গতবছর প্রতি হেক্টরে গতবছর ফলন হয়েছিল ৮-১০ টন। এবার সেই লক্ষ্যমাত্রা কি ছোঁয়া যাবে? জেলা হর্টিকালচার বিভাগের পাশাপাশি কমলাচাষিদেরও আশঙ্কা সেখানেই। কারণ, যেভাবে আবহাওয়ার বদল হচ্ছে তাতে কমলার স্বাদ নিয়ে আশঙ্কা থাকছেই।

একসময় কালিম্পং জেলায় অর্থনীতির ভিত্তি ছিল এই কমলা চাষ। কিন্তু বাঁদরের অত্যাচার, আবহাওয়ার তারতম্য এবং কিছুটা হলেও সরকারি নিষ্ক্রিয়তায় সেই ঐতিহ্য যেন ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে। ফলে শীতের নরম রোদে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ডুয়ার্সের রাস্তায় কমলা কেনার চেনা ছবিটা এবার কতটা দেখা যাবে, তা নিয়ে সন্দেহ থাকছে।

# বিডিও'র নীলবাতি জাদু

*প্রথম পাতার পর*

তমোজিৎ চক্রবর্তীকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন তোলেননি। মেসেজ করা হলেও উত্তর দেননি। প্রশান্তর আইন ভেঙে নীলবাতি ব্যবহার নতুন নয়। গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন, কালচিনির বিডিও থাকাকালীন প্রশান্ত দুটো নীলবাতি লাগানো গাড়ি ব্যবহার করতেন। সেই গাড়িগুলো সম্পর্কেও খোঁজখবর নিতে শুরু করেছেন তাঁরা। ইতিমধ্যেই দুটি গাড়ি চিহ্নিত করা হয়েছে। দুটি গাড়িই ভাড়ায় নিয়ে নীলবাতি লাগিয়ে ব্যবহার করা হত। বিডিও নিজেই সেই বাতি লাগিয়েছিলেন। গাড়ি দুটিই আলিপুরদুয়ার আঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তরে রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে। ওই দুটি গাড়ি প্রশান্ত এখনও ব্যবহার করছেন কি না সে সম্পর্কেও নিশ্চিত হতে চাইছেন তদন্তকারীরা। বেআইনি কাজকর্মকে আড়াল করার জন্যই প্রশান্ত নীলবাতির গাড়ি ব্যবহার করতেন বলেই আশঙ্কা তাঁদের। গোয়েন্দারা বলছেন, স্বর্ণ ব্যবসায়ী হত্যাকাণ্ডে অপহরণ এবং দেহ লোপাটের ক্ষেত্রে যাতে কারও সন্দেহ না হয় তারজন্য পরিকল্পনা করেই নীলবাতির গাড়ি ব্যবহার করা হয়েছিল। প্রশান্ত বারবার চক্রান্তের তত্ত্ব সামনে আনলেও তদন্ত যত এগোচ্ছে ততই নতুন তথ্য উঠে আসছে। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই প্রশান্তর বিপুল পরিমাণ সম্পত্তির খতিয়ান তৈরির কাজ শুরু করেছেন গোয়েন্দারা। তাতে বিডিও'র আয়বহির্ভূত সম্পত্তির হদিসও মিলেছে। নিউটাউনের যে আবাসনে স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে খুন করা হয়েছিল সেই আবাসনটিও প্রশান্তর বলেই ধারণা তদন্তকারীদের। ইতিমধ্যেই প্রশান্তর নামে আবাসনের বিদ্যুৎ বিলের নথিও হাতে পেয়েছেন তাঁরা। কোচবিহারেও একটি নীলবাতি লাগানো গাড়ির খোঁজ পেয়েছেন গোয়েন্দারা, যে গাড়িটির সঙ্গে প্রশান্তর যোগ থাকতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ওই গাড়িটি খুনের ঘটনায় ধৃত তৃণমূল নেতা সজল সরকার বা তাঁর ভাই মাঝেমধ্যে ব্যবহার করতেন কি না তা যাচাই করে দেখছেন তদন্তকারীরা। সূত্রের খবর, এক গাড়ির চালককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ইতিমধ্যেই আটকও করেছেন তাঁরা।

খুনে অভিযুক্ত বিডিও'র নীলবাতির গাড়ি ব্যবহারের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ জরুরি বলেই মনে করছেন আইনজীবীরা। হাইকোর্টের আইনজীবী সন্দীপ মণ্ডলের বক্তব্য, 'সুপ্রিম কোর্টের গাইডলাইন, মোটর ভেহিকল রুল এবং ২০১৪ সালে জারি করা রাজ্য সরকারের নির্দেশিকা- কোনওকিছু অনুসারেই একজন বিডিও নীলবাতির গাড়ি ব্যবহার করতে পারেন না। আইন ভাঙলে কড়া পদক্ষেপ জরুরি। একজন সরকারি আধিকারিক আইন ভাঙলে সাধারণ মানুষের কাছে ভুল বার্তা যায়।'

১৬
ট্রাভেল ব্লগ রুমি বাগচী

১৭
ছোটগল্প সম্পা পাল
কবিতা মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস, গৌতম বাড়ুই, মলয় চক্রবর্তী, সুনীতা দত্ত, আশিস চক্রবর্তী, বনশ্রী ঘোষ ও মনোজ চক্রবর্তী

# রিক্তসিক্ত

হেমন্ত শেষে হলদে-সবুজ ধানখেতের ম্যাজিক-রং প্রতিদিনই একটু একটু করে বদলাচ্ছে। তার আগমনী স্পর্শও এখন স্পষ্ট। নবজীবনের মতোই স্মৃতিমিশ্র এই ঋতু কখনও চিরবিদায়ের প্রতীকও। তবে নগরায়ণ ও দূষণের চাপে শীতও আজ যেন নিজস্ব ছন্দ হারাতে বসেছে।

## গর্বের গল্প আজ কুয়াশামাখা ভোরের বিষাদগাথা

**সুতপা সাহা**

নবান্নের ঘ্রাণ শেষ হতে না হতেই দোরগোড়ায় এসে উপস্থিত শীত। হেমন্তের সোনালি মাঠগুলো কৃষকের মুখে হাসি ফোটালে তারপর কিছুদিন খালি পড়ে থাকে সেই শস্যভূমি। বিবর্ণ স্তূপীকৃত ঝরাপাতারা মমতার বন্ধনে জড়াতে না জড়াতেই ধীরে ধীরে সেই বন্ধন শিথিল হতে থাকে আর খোলা বন-প্রান্তরে কেবল শীতার্ত বাতাস ঘুরপাক খায়। ধুলোবালির সঙ্গী হয়ে উড়ে যায় ঝরাপাতার দল। কবি শেলী তাঁর কবিতায় লিখেছিলেন, সারাটা শীত জুড়ে পৌষ-মাঘের শীতল বিছানায় হেমন্তের ঝরাপাতারা ঘুমিয়ে থাকে, নতুন প্রাণকে লালন করবে বলে।

এক ইতিহাসবিদ লিখেছিলেন, আড়াই হাজার বছর আগে বিশ্ববিজয়ী আলেকজান্ডারকে বিপাশার তীর থেকে দেশে ফেরত পাঠিয়েছিলেন যে পরাক্রান্ত ভারতীয় সেনাপতি, তিনি হলেন 'গ্রীষ্মের দাবদাহ'। সেই যে গ্রীষ্মের ছোঁয়া লেগে গেল সকলের দেহে ও মনে, তাই মোটামুটি গ্রীষ্ম আর বর্ষাতেই আটকে গেল বঙ্গবাসীর সৃজনশীলতা। বাংলা কাব্য-কবিতায় কেন যেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে শীত চিত্রিত হয়েছে রিক্ততা, প্রাণহীনতা, নিষ্ঠুরতা, বিরহ কাতরতার প্রতীক হিসাবে। পাশ্চাত্যের সৃজনচেতনাতেও শীত হল মৃত্যু ও অন্ধকারের প্রতীক। শীতের যেন কোনও প্রাণোচ্ছল রূপমাধুরী নেই, সে রিক্ত ধ্যানমগ্ন মহাতাপস।

'আরম্ভিছে শীতকাল, পড়িছে নীহার-জাল,
শীর্ণ বৃক্ষশাখা যত ফুলপত্রহীন'

শীতের প্রারম্ভে প্রকৃতি যতই রিক্ত, শূন্য হোক, রবীন্দ্রনাথ বাংলার শীতের মধ্যে রিক্ততাকে দেখলেও তিনিই আবার কোথাও কোথাও শীতকে তার অন্য রূপেও আবিষ্কার করেছেন। পাতা খসানোর সময়-শুরুর বার্তা তো অনেক আগেই পৌঁছে দিয়েছেন কবি আমলকী গাছেদের কাছে, তাদের ডালে ডালে। হলুদ চাদরে ঢেকে গেছে সর্ষের ক্ষেত, তার মাঝে সবুজ পাতার আঁকিবুঁকি, এমন দৃশ্য তো শীতের দিনেই আসে।

**বাংলা কাব্য-কবিতায় কেন যেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে শীত চিত্রিত হয়েছে রিক্ততা, প্রাণহীনতা, নিষ্ঠুরতা, বিরহ কাতরতার প্রতীক হিসাবে। পাশ্চাত্যের সৃজনচেতনাতেও শীত হল মৃত্যু ও অন্ধকারের প্রতীক।**

বাংলার পথে-প্রান্তরে, মাঠেঘাটে তখন তাকালেই চোখে পড়ে খেজুর গাছে ঝুলছে ছোট্ট রসের হাঁড়ি। কোথাও গাছ থেকে রস নামানোর প্রস্তুতি নিচ্ছেন শিউলিরা আর ফসলের মাঠজুড়ে সোনালি আভায় সকাল-সন্ধ্যা জমতে থাকে হিম হিম কুয়াশা। হাট-বাজারে সবজিপসারির ডালায় ডালায় থরে থরে সাজানো শীতের সবজি ফুলকপি, বাঁধাকপি, মূলা, শালগম, ওলকপি, গাজর, টমেটো। নদীর বুকে কোথাও হাঁটুজল, কোথাও বা খটখটে চর জাগে। আর দুরন্ত কিশোর-কিশোরীরা মেতে ওঠে অল্প জলে মাছ ধরার উৎসবে। সেইসঙ্গে খাবারের খোঁজে খাল-বিল আর মাঠে-ঘাটে নামে সাদা বকের ঝাঁক। খেজুরের রস-গুড়, নবান্নের আবহ, পিঠেপুলির আয়োজন- সব মিলিয়ে শীতকাল বাঙালির সংস্কৃতির এক পূর্ণ প্রকাশ। এই পৌষ-মাঘ মিলে বাংলার যে শীতকাল, তা বোধহয় শুধু রিক্ততা আর বিরহবোধের নয়, পূর্ণতারও বটে। শরৎ আর হেমন্তের যে আয়োজন, শীতে তার পরিণতি ও সমৃদ্ধি।

এই বঙ্গে শীত আসে শিশিরের শব্দের মতো। মটরশুঁটি আর সবুজ ঘাসের ডগায় টলমল করে শিশিরের ফোঁটা। শিশিরমাখা ভোর, মিঠে রোদের দুপুর কিংবা ঘন কুয়াশার রাত— তার সঙ্গে পরম যত্নে আগলে রাখা শীতকালীন সংস্কৃতি, শীতের আদি জীবনধারা। ধান কাটা হয়ে গেলে শীতকালে ধানগাছশূন্য ফাঁকা মাঠকে রিক্ত মনে হয়। 'সোনার তরী'তে তার নিজহাতে কাটা সব ধান নৌকায় তুলে নেওয়ায় কৃষকের মনে রিক্ততা। রাশি রাশি ভারা ভারা ফসল ফলানো মাঠের পাশে দাঁড়ানো সর্বস্বান্ত মানুষ। শীতের ফসলশূন্য মাঠ যখন আকাশের দিকে মুখ তুলে চিৎ হয়ে থাকে, তখন তাকে সত্যিই বড় নিঃস্ব মনে হয়। মনে পড়ে জীবনানন্দ দাশের বিখ্যাত 'মৃত্যুর আগে'র শুরুর পংক্তি —'আমরা হেঁটেছি যারা নির্জন খড়ের মাঠে পউষসন্ধ্যায়'। মাঠের গোছা গোছা খড় আকাশের দিকে অস্তিত্ব জানান দিয়ে তখন মৃত মাথা খাড়া করে দাঁড়িয়ে থাকে আর সেখানে শেষ পৌষের সন্ধ্যায় হালকা শিশিরে সিক্ততার ভেতরে এক নিঃসঙ্গতা এসে ভর করে।

*এরপর ষোলোর পাতায়*

## জলসায় কিশোরকণ্ঠি গাইছেন 'ইয়ে সাম মস্তানি...'

**সৌগত ভট্টাচার্য**

হেমন্ত শেষে হাইওয়ের ধারে হলদে-সবুজ ধানখেতের ম্যাজিক-রং প্রতিদিন একটু একটু করে বদলাতে শুরু করে। তারপর একদিন বিকেলে অঘ্রানের ধান কাটা মাঠের রং আর সূর্যের রং এক হয়ে যায়। মাঠের মাঝে ছাতার মতো বিরাট পাকুড় গাছের তলায় দাঁড়িয়ে থাকে একটা চারচালা মন্দির।

শূন্য ধানখেত, মন্দির আর আকাশ- তিনজন দিগন্তরেখার সীমানায় এসে দাঁড়ায়। খুব পরিচিত এই শীত-ফ্রেমজুড়ে লেগে থাকে এক অদ্ভুত এক মায়া জড়ানো বিষণ্ণতার রং। অঘ্রানে সন্ধ্যা নামলে তিস্তা নদী থেকে বয়ে আসা বাতাসের গন্ধ পালটে যায়। এই গন্ধ শীতের নিজস্ব! মাঠঘাট পথ খাল বিল নিয়ে যে অসীম চরাচর, সে একটা হালকা কুয়াশা-রঙের আলোয়ান গায়ে জড়ায়। এই শীত-বিকেল যতটা শীতলতার, তারচেয়ে অনেক বেশি উষ্ণতাকাঙ্ক্ষী।

পূর্ণিমার চাঁদ ওঠে। লেপাপোঁছা উঠোনে চালগুঁড়ো দিয়ে আঁকা নবান্নের আলপনার ওপর সন্ধ্যার হিম আর খানিকটা জ্যোৎস্না পড়ে। বিকেলের ধূসরতা কেটে গেলে নতুন চালের পিঠে পুলি পায়েসের গন্ধে ভরে যায় গৃহস্থের ঘরদোর। যুগ যুগ ধরে এত সামান্য উপকরণে বানানো পায়েস পিঠে পুলির স্বাদ প্রতি বছর শীতে নতুন করে বিস্মিত করে জিভের পুরোনো স্বাদকোরকদের! লোকাল বেকারির নরম সেলোফেন মোড়ানো কেকের গন্ধ মফসসল শহরে শীতকাল নিয়ে আসে। এইসব কাণ্ডকারখানা আমাদের পরিচিত আকাশতলেই ঘটে চলে আবহমান কাল ধরে... পৃথিবীকে বড় মায়াময় লাগে!

শীতের রাতগুলো নিঃশব্দে হিমের মতো নেমে আসে। হিমকে রাতের খুব কাছেরজন বলে মনে হয়। শীতের রাত নামার একটা সুর আছে, ছন্দ আছে, লয় আছে। দিনের আলোর কাছ থেকে কিছুটা সময় কেড়ে নেয় দীর্ঘ রাতগুলি। শীতল রাতে বহুদূর থেকে একটা আবছা গান ভেসে আসে। রাত বাড়লে কুয়াশারা জাদুকর হয়ে ওঠে। যত রাত বাড়ে গানের শব্দ স্পষ্ট শোনা যায়, যেমন শোনা যায় দূর স্টেশন দিয়ে ট্রেন চলে যাওয়ার শব্দ। দূরে কোনও জলসায় কিশোর কণ্ঠি গায়ক তার গলার কুয়াশার যাবতীয় পর্দা সরিয়ে গাইছেন, 'ইয়ে সাম মস্তানি...।' একটা সময় ছিল যখন রাত্রিবেলায় লেপের তলায় ঢুকলে ঘুমের আগে লালকমল নীলকমল আসত, তারপর ঘুম আসত। আজকাল তারা আর আসে না। এখন শীতের রাতে কিশোরকুমার, আরডি আসেন। অর্কেস্ট্রায় সেই গানের মাঝে যখন শুধুই গিটার বাজে, মনে হয় রোদেলা দুপুরে ধুনকর তার ধুনানির তার বাজিয়ে পাড়া দিয়ে চলে যাচ্ছে...

আরও অনেক কিছুর মতো লালকমল নীলকমল তার স্বপ্ন নিয়ে; ধুনকর তার ধুনানি নিয়ে শীতের দেশ ছেড়ে কোথায় যে চলে গেছে আর জানা হয়নি!

অনেক দূরে চলে গেছে... সেই স্টিম ইঞ্জিন টানা প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি। যেটা সকালবেলা সিগন্যালের অপেক্ষায় সবুজ মফসসল টাউন স্টেশনের আউটারে দাঁড়িয়ে অক্লান্ত হুইসল দিত, তার সাদা ধোঁয়া আর কুয়াশা মিলেমিশে একাকার হয়ে যেত। শীতের রোববার হাঁড়ি কড়াই বাসনপত্র সমেত পৌঁছে দিত আমবাড়ি ফালাকাটায়। সেখানে শীর্ণ এক নদীর পাড় ছিল স্বপ্নের পিকনিক স্পট। সন্ধেবেলায় সেই ট্রেনটিই যখন হুইসল বাজিয়ে জলপাইগুড়ি স্টেশনে ফিরত, স্টেশনের নরম হলুদ আলো তখন কুয়াশায় ঢেকে গেছে। যাত্রীদের নামিয়ে অঘ্রানের শিশিরভেজা ফাঁকা মাঠ, ঠান্ডা হাওয়ায় একা দাঁড়িয়ে থাকা চারচালার মন্দিরের পাশ দিয়ে ট্রেনটি আস্ত একটা শীতকালকে নিয়ে কোথায় যে চলে গেল...

মাঙ্কি টুপি পরে কাঠের গ্যালারিতে বসে দেখা সার্কাসের সেই জোকারটি, যে প্রবল ঠান্ডায় গায়ে ঢোলা একটা জামা পরে আছে, যে জামায় হরেক রঙের কাপড়ের তালি লাগানো... সার্কাসের বাজনা বাজছে... সে দর্শককে হাসিয়ে যাচ্ছে।

*এরপর ষোলোর পাতায়*

ছবিগুলি তুলেছেন মাজিদুর সরদার

## ধোঁয়াশা বর্ণের মানুষের জীবনের প্রতিচ্ছবি

**শ্রীপর্ণা মিত্র**

মানুষের জীবন প্রকৃতি দ্বারা প্রভাবিত। কারণ মানুষ নিজেই প্রকৃতির অংশ এবং প্রকৃতি ও ঋতু হল এক ও অবিচ্ছেদ্য। তাই এরা একে অপরের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে সৃষ্টির সময়কাল থেকে। মনে পড়ে ছোটবেলায় গ্রামের বাড়িতে শীত আসত কাঁপুনি দিয়ে বলা হত 'হাড় কাঁপানো শীত'। দুর্গাপুজোর পর থেকেই শীতের প্রচ্ছন্ন প্রভাব লক্ষ করা যেত গ্রামাঞ্চলে। আগমনী শরতের পর, প্রৌঢ় হেমন্তকে বিদায় জানিয়ে চলে আসত জবুথবু শীত ঋতুর নির্মম বার্ধক্য।

কবিগুরু তাঁর বোধন কবিতায় লিখেছেন -
''নির্মম শীত তারি আয়োজনে
এসেছিল বনপারে।
মার্জিয়া দিল শ্রান্তি ক্লান্তি,
মার্জনা নাহি কারে।''

শিল্প, সংস্কৃতি, সাহিত্য, চলচ্চিত্র হল প্রকৃতি ও মানুষের এক নিবিড় অনুভূতির প্রকাশ। তাই বাংলার শিল্প, সাহিত্য, চলচ্চিত্রেও শীতের বহুমাত্রিক রূপ অঙ্কিত হয়েছে। তারই মধ্যে একটি রূপ শুষ্ক, কঠিন, রিক্ত, নিঃস্ব। আসলে শীত এখানে জীবনের একটি পর্যায় ভিন্ন আর কিছু নয়। শীতের কাঁপুনি, নিস্তব্ধতা, জড়তা এবং বিষাদের সুর শীতকে বার্ধক্য পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছে, বয়স এবং জীবনের ভারে ক্লান্ত সে যেন এক বৃদ্ধ নাগরিক, হতাশা এবং শূন্যতা দিয়ে তার অভিজ্ঞতার ঝুলি ভর্তি। কবি জীবনানন্দ দাশ যার কলমের প্রতিটা অক্ষরে বাংলার অনন্য রূপ ফুটে উঠেছে তাঁর কাছেও শীত কিন্তু শুধুমাত্র ঋতু নয়। তাঁর লেখায় শীতের নীরবতা, পাতা ঝরা, কুয়াশা মানুষকে নিয়ে যায় চিরমুক্তির তেপান্তরে। তাই তিনি লিখেছেন– 'এই সব শীতের রাতে আমার হৃদয়ে মৃত্যু আসে।' এই মৃত্যু তো আসলে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়ার মুক্তি।

চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায় না। ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্রে সামাজিক ও মানসিক সংকটকে গভীরভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য শীতকে উপস্থাপন করা হয়েছে। 'সুবর্ণরেখা' বা 'মেঘে ঢাকা তারা'-তে যা

**শীতের কাঁপুনি, নিস্তব্ধতা, জড়তা এবং বিষাদের সুর শীতকে বার্ধক্য পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছে, সে যেন এক বৃদ্ধ নাগরিক, হতাশা এবং শূন্যতা দিয়ে তার অভিজ্ঞতার ঝুলি ভর্তি।**

স্পষ্ট দেখা যায়। এছাড়াও বিভিন্ন চলচ্চিত্রে কুয়াশাকে কখনও মৃত্যু, কখনও সময়ের ক্ষয় বা কখনও প্রকৃতির বুকে লীন হয়ে যাওয়ার প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। আবার কখনও কুয়াশা এক রহস্যময় আবরণ।

চিত্রকলার ক্ষেত্রেও শীতকাল মানেই ঘোলাটে নীল সাদা আকাশের নীচে ধোঁয়াশা বর্ণের মানুষের জীবনের প্রতিচ্ছবি। এ যেন এক বর্ণহীন, রংহীন, অনুজ্জ্বল কিছু রংয়ের খেলা- যেন রংহীন, বর্ণহীন হয়ে এক নারীর বৈধব্য যাপন। শীতে শরীরের রুক্ষতা কি আমাদের মনকেও এতটাই রুক্ষ করে দেয় যে আমরা রংয়ের ক্ষেত্রেও কার্পণ্য করি? এখানেই শীত আমাদের কাছে রিক্ততার প্রতীক হিসেবে উদযাপিত হয়ে উঠেছে।

কিন্তু বাস্তব প্রেক্ষাপটে শীত কি এতটাই মলিন আমাদের জীবনে? তবে তার জন্য কেন এত তীব্র অপেক্ষা? কেন কবির কলমে উঠে এসেছে 'শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা?' এই প্রকৃতিই আবার শীতকে নিয়ে গেয়েছেন জীবনের জয়গান- উৎসব এবং ঐতিহ্যের মধ্যে দিয়ে। শীত মানেই- ফলের পসরা, সবজির মেলা, ফসল তোলার গান, নবান্ন, পিঠেপুলি, খেজুরের রস, নলেন গুড়, পরিযায়ী পাখি, শীতের শহরে সাহিত্যের উষ্ণ ছোঁয়া নিয়ে বইমেলা, কুয়াশার মায়ায় মাখানো নরম রোদে পিঠ দিয়ে ছাদে বসে টেস্ট পেপার সলভ, মায়ের কাঁথা সেলাই, বড়ি দেওয়া বা সোয়েটার বোনা, বাহারি রং নিয়ে পৌষমেলা, কল্পতরু উৎসব, প্রেমের বার্তা নিয়ে সরস্বতীপুজো, ভ্যালেন্টাইন্স ডে। এই শীতই তো আমাদের আবেগ, উষ্ণতার অনুভূতিকে সিক্ত করে প্রতিনিয়ত। তাই কবি মহাদেব সাহা শীতকে তাঁর আরোগ্যের মলম হিসেবে বর্ণনা করেছেন 'শীতের সেবায় তবে সেরে উঠি'।

*এরপর ষোলোর পাতায়*

# ঈশ্বরের দান এন্টিলোপ ক্যানিয়ন

রুমি বাগচী

একটি শ্যামলা নাভাহো কিশোরী ভেড়া চরাচ্ছে। হঠাৎ পাহাড়ের গায়ে একটি গুহা দেখতে পেয়ে কৌতূহলে একটু একটু করে ভেতরে ঢুকতে থাকল। দু'দিকের দেওয়ালে পাথরের কারুকার্য। যেতে যেতে একটি জায়গায় এসে তার হাত-পা কাঁপতে শুরু করল। চোখের সামনে সূর্যের এক অলৌকিক রূপ। সে কি চোখের সামনে ঈশ্বরকে দেখছে? জায়গাটি আমেরিকার আরিজোনা প্রদেশের এন্টিলোপ ক্যানিয়ন। মূলত স্যান্ডস্টোনের এই ক্যানিয়নের কারিগর হাওয়া ও বৃষ্টি আর সূর্য করেছে এর অলংকরণ! কিন্তু তাহলে পৃথিবী, হাওয়া, বৃষ্টি, সূর্যকে সৃষ্টি করেছে কে? সেটা রহস্য। এই তীব্র রহস্যই এন্টিলোপ ক্যানিয়নের সৌন্দর্য। আর এই ক্যানিয়নকে ঘিরে তৈরি হয়েছে আরিজোনার 'পেজ' নামের ছোট্ট শহর।

একটি জায়গা তো হঠাৎ করে জন্ম নেয় না। চারপাশের ঘটনা, প্রকৃতি নিয়ত তাকে গড়ে উঠতে সাহায্য করে।

লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে ৫৪৬ মাইল। যেতে যেতে রাস্তার দু'দিকে শুরু হল গাঢ় লাল পাহাড় আর মাটি। এই হল এন্টিলোপ ক্যানিয়নের গড়ে ওঠা। প্রকৃতি একটি বড় শিল্প সৃষ্টি করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। আরিজোনা, কলোরাডো, ইউটা আর আলবুকারকি --- এই চারটে রাজ্য যেখানে মিলেছে, সেখানে এটি একটি নাভাহো ইন্ডিয়ান রিজার্ভেশন। এন্টিলোপ ক্যানিয়ন সমেত পেজ শহরটি এই রিজার্ভেশনের মধ্যে।

এটা জানার পর থেকেই অধীর হয়ে আছি যে গাইড হিসেবে নিশ্চয়ই একজন নাভাহো পাব। ঠিক তাই। বাদামি ত্বকের নাভাহো তরুণ কাই। এই সেই নেটিভ আমেরিকান যাঁদের দেখে কলম্বাস ইন্ডিয়ান ভেবে ভুল করেছিলেন। নিজের দিকে তাকালাম, হ্যাঁ, একই তো গায়ের রং।

কাই-এর কথার ফাঁকে ফাঁকে প্রশ্ন গুঁজে দিচ্ছি --- তোমাদের অনেকেই এই রিজার্ভেশনে না থেকে এখন বাইরের শহরে গিয়ে চাকরিবাকরি করছে।

--- হ্যাঁ। এখানে পড়াশোনার সুযোগ কম। কিন্তু আমরা প্রকৃতির সন্তান। প্রকৃতিই আমাদের দেখে।

---তোমার শহরে যেতে ইচ্ছে করে না?

কাই দূরের দিকে তাকিয়ে বলে, এই ক্যানিয়ন ছেড়ে থাকতে পারব না।

-- ট্যুরিস্ট না এলে কী করো?

---মা, ঠাকুমার নেটিভ ইন্ডিয়ান জুয়েলারির দোকানে কাজ করি।

--- তোমাদের এখানে তো তেলের বিরাট খনি আছে। সেখানে চাকরিবাকরিও আছে। সেখানে কিছু?

----- আমেরিকানরা তেল তোলার জন্য প্রকৃতিকে আঘাত করে। সেটা অন্যায়। গলায় রাগ।

--- তোমার ছেলেমেয়ে আছে?

--- এক ছেলে, এক মেয়ে। ওরা স্কুলে যায়।

---- বাঃ। দেখো, যেন স্কুলে যাওয়া বন্ধ না করে।

আমরা এসে গিয়েছি। দু'দিকে পাথরের দেওয়াল অনেক উঁচুতে উঠে গেছে। সেখানে নানা রং। নানা আকৃতিও। অজস্র পাথরের ঢেউ। যেন কোনও শিল্পী এখানে তাঁর সৃষ্টি নিয়ে পাগল হয়েছিলেন।

কার মনন ও দক্ষতায় তৈরি এই শিল্প?

কৌতূহল তুঙ্গে হচ্ছে কী করে আরিজোনা এত লাল! আয়রন অক্সাইড অর্থাৎ রেড ওয়াল লাইম স্টোন। এর ওপরে যুক্ত হল রেড স্যান্ডস্টোন। সারা আরিজোনাজুড়ে এই লাল পাথরের টিলা। এরপর পাথরের ফাটল দিয়ে বৃষ্টির জল নামতে শুরু করায় ধীরে ধীরে ফাটলগুলো চওড়া হল। বাতাস আর জল একসঙ্গে পাথরে নানা আকৃতির জন্ম দিল। স্যান্ডস্টোনে অজস্র খিলান, খাঁজ। দেওয়ালে আলতো স্পর্শ করা ছাড়া আর কিচ্ছু করার অনুমতি নেই।

এই কারুকার্যের সঙ্গে যোগ হয়েছে অবিশ্বাস্য আলোর খেলা। মাথার ওপরে নানা জায়গায় ছোট ছোট ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে ক্যানিয়নের ভেতরে, পাথরে ধাক্কা খেয়ে ছায়ার সৃষ্টি করছে। কিন্তু পাথরে এত তরঙ্গ হয় কী করে!

অবিশ্বাস্য এই ক্যানিয়ন ধরিত্রী মাতার দান। দুর্বল সন্তানের জন্য মা আঁচলে যেমন করে কিছু লুকিয়ে রাখে, তেমনি করে নাভাহোরা এই এন্টিলোপ ক্যানিয়নকে পেয়েছে। না হলে জীবন এখানে কঠিন, কঠোর।

এই ক্যানিয়নে এক ঘণ্টার জন্য দিতে হয় ১০ হাজার ভারতীয় টাকা। এটাই নাভাহোদের উপার্জনের উপায়।

গাইড কাই হঠাৎ উত্তেজিত গলায় বলে উঠল --- 'দিই ইন ডেমেহ' আজ কৃপা করেছেন।

দেখি অবর্ণনীয় দৃশ্য -- আকাশ থেকে সোজা বর্শার ফলার মতো যেন তরল আলো এসে মাটিকে বিদ্ধ করছে।

**আয় মন বেড়াতে যাবি**

**আরিজোনা, কলোরাডো, ইউটা আর আলবুকারকি - এই চারটে রাজ্য যেখানে মিলেছে, সেখানে এটি একটি নাভাহো ইন্ডিয়ান রিজার্ভেশন। এন্টিলোপ ক্যানিয়ন সমেত পেজ শহরটি এই রিজার্ভেশনের মধ্যে।**

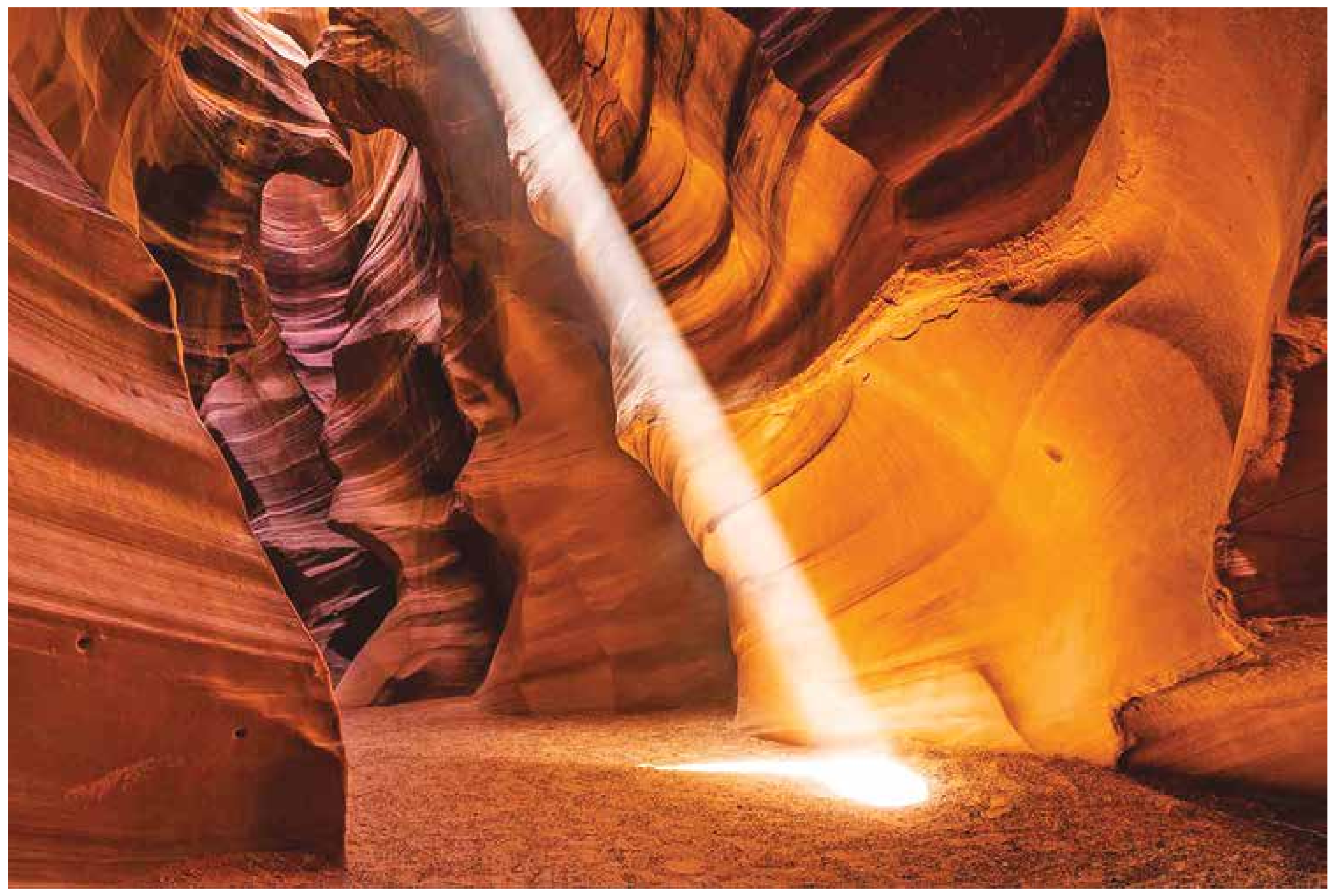

আর সেই ছটায় চারপাশের লাল স্যান্ডস্টোন যেন জ্বলছে। কমলা রঙের বিচ্ছুরণ চারদিকে। নাভাহো-রা মনে করে ঐশ্বরিক আত্মা মানুষের সঙ্গে এভাবে যোগাযোগ স্থাপন করে।

দুর্লভ এই দৃশ্য বেশিক্ষণ থাকে না। ধীরে ধীরে সূর্য সরছে, তার সঙ্গে সঙ্গে ক্যানিয়নের সর্বত্র রঙের পরিবর্তন হচ্ছে।

জ্বলন্ত কমলা রঙের পাথর মুহূর্তে স্নিগ্ধ। ঈশ্বর নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছেন।

ক্যানিয়নের বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি আকাশ ভর্তি মেঘ।

যেতে যেতে আবার কাই-এর সঙ্গে কথা বলা শুরু। নেটিভদের সম্পর্কে আমেরিকানদের দৃষ্টিভঙ্গি জানি। ওঁদের কথাও তো শোনা দরকার।

কলম্বাস যখন আমেরিকায় এল, তখন এই নেটিভ আমেরিকানরা মুখে আঁকিবুকি কেটে বাইসনের পিঠে ঘুরে বেড়ায়। বাইসনকে মেরে তার মাংস খায় আর বাইসনেরই চামড়ায় শরীর ঢাকে। আর কলম্বাস তখন জাহাজ, কম্পাস, আওয়ার গ্লাস ব্যবহার করে দিক নির্ণয় করে দুনিয়া ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

এরপর বিভিন্ন দেশ এসে নেটিভদের হটিয়ে জমি দখল শুরু করল। নেটিভরাও পালটা লড়াই করল, করবেই বা না কেন! বহুকাল ধরে তারাই তো এখানে থাকে। দু'পক্ষেরই প্রচুর মারা গেল। ব্রিটিশ, ফ্রেঞ্চ, জার্মানদের সঙ্গে প্রযুক্তি ছাড়া পেরে ওঠা অসম্ভব।

আমেরিকানরা এ দেশে গুছিয়ে বসেই শস্যশ্যামল, উর্বর জায়গাগুলো থেকে নেটিভ ইন্ডিয়ানদের প্রান্তিক ও অনুর্বর স্থানে চলে যেতে বাধ্য করে। সেই ভূমিখণ্ডগুলোই 'ইন্ডিয়ান রিজার্ভেশন' নামে পরিচিত। এখানে ওরা নিজেদের মতোই থাকে। তবে শর্ত হল, কাঁচা মাংস খাওয়া চলবে না। বাইসনের চামড়ায় শরীর ঢাকার বদলে ভদ্র জামাকাপড় পরতে হবে। পশুহত্যা ছেড়ে পশুপালন করতে হবে। স্কুল করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পড়াশোনার দিকে ওদের উৎসাহ কম।

গাইডের কাজ শেষ। বললাম, আগে সত্যিই তোমাদের জায়গাজমি কেড়ে নেওয়া হয়েছে। তোমরাও নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি করতে।

কিন্তু এখন তো তোমাদের অনেক সুযোগসুবিধে দেওয়া হয়। খাবার, জামাকাপড়, বাড়ি বানাতে সরকারি সাহায্য। শিশু, বয়স্ক ও অসুস্থদের দায়িত্ব নেওয়া। ট্যাক্স-ও কম।

---- যতটা বলে, ততটা দেয় না।

--- তাহলে শহরে চলে যাও। সেখানেও তো তোমাদের কলেজের খরচ কম। এখানে অপরাধ অনেক বেশি। তোমাদেরই আইন, পুলিশ, তবুও। অন্যের দেওয়া সুবিধের ওপর নির্ভর করে বসে থাকলে কি চলে! নিজেকে খাটতে হয়। ব্রিটিশ, জার্মান, স্প্যানিশরা এত দূর থেকে এসেও দেশটাকে পালটে ফেলল কী করে!

তোমার ছেলেমেয়ের কথা কি ভাবছ, কাই? ওরাও কি এখানেই থেকে যাবে?

---- ওরা যদি শহরে যায়, তাহলে ওরা আর নাভাহো থাকবে না, আমেরিকান হয়ে যাবে।

--- তাই বলে, অশিক্ষিত হয়ে থাকবে!

-- শহরের ছেলেমেয়েদের ঠাটবাট দেখে ওরাও শহরেই চলে যেতে চায়--- গলায় অপরাধবোধ।

চলে আসার আগে কাইকে বললাম, ওরা অবশ্যই যেন শহরে গিয়ে পড়াশোনা করে। দেখো, তারপর আর ওদের ফিরে তাকাতে হবে না। বৃহত্তর জীবন এক আশ্চর্য জিনিস, কাই।

## জলসায় কিশোরকণ্ঠি গাইছেন 'ইয়ে সাম মস্তানি...'

*পনেরোর পাতার পর*

খেলা শেষে সেই খর্বকায় জোকার সাদা কাকাতুয়াটাকে বুকের কাছে টেনে নিত। দুজনের সামান্য উষ্ণতা বিনিময় হত কি না কে জানে! সেই জোকার আর আমার শহরে আসে না...

শূন্য করে চলে যাওয়ার পরও মরশুমি পাতার মতো কত ফিরে আসার অপেক্ষা মুখ লুকিয়ে থাকে জীবনজুড়ে! সেই কোন হিম যুগ থেকে কাশ্মীরি শালওয়ালা, পাহাড়বাসী টুপি-সোয়েটারওয়ালা, উত্তর ভারত থেকে আসা কম্বলের দোকানি ফিরে আসে আমাদের শহরে। ঠিক যেমন শীত পড়লে তিস্তার পাড় বা শাপলা ভরা দোমোহনির ঝিলে আসে পরিযায়ী পাখিদের দল। গরম কাপড়ের পসরায় শহরের ফুটপাথ হয়ে ওঠে রঙিন। সে এক ওম মাখানো আত্মীয়তার গল্প! উষ্ণতার ফেরিওয়ালার গল্প!

আসা-যাওয়ার মধ্য শীতের সবজি বাজারগুলো হয়ে ওঠে যেন একেকটা আস্ত ফ্লাওয়ার শো। পালং শাক ফুলকপি পিঁয়াজকলি মটরশুঁটি বিট গাজর টমেটোর রং যেন এক বিস্ময় শিশুর ড্রয়িং খাতা! সরু বনকুলের ঠোঙায় কিছুটা বিটনুন আর একটা আস্ত বড়দিন লুকিয়ে থাকে! একটা ছুটি লুকিয়ে থাকে!

উল কাঁটা দিয়ে বোনা সোয়েটারের দুই ঘরের ভেতর কত যে রোদে পিঠ দেওয়া শীতের দুপুর, কত গান, কত গল্প গচ্ছিত থাকে --- কে কার চোখে কমলালেবুর খোসার রস দিয়ে পালিয়েছিল সবুজ মাঠের দিকে; ছক্কা মেরে মাঠ পেরিয়ে যখন হালকা সবুজ বল হারিয়েছে পাশের বাড়ির ঝোপঝাড়ে, বল খুঁজতে টুপ করে কখন যে সন্ধে নেমে গেছে... সেই টেনিস বল যখন পরের দিন সকালে খুঁজে পাওয়া গেল দেখা গেল শীতকাল খুব ভোরবেলা তার গায়েও বিন্দু বিন্দু শিশিরের চিহ্ন রেখে গেছে। অন্ধকার নামলেই হলুদ বালবের আলোয় ব্যাডমিন্টনের শাটল কক ওড়ে পড়ার আকাশে। ঠিক কতটা ওপরে? যতটা ওপর থেকে হিম পড়ে? শাটল কক থেকে ছিঁড়ে যাওয়া একটা দুধসাদা পালক হিমের সঙ্গে ভাসতে ভাসতে নামে শীতকালের বুকে!

সব খেলা শেষ হলে শীতের রাতে চৌমাথার উঁচু আলোর স্তম্ভ বেয়ে কুয়াশা নেমে আসছে। কুয়াশায় অচেনা হয়ে যাওয়া শহরে দুই হাত দূরের মানুষকে চেনা দায়। কনকনে হাড়কাঁপানো ঠান্ডায় রাস্তার ধারে পড়ে থাকা সামান্য কাঠ কাগজ দিয়ে আগুন জ্বালিয়েছে একজন। আগুনের শিখা দেখে আরও কয়েকজন পথচারী বাইক আরোহী দাঁড়ায়। একটু একটু করে লোকসংখ্যা ও হাতের সংখ্যাও বাড়ে। আগুন ঘিরে উবু হয়ে বসে পড়েছে কয়েকজন। এমন কুয়াশাঘেরা শীতল রাতে সামাজিক রাজনৈতিক ধর্মীয় অর্থনৈতিক সব পরিচয় ছেড়ে, পথচলতি মানুষ রাস্তার ধারে জ্বলে থাকা আগুন, থুড়ি উষ্ণতার দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়। ঠিক যেমন করে মন্দিরের আরতি শেষে মানুষ প্রদীপের শিখার দিকে হাত বাড়ায় বেঁচে থাকাকে আরেকটু উষ্ণ করে তুলতে!

জঞ্জাল-পোড়া আগুনের শিখায় আগুন পোহানো পথচারীরদের মুখগুলো আলোকিত হয়ে ওঠে, ঠিক যেমন করে মসজিদ বা গির্জার মোমের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে মুখমণ্ডল!

নবান্নের দেশে শীত-পার্বণ পালিত হয়...

## আজ কুয়াশামাখা ভোরের বিষাদগাথা

*পনেরোর পাতার পর*

যে পথিক হাঁটছেন ওই মাঠের আল ধরে, তারও নিজেকে সম্বলহীন মনে হয়। প্রান্তরব্যাপী চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা ধানখেতকে এই শীতে মনে পড়তেই পারে। আজও সেখানে শিশির জমে, সেখানে ঘাসে ঘাসে পা ফেলার অনুভূতি হয়।

শীতের বিকেল বড় বেশি ক্ষণস্থায়ী। এই আসে, একটু দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায় আবার। শহরের বিকেলগুলো আরও স্থবির। কুয়াশা যখন চাদর মেলে, চারপাশে কেমন একটা মন খারাপের ছবি আঁকা হয়। দিন মিলিয়ে যাবার বেলায় প্রকৃতি বিষণ্ণ হয় একটু। প্রতি ঋতুর শিক্ষা তো প্রতি ঋতুতেই নিতে হয়। প্রকৃতির মতো মানুষের মনও বদলায়। শীতের শুষ্কতায় প্রকৃতির সবুজ ধূসর হলেও মানুষের কল্পনায়, কবির ভাবনায় তার আবেদন অন্য রকম। নজরুলের কবিতায় পাওয়া যায় পৌষের আবাহন গীত। তাতে থাকে বিগত ঋতুর বিদায়-ঝরাপাতাদের বেদনাসিক্ত বিলাপ। শীতের ভালো লাগাটা কবিগুরুর মনে দাগ কাটতে না পারলেও তিনি বিরহের সুর গেঁথেছেন তাঁর কবিতায়। তাতে গাছের শুষ্ক শাখা, জীর্ণ পাতা, কুয়াশার ঘন জাল, হিম হিম ভাব— কোনওটাই বাদ যায়নি। শীতের আগমনকে তিনি বসন্তের জয় হিসেবেই দেখেছেন। ঝরা পালকের কবি জীবনানন্দের কবিতায় কুয়াশার মাঠে ফিরে যাওয়ার ব্যাকুলতা পরাবাস্তব সংলাপে অনবদ্য হয়ে ধরা দেয়।

অথচ শীত যেন ক্রমেই তার নিজের সত্তা হারিয়ে ফেলছে। মায়াবী গ্রামগুলো ক্রমেই নিষ্প্রাণ জনপদে পরিণত। মানুষ বড় একা। জীবন-জীবিকার প্রাণান্ত দৌড়ে একান্ত সময়গুলো সব বিক্রি হয়ে গেছে। তাই কুয়াশা মোড়ানো ভোরে দূরগামী পাখিদের ডানা ঝাপটানোর শব্দে যেন বুকের ভেতর ভাঙনের শব্দ ওঠানামা করে। ওরা এই জঞ্জালের নগর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে সেই কবেই। মানুষের জনসংখ্যা বৃদ্ধি আর জীবনযাত্রার তথাকথিত উন্নতির কারণে পরিবেশে যে পরিবর্তন এবং দূষণ, তা মারাত্মক আকার নিয়েছে। শয়ে-শয়ে বহুতল বাড়ি, পথে পথে ব্যস্ততা, মোটরের বিরক্তিকর শব্দ, কর্কশ হর্ন, মোবাইল ফোনের টাওয়ার, শব্দের লাগামহীন ডেসিবেল, পাখিশিকারিদের দৌরাত্ম্য ইত্যাদি সহ্য করতে না পেরে শীতশেষের আগেই ঘরমুখো হয়ে গেছে 'রিদয় আর খোঁড়াহাঁসের দল'। দূর আকাশে পরিযায়ী পাখিরা যেমন করে নিরবে-নিস্তব্ধে মিলিয়ে যায়, এখন শীতও চলে যায় ঠিক তেমন করেই। তবু বালুচরে নিভৃতে পড়ে থাকা পালকেরা উড়ে যাওয়া হাঁসেদের কথা বললেও শীত যেন কোনও সাক্ষী-ই রেখে যায় না। শীত চলে যায় রিক্ত হাতেই। মাঘের মধ্য সময় থেকেই বইতে শুরু করে ফাগুনের হাওয়া। সে হাওয়ায় গ্রীষ্মের উত্তাপ। প্রকৃতি যেন উলটোপথে বিশ্বাসী এখন।

শীতের স্বাভাবিক কুয়াশা কোথায়? বিশেষজ্ঞদের ভাষ্য, কুয়াশার সঙ্গে দূষণ মিশে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে, যা সূর্যের আলোকে ঢেকে দিচ্ছে। এ হল দূষণের আস্তরণ। অতি সাম্প্রতিক খবর বলছে, শীত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এদেশের রাজধানীতে দূষণের কারণে মানুষের দৃষ্টিশক্তির সমস্যা এক লাফে ষাট শতাংশ বেড়েছে।

শীতকালের চিরাচরিত রূপ বদলে গেছে। শীতের তীব্রতা কখনও বাড়ছে, কখনও কমছে। একদিকে যখন তীব্র শৈত্যপ্রবাহ, অন্যদিকে দীর্ঘ সময় ধরে স্থায়ী শীতের অভাব। শীতকালীন সময় শুধু প্রান্তিক মানুষ বা গ্রামীণ জনজীবন নয়, শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্যও সমস্যা। বিশেষ করে পথশিশু, গৃহহীন মানুষ, অসহায় পশুপাখির জন্য শীত একটি বড় চ্যালেঞ্জ। শীতের কারণে মৃত্যু তো কোনও নতুন ঘটনা নয়।

রাত পেরোলেই এখন শীতের সকাল। শীতহীন শীত যে ক্ষরণ আঁকে হৃদয়পটে, সে হৃদয় উদাস হয়ে ওঠে বসন্ত বাতাসে। একটা সময় ছিল যখন বিশ্বজোড়া উষ্ণায়ন ছিল না। প্রকৃতিকে নষ্ট করে ছিল না কোনও উন্নয়নের দানবীয় পরিকল্পনা। ঋতু পরিবর্তন হত প্রকৃতির অমোঘ নিয়মেই। শীতের সেইসব গল্প আজ কুয়াশামাখা ভোরের বিষাদগাথা।

## ধোঁয়াশা বর্ণের মানুষের জীবনের প্রতিচ্ছবি

*পনেরোর পাতার পর*

এই শীতই তো আগমনী বার্তা বহন করে গাছে সবুজ পাতার জন্ম নেওয়ার। কবি রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'এসেছে শীত, গাহিতে গীত বসন্তেরই জয়', 'শীতের হাওয়ায় লাগলো নাচন আমলকির এই ডালে ডালে', 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে আয়রে ছুটে আয় আয় আয়'।

বিখ্যাত বাংলা সাহিত্যিক অভিজিৎ সেন মহাশয়ের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বারবার একটি প্রশ্ন আমার মনকে নাড়া দিতে থাকে, বাংলা সাহিত্যে শীতের বর্ণনা নিয়ে এই যে বহুমাত্রিক চিত্রকল্প আমাদের সামনে ফুটে ওঠে, একজন সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর কী মনে হয়, এর কারণ কী? তাঁর কথায়, 'আসলে এখানে কবি বা সাহিত্যিক বা শিল্পী নিজেদের অবস্থানকে কেন্দ্র করে তার শিল্প বা সাহিত্য ভাবনায় আবর্তিত হয়ে থাকেন। কেউ প্রকৃতির রুক্ষ ও শীতল রূপের মাধ্যমে জীবনের একাকিত্বকে তুলে ধরেন আবার অন্য শিল্পীর চোখে এই শীতই তার শিল্পের অনুপ্রেরণার উৎস। এখন শহরের তীব্র আলোর ঝলসানিতে যেমন শীতকে বিবর্ণ মনে হয় না কিন্তু অতীতের গ্রাম্য জীবনের কথা মনে পড়লে মনে হয় শীত কষ্টের, বেদনার।'

আসলে পরিশেষে বলতে হয় রিক্ত বা সিক্ত দর্শনের মধ্যে দিয়ে আমরা শীতকে যেভাবেই দেখি না কেন তাতে সত্যিই কি শীতের কিছু আসে বা যায়? সে প্রকৃতির নিয়মমতো আসবে আবার চলে যাবে, মানুষের ভাবনা বা দর্শনের প্রতিচ্ছবি হয়ে তার আসা বা চলে যাওয়া কোনওটাই থেমে থাকবে না। বরং সিক্ত ও রিক্ত এই দুই বিপরীতধর্মী দিক দিয়ে শীতকে আমরা আমাদের জীবনে নব নব রূপে বারবার গ্রহণ করব।

# হড়পা

ছবি : এআই

## সম্পা পাল

**প্রথম দৃশ্য**

একদিকে ভারী কালো রাত, অন্যদিকে ঘন অন্ধকার ভেদ করে মানুষের হাহাকার। উপরে গল্পকার। মানুষের শহরে যিনি সব গল্পের শুভ সমাপ্তি লিখতে পারেননি। এসব ভূমিকা, উপসংহার ছাড়িয়ে দুটো ঘোলাটে চোখ স্কুল বারান্দা থেকে তাকিয়ে আছে ধু-ধু অন্ধকারের দিকে, দু'দিন আগেও যেখানে আলো ছিল, জীবনের খোঁজ ছিল। কিন্তু আজ সেখানে কুটিল অমানিশার জয়। বয়স্ক শৈলজার চোখে আর জল আসে না; ও জানে স্রোতে ফেরা এ জীবনে আর সম্ভব নয়।

**দ্বিতীয় দৃশ্য**

হসপিটালের বেডে তিন বছরের মেয়েটাকে শেষ সম্বল হিসেবে বুকের মধ্যে জড়িয়ে আছে সঞ্চারী। মেয়েটা মাঝে মাঝে নড়েচড়ে উঠছে। মেয়ের কপালে আলতো করে ঠোঁট ছুঁয়ে দিয়ে ও গায়ের চাদরটা আরও ভালো করে জড়িয়ে নেয়। বিভীষিকার মতো রাতটা এখনও চোখের সামনে। সমস্ত সঞ্চয় ছেড়ে এক লহমায় ঘরছাড়া জীবন; সবটা হারিয়ে গেল, ফুরিয়ে গেল, শেষ হয়ে গেল কাদা জলে। কিচ্ছু রক্ষা করতে পারেনি। না বলা সে হাহাকার হসপিটালের বেড জুড়ে। এ হাহাকার আকারহীন, অবয়বহীন। এ হাহাকারের কোনও নবজন্ম নেই।

**তৃতীয় দৃশ্য**

হসপিটাল থেকে সামান্য দূরে পাহাড়ের কোলেই কোয়ার্টার। পাহাড়ি ঘ্রাণ, ঝিঁঝিঁপোকার আওয়াজ আর চারদিকের মায়াবী আলো- চিত্রশিল্পী এখানে অন্য অন্ধকার আঁকতে ব্যস্ত, যার নখের আঁচড়ে স্বপ্ন দেখা, হারিয়েও যাওয়া- দুটোই পরাবাস্তব। কিন্তু এখানকার একটা ঘর বড্ড অন্ধকার। এই অন্ধকারকে ফালাফালা করে বেরিয়ে যাচ্ছে মিউজিক প্লেয়ারের 'জিন্দেগি দো পল কি'। চোখ দুটো বন্ধ করে গানের লিরিক্সটা নতুন করে বোঝার চেষ্টা করে স্বপ্নদীপ। কে কে'র গান শুনেই ওর কলেজবেলা কেটেছিল। সেদিন জানত না, জীবনে মুহূর্তের সংখ্যা ঠিক কত। কিন্তু আজ জানে। জীবন দুটো মুহূর্তেরই। অদ্ভুত এই সমাপতন!

****

এই দিন সাতেকের জ্বরে আক্রান্ত হয়ে বহু শিশু হসপিটালে ভর্তি হয়েছে। এরা প্রত্যেকেই হড়পায় ভেসে যাওয়া কোনও না কোনও গ্রামের বাসিন্দা। এদের মধ্যে ২১ নম্বর বেডের তিন বছরের গিনির জ্বর কমার লক্ষণ নেই। ওর মধ্যে হয়তো সেদিন রাতের ভয়টাই চেপে বসে আছে বিভীষিকার মতো। স্বপ্নদীপ কাছে এসে ডাক দিতেই গিনি চোখ খোলে। চোখ দুটো অদ্ভুত মায়াবী, প্রথম দিন থেকেই চোখ দুটোকে সমস্ত যন্ত্রণার নিরাময় বলে মনে হয় ওর। ওকে স্পর্শ করলে কোথাও যেন আত্মার সঙ্গে আত্মার যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হয়, ওর বুকে স্টেথোস্কোপ ছোঁয়ালে মহাসাগর পেরোনো অজানা সব ঢেউয়ের শব্দ কানে এসে পৌঁছায়। কিন্তু অচেনা অজানা জায়গায় জুড়ে যাওয়া এ সম্পর্কের নাম স্বপ্নদীপ জানে না।

সকাল হতেই শৈলজা হসপিটালে আসে। সঞ্চারীর চোখের নীচে কালো দাগটা এখন বেশ ঘন। শৈলজা বুঝতে পারে ও আজও ঘুমোয়নি। দুজনেই দুজনের দিকে তাকায়, খোলা আকাশ আর হতাশা ছাড়া ওদের আর কোনও ছাদ নেই। দুজনের চোখে না বলা কত কথার ভিড়। একসময় সঞ্চারী বলে ওঠে, 'সরকার কি পুনর্বাসন দেবে?' শৈলজা শুকনো গলায় বলে, 'চিন্তা কোরো না মা, একটা ব্যবস্থা হবেই।' শেষ কথাটায় একটা আশার আলো স্পর্শ করে সঞ্চারীকে। এই মানুষটা ছিল তাই সঞ্চারীর বেঁচে ওঠা। যার মুখে এক টুকরো হাসি দেখলে ও চলার রাস্তা খুঁজে পায়। মেয়েটাকে শৈলজার কোলে দিয়ে দু'চোখ ভরে দেখে নেয়, তারপর সঞ্চারী নার্সারির উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। ওদের এই নার্সারিতে অর্কিড থেকে শুরু করে কয়েকশো পাহাড়ি গাছ বিক্রি হয়। এটা ওদের এই তিনটে জীবনের একমাত্র ভরসা। দেশ-বিদেশ থেকে বহু পর্যটক আসে নার্সারিতে। সঞ্চারী জানে, কিছু গাছ একদিন মহীরুহ হবে-- পৃথিবীকে ছায়া দেবে, বৃষ্টি দেবে। দহন দিনের শেষে মানুষ সেখানে দাঁড়াবে।

****

**ছোটগল্প**

> গিনির কথা বলতেই শৈলজা দেখিয়ে দেয় খাবারের লাইন। ও খাবারের লাইনে তাকায়, ভীষণ চেনা এক নারীর দিকে ওর চোখ আটকে যায়, এত অসহায়ভাবে বেঁচে আছে সঞ্চারী, ওর কোলেই সেই গিনি! শরীরের সমস্ত শিরা-উপশিরা শীতল হতে শুরু করে, যা দেখছে তা বিশ্বাসের বাইরে। পাগলের মতো এগিয়ে যায় সঞ্চারীর দিকে।

আজকাল খুব অল্পেতেই স্বপ্নদীপ হাঁফিয়ে ওঠে। তিন বছর ধরে ক্যানসারের সঙ্গে ওর লড়াই। ভাবতে পারেনি 'জিন্দেগি দো পল কি'। আজকাল চোখ বন্ধ করলে কিছু রং দেখতে পায়, যেগুলোর সঙ্গে বাস্তবের কোনও রং মেলে না। তখন নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করে-- মৃত্যুর রং কি এমনই? চোখ বেয়ে নেমে আসে যন্ত্রণার সংলাপ। হায় রে, চলে যাওয়া মানুষটিকে যদি কোনও সন্ধ্যায় খুঁজে পাওয়া যেত! তবে এতকিছুর পরেও কাজ থেকে বিরতি নেয়নি স্বপ্নদীপ, বরং বদলির নির্দেশ পাওয়া মাত্র নিঃশব্দে শহর ছেড়ে চলে এসেছে এই পাহাড়ে। ও জানে ভয়ংকর রাতের সমাপ্তি হবে এই পাহাড়েই।

বাইরে তখন পড়ন্ত দুপুর। সব বাচ্চারাই প্রায় ঘুমিয়ে। গিনির তখন আবদার- মা কখন আসবে? শৈলজা একইভাবে বুঝিয়ে যাচ্ছে 'মা আসবে একটু পরেই।' স্বপ্নদীপ কাছে আসতেই গিনি ওর হাতের আঙুলটা ধরে ফেলে। শান্ত দুপুরে একটা মিলমিলে অনুভূতি ওর 'ভেতরঘরে' পৌঁছে যায়। না চাইতেও ও গিনিকে কোলে তুলে নেয়, কোথায় যেন জীবন-জীবন গন্ধ। নিজের স্টেথোস্কোপ গিনির গলায় দিয়ে ওকে নিয়ে নিজের চেম্বারে চলে আসে।

পরবর্তী এক ঘণ্টা কীভাবে কেটে গেল স্বপ্নদীপ বুঝতেই পারল না। ওকে যখন দিয়ে এল, মনে হল কী যেন বুক থেকে আলগা হয়ে গেল। অথচ হাজার হাজার শিশু নিয়ে ওর চলা; কখনও এমনটা হয়নি। রাতে কোয়ার্টারে ফিরেও একই অনুভূতি। অনেকদিন বাদে মিউজিক প্লেয়ারে রবীন্দ্রসংগীত বাজছে- 'তুমি রবে নীরবে'। কিন্তু যে মানুষটা নীরবে ছিল, সে আজ নিখোঁজের তালিকায়। থানায় ডায়েরি, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন থেকে শুরু করে সবটাই করেছিল কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। বছর তিনেক আগেও এই হাতে শোভা পেত স্কচ, আইস কিউব, নারী! সেই হাতে আজ হেলথ ড্রিংকস আর একাকিত্ব। আজ নেই তো নেই, কেউ নেই-- কিচ্ছু নেই। অসুখটা ধরা পড়ার পর থেকে পৃথিবীটাই যেন বদলে গেল। মেলে ধরা জীবন থেকে স্বপ্নদ্বীপ ধীরে ধীরে নিজেকে গুটিয়ে নিল খোলসের মধ্যে। জ্যাকেটের চেন গলা পর্যন্ত টেনে নিয়ে ও ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ায়, ব্যালকনিজুড়ে রকমারি অর্কিড। দু'দিন আগেই কেয়ারটেকারের ছেলেটি নিয়ে এসেছে। প্রত্যেকটা গাছের মাথায় ও হাত রাখে, স্পর্শটা অপূর্ব।

গিনিকে কোলে নিতেই একটা মাতাল করা বডি স্প্রে-র গন্ধ সঞ্চারীর বুকের ভেতরে ধাক্কা দেয়। ওর গলাটা শুকিয়ে আসে। মেয়েটাকে শক্ত করে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে। হৃৎকম্পনটা মুহূর্তেই বেড়ে গেল। ও তড়িঘড়ি শৈলজাকে ফোন করে জানতে চায়। ওপার থেকে তৃপ্তির উত্তর আসে, 'ডাক্তারবাবু চেম্বারে নিয়ে গিয়েছিলেন।' সঞ্চারী স্বস্তির নিঃশ্বাস নেয়। মুহূর্তেই কেমন যেন সবটা এলোমেলো হয়ে উঠেছিল। মেয়ের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে ও অতীতের পাতা খোলে। শুরুটা ছিল স্বপ্নের মতো, কিন্তু শেষটা তিক্ত, বিষাক্ত।

****

গিনির প্রেসক্রিপশনে রিলিজ শব্দটা লিখতে গিয়ে কোথাও যেন ধাক্কা খেল স্বপ্নদীপ। অথচ ছুটি দেবার জন্যই তো এত চেষ্টা! হসপিটাল থেকে ফেরার পর মন ও শরীর কোনওটাই ভালো নেই। কেমন যেন পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। গিনির স্পর্শটা জীবনের সেরা অনুভূতি। এই দশদিনে ও যা পেয়েছে, শরীরও বেশ ভালো হয়ে গিয়েছিল। দিনকয়েক রাতে ঘুমের মাঝেও গিনির নরম আঙুলের স্পর্শ পেয়েছে। অবশেষে সকাল হতেই ২১ নম্বর বেডে ঠিকানার খোঁজ শুরু হয়। প্রত্যেকের মুখে একটাই জবাব- ওরা হড়পায় ভেসে যাওয়া গ্রামের বাসিন্দা, ওদের কোনও ঠিকানা নেই। সারাদিনের অপেক্ষা শেষে খোঁজ মেলে ওরা কোনও স্কুলে আছে। গিনির জন্য পোশাক, বেবি ফুড, চকোলেট নিয়ে স্বপ্নদীপ গাড়ি ঘুরিয়ে নেয় উলটো দিকের পাহাড়ি পথে।

সন্ধ্যা হলে পাহাড়ে মায়া নামে। মায়াবী পাহাড় আর প্রত্যাশা নিয়ে স্বপ্নদীপের গাড়ি এসে থামে স্কুলের সামনে। ঘরহারা মানুষের ভিড় ঠেলে শুরু হয় একটার পর একটা দরজায় খোঁজ। অবশেষে এক দরজায় শৈলজাকে দেখতে পায়। গিনির কথা বলতেই শৈলজা দেখিয়ে দেয় খাবারের লাইন। ও খাবারের লাইনে তাকায়, ভীষণ চেনা এক নারীর দিকে ওর চোখ আটকে যায়, এত অসহায়ভাবে বেঁচে আছে সঞ্চারী, ওর কোলেই সেই গিনি! শরীরের সমস্ত শিরা-উপশিরা শীতল হতে শুরু করে, যা দেখছে তা বিশ্বাসের বাইরে। পাগলের মতো এগিয়ে যায় সঞ্চারীর দিকে। কিছু মুহূর্ত পার হলে অস্থিরভাবে বলে, 'এতদিন কোথায় ছিলে, অনেক খোঁজ করেছি! গিনি কে? তোমার? মানে আমাদের!' স্বপ্নদীপকে সামনে দেখে সঞ্চারীর পা কেঁপে ওঠে, ওর কাঁপা স্বরে একটাই উচ্চারণ- হ্যাঁ। কিন্তু গণ্ডগোল বেধে গেল, যখন সঞ্চারী পরিষ্কার জানিয়ে দিল গিনি তার বাবার ব্যাভিচার দেখে বড় হবে না, অভাব-অনটন যাই হোক, ওকে একাই মানুষ করবে। অনেক অনুনয় বিনয় করেও যখন কাজ হল না, তখন স্বপ্নদীপের মুখ থেকে বেরিয়েই এল সেই নির্মম সত্যি-- মেয়েটাকে কাছে পেলে ক্যানসারের সঙ্গে লড়াইটা হয়তো সহজ হত।

****

স্বপ্নদীপের ঝুঁকে পড়া ছায়াটা পাহাড়ের গায়ে ক্রমশ স্পষ্ট হতে থাকে। ফেরার পথে চোখটা বারবার ঝাপসা হয়ে আসে, মুহূর্তেই স্বপ্নটা মিলিয়ে গেল পাথরের পৃথিবীতে। পাহাড়ের ধাপ বেয়ে নীচে নামতেই ওর কানে এল মহাসাগর পেরোনো ডাক- বাবা! ও পেছন ফিরে তাকায়-- ঢেউয়ের মতো গিনি ছুটে আসছে ওর দিকে, আর সঞ্চারী অসহায়ভাবে খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে। স্বপ্নদীপ এক ঝটকায় গিনিকে কোলে তুলে নেয় পৃথিবী ফিরে পাবার আনন্দে, কিন্তু সঞ্চারীর দিকে তাকিয়ে ওর বুক কেঁপে ওঠে- যে শিশু ওর বুকের সঙ্গে লেগে আছে, তার মা হেঁটে যাচ্ছে খাবারের লাইনের দিকে। স্বপ্নদীপ দ্রুত হেঁটে গিয়ে সঞ্চারীর হাত ধরে। বলে, 'আমার সন্তান তোমাকে ছাড়া বড় হবে কী করে? অপরাধী আমি, আমার শাস্তি ওকে দিয়ো না। মেয়েটার সঙ্গে অনেক বড় অবিচার হবে। যার আশ্রয়ে তুমি ছিলে তাকেও আমার মেয়ের দরকার।' সঞ্চারী ঘুরে তাকায়, এই স্বপ্নদীপকেই তো ভালোবেসেছিল, রাত দুটো-তিনটে পর্যন্ত জেগে থেকে পাগলের মতো ওর বাড়ি ফেরার অপেক্ষাই করেছিল। কিন্তু ওর ধাবমান উন্নতি ওকে ঠেলে দিয়েছিল ব্যভিচারের দিকে। সুতরাং জীবনের হড়পায় ভেঙে গেছে ওদের দাম্পত্য। এক সন্ধ্যায় সঞ্চারী এমন কিছুর সাক্ষী হয়েছিল যে তারপর ওর পক্ষে আর থাকা সম্ভব হয়নি, সুতরাং বেরিয়ে পড়েছিল মুক্তির উদ্দেশ্যে। গিনির অস্তিত্ব যেদিন ও প্রথম পেয়েছিল, সেদিনই ভেবে রেখেছিল গিনি বড় হলে একদিন সবকিছুর হিসেব চাইতে আসবে, তার আগে নয়। কিন্তু কার কাছে কীসের হিসেব চাইবে! খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে নীরবে প্রশ্ন রাখে-- এ কেমন বিচার! ওই চোখে তো মৃত্যুর নোটিশ ঝুলছে, সুতরাং মন থেকে কিছু আগেই মুছে গেছে অভিমানের গাঢ় রং। শুধু মেয়েটার দিকে তাকিয়ে থাকে, হাত যতটা শক্ত করলে কাউকে পৃথিবীতে আটকে রাখা যায়, ঠিক ততটাই শক্ত করে গিনি জড়িয়ে আছে ওর জন্মদাতার সঙ্গে।

---

# উত্তরের কবিমুখ

## মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস

মণিদীপা নন্দী বিশ্বাসের শৈশবভূমি কোচবিহার। প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে অবসর। ৪৫ বছরের সাহিত্যজীবন। আশির দশক থেকেই কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে বিভিন্ন সাহিত্য প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত। বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য সংস্কৃতিতে ১৯৮৫-'৮৬-তে চ্যাম্পিয়ন। তিন বাংলা সাহিত্য সম্মান (বাংলাদেশ), চারুকৃতি সম্মান, হীতেন নাগ স্মৃতি সম্মান, চিকরাশি সাহিত্য সম্মান, বিবৃতি সম্মান, কণ্ঠস্বর সম্মান, বর্ণালী স্মৃতি সম্মান, ভূমিকন্যা সম্মান, শিক্ষারত্ন সম্মানের মতো অজস্র সম্মানে সম্মানিত। রবীন্দ্রসংগীত ও কবিগুরুর নৃত্যনাট্যগুলি উত্তরবঙ্গের জনজাতি ভাষায় অনুবাদ করে মঞ্চায়নের কাজ করছেন। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ১৯, গল্পসংকলন ৫, উপন্যাস ৫, প্রবন্ধ সংকলন ৪টি। নানা পত্রিকার পাশাপাশি অনলাইনে নিয়মিতভাবে লিখে চলেছেন। ১৭ বছর ধরে 'নীরজকোরক' পত্রিকা সম্পাদনা করছেন।

### ভুল হিসেবি তছনছ

একান্ত নিজস্ব বলে কিছু নেই, অলস সম্পর্কগুলো
হাত ধরে হাঁটে, ভুল কিছু নদীর সহবাসে
অযথা বালির উপর খড়ের শয্যা পাতা
নির্বিঘ্নে আগুন সংযোগ নিবিড়তম
অলস ধারার মতো কিছু অখণ্ড ধারাপাত
হাত পেতে আছে দিগন্তের কাছে। হারিয়ে
যাওয়ার আগে কিছুক্ষণ দাঁড়াব স্থির। তুলে নেব
অন্তহীন প্রবাহ, প্রেম ফুরোলে
শুকনো বুকে নদী জলে টান ধরে নৌকোয়...
ফোঁটা ফোঁটা ছড়ানো জীবন আঁচলে ঝরছেই

---

## সপ্তাহের সেরা ছবি

ওরে ভোঁদড় ফিরে চা।। *সুরাটের সারথানা চিড়িয়াখানায়। -পিটিআই*

---

# কবিতা

### শেষ বিকেলের ট্রামলাইন
**মলয় চক্রবর্তী**

শেষ বিকেলের ট্রামলাইন বেয়ে যায় একলা এক চিন্তা,
তুমি আর আমি সেখানে উঠিনি বহু বছর।
চৌরাস্তার মোড়ে বিক্রেতার গলার স্বর—
যেন ভাঙা সুরের ভিতর হারিয়ে যাওয়া প্রতিশ্রুতি।

একটা ফোনকল না হওয়াই কখনো-কখনো কবিতা হয়,
অপেক্ষা ঘুরে ফিরে আসে পিয়নবিহীন খামে।
রোদ মিশে যায় কফির কাপে, তবু তুমি আস না—
আসলে কেউই আসে না, শুধু শব্দেরা ফিরে ফিরে আসে।

ঘড়ির কাঁটা থেমে গেলে বুঝি সন্ধ্যা নয়, স্মৃতি নামে—
বাতাসে পুরোনো পর্দার নড়াচড়া,
আর আমি এখনও বিশ্বাস করি,
প্রতিটি না-পাঠানো মেসেজেই একটু প্রেম থেকে যায়।

### আবহমান
**সুনীতা দত্ত**

নিরক্ষরেখার শেষ প্রান্তে
অনন্ত যাপন আবহমান
মস্তিষ্কের শিরায় রক্তক্ষরণ
তবুও অধরা পথের নিশানা
আলোকবর্ষ পেরিয়ে
সৌরজগতের অচেনা গ্রহে
নিজস্ব ক্লান্তি পথ খোঁজে
নদী পাহাড় সব অচেনা
মুখ আর মুখোশের আড়ালে
গহিন গহ্বর হাঁ করে থাকে
গোগ্রাসে গেলে সময় কাল
নক্ষত্র লোকে অচেনা আমি
হতাশ বিষণ্ণ সময়ের সাথে
আঁধারের রেখা ছায়া পথে
দিন যাপন তবু অব্যাহত
ঘৃণা লজ্জা এক পাশে হাসে
শোকসন্তাপে পৃথিবীর ছায়া
দরবারি আলোয় গ্রন্থকীট
রক্ত প্রবাহে গার্হস্থ্য চিন্তা
পৃথিবীর শেষ প্রান্তে
আবার খুঁজে ফিরি মানবতা।

### উনানের ছায়া
**গৌতম বাড়ই**

পৃথিবীর কাদায় ডুবে আছে আমাদের ঘর-সংসার,
মা প্রতিদিন ঘাঁটেন সেই মাটি—
রাতের নিঃশেষে বাবার আঙুলে জেগে ওঠে এক দেবতা।

ঠোঁটে বিড়ি, চোখে ধোঁয়া,
আমরা শিশুরা গড়াগড়ি খাই—
যজ্ঞের নেউলে হয়ে ঘুরে বেড়াই ছাইয়ের মধ্যে।
যারা উড়তে চেয়েছিল পাখির মতো,
তারা এক এক করে হারিয়ে গেছে আকাশে।
মা এখনও পাথর ঠুকে আগুন জ্বালান,
বাবা দেখেন, আগুনে গলে যায় তাঁর মুখ।
মূর্তিগুলির খবর রাখে শুধু ছাই,
যেন ভাঙা প্রতিমার মতো সংসার দাঁড়িয়ে থাকে।

এখনও মা আগুনের পাশে গল্প করেন দানাশস্যের,
আর আমি ভাবি—
বাবা-মা কি আবার ছোটবেলার মতো
ভিন্ন ঘরে বাস করছেন নিঃশব্দে?

### শরীর
**মনোজ চক্রবর্তী**

শরীর তো শুধু রক্ত-মাংসের নয়
শরীর যেন এক ক্যানভাসে আঁকা ছবি।
যদি তুমি শিল্পী হও--
সেই শরীরে তুলির আঁচড় কেটে দিও।
রক্ত-মাংস-হাড়ে নিমজ্জিত সেই শরীর
যেন এক চলমান শিল্প।
চোখের নীচে ক্লান্তির ছায়া
চামড়ার নীচে জমে থাকা জীবনের গল্প
হৃদয়ে জমে থাকা শব্দহীন বেদনা
হাঁটুতে জমে থাকা ছোট ছোট পরাজয়
তবুও যে দাঁড়িয়ে আছি---
জীবনের ভাঙা-গড়া ছবি নিয়ে
যেন এক নিঃশব্দ কাব্য।

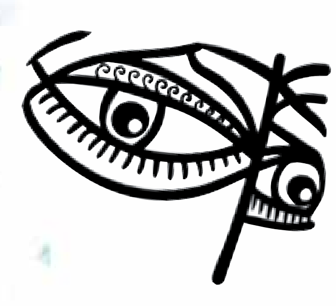

### তোমায় লেখা শেষ চিঠি
**বনশ্রী ঘোষ**

ঘুমন্ত ঝগড়ায় তুমি যেভাবে ঝড় আনলে,
ভেঙেচুরে ছেড়ে এলাম বর্ষা বরফের মরশুমে।
তোমার বুক পকেটের বোতাম বরাবর
আদরের মতো কী একটা গন্ধ লেগে আছে!
তুমি ছেড়ে যাওয়ার পথের মাঝে,
ধু-ধু রাস্তা ঘিরে টিমটিমে আলো জ্বলছে।
তোমার ঠোঁটের গন্ধে ছাতিমফুলের ঘ্রাণ-
আমার দুশ্চিন্তায় ধোঁয়া ওঠে গরম ভাতের।
ডাকবাক্সে রাখা পাতাটা খোলা হয়নি এখনও,
চোখ খুলে দেখি অনেকটা পথ হাঁটা বাকি।
আমি ক্লান্ত পথিক দূর থেকে দূর পানে চেয়ে থাকি
নতুন রৌদ্রের ভিড়ে অজানা গল্প লেখার ছলে।

### আগ্নেয়
**আশিস চক্রবর্তী**

সময় এখন প্রখর উদ্বেলিত, চারপাশে জ্বলন্ত চিতা
ভেতরে ভেতরে যতই পোড়ো নীরব ন্যায় সংহিতা
কিছুই দৃশ্যমান নয়, তবুও চাপা তুষ ধিকিধিকি জ্বলে
চাই বা না চাই আমরা সবাই এক অদৃশ্য আগুনের কবলে
খুব ধীর লয়ে আমাদের ঘিরে ফেলছে আগ্নেয় বলয়
বাহ্য রূপ যাই হোক ভেতরে খাক করা প্রবল প্রলয়
এসির শীতলতায় ভাবছ বেশ আছি নিরুদ্বিগ্ন নিস্তাপে
ভয়ংকর আঁচ প্রতিনিয়ত শরীর ও মনের পরিমিতি মাপে
ইউক্রেন রাশিয়া গাজায় হাজারো মানুষ নিথর নিশ্চুপ
গোলা বারুদে ওরা রোজ দেখে ভয়াবহ আগ্নেয় রূপ।

# অতি প্রচার ট্রাম্পের লক্ষণ

**সুমিত চক্রবর্তী**

আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রচারে থাকার সুযোগ কখনই হাতছাড়া করেন না। সে কমেডি শো হোক কী কোনও তারকার বিয়ে, গল্ফ বা ইউএফসির মতো স্পোর্টিং ইভেন্ট অথবা আফ্রিকা এবং মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে চলা অমানবিক মানব নিধন, সবকিছুই যেন তাঁর কাছে শিরোনামে থাকার অস্ত্র।

এই পরিস্থিতিতে এবার তাঁর সামনে পরিবেশিত নবতম সংযোজন আসন্ন ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ। যদিও আমেরিকার পাশাপাশি মেক্সিকো এবং কানাডাও আয়োজকের বরাত পেয়েছে, কিন্তু তাঁর হাবেভাবে সেটা বোঝা দায়। আসন্ন বিশ্বকাপকে ট্রাম্প ঠিক কীভাবে নিজের প্রচারের কাজে ব্যবহার করতে পারেন, তার খানিক আভাস পাওয়া গিয়েছে চলতি বছরেই। বছরের ঠিক মাঝামাঝিতে আমেরিকায় ৩২ দলের ক্লাব বিশ্বকাপের এক এলাহি আসর বসেছিলো। একমাস ব্যাপী প্রতিযোগিতার শেষে চেলসি যখন চ্যাম্পিয়ন হল, তখন প্রধান অতিথি হিসেবে মাঠে আগমন ট্রাম্পের। যেখানে তাঁর কাজ ছিল ট্রফি দিয়ে পাশে সরে যাওয়া, সেখানে আশ্চর্যজনকভাবে তিনি চেলসির সঙ্গে উদযাপনে যোগ দিলেন। এরপর পরবর্তী বিশ্বকাপে তিনি ঠিক কী কী করতে পারেন সেটা হয়তো খানিক আন্দাজ করা যাচ্ছে।

অবশ্য ট্রাম্পের এই অতিরিক্ত তৎপরতার কারণে খানিক চিন্তিত বস্টন এবং সানফ্রান্সিসকোর মতো শহরগুলো। ডিসেম্বরের পাঁচ তারিখ ওয়াশিংটন ডিসি শহরে বসবে আসন্ন বিশ্বকাপের সূচি নির্ধারণের আসর। সেখানেও ট্রাম্প নিজের প্রভাব খাটাতে পারেন বলে অনেকের আশঙ্কা। সেটা হলে ডেমোক্রেট শাসিত ওই দুই শহর আয়োজকের বরাত হারালে অবাক হওয়ার থাকবে না।

ফিফার নির্দেশিকা অনুযায়ী, যেকোনো দেশের ফুটবল পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব সেখানকার স্বাধীন ফুটবল নিয়ন্ত্রক সংস্থার। এই নিয়ম না মানার জন্যই ২০২২ সালের অগাস্টে তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপের প্রমান পেয়ে ফিফা ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। অর্থাৎ ভেন্যু পাল্টানোর কোনও আইনত অধিকার রাষ্ট্রপতির নেই। তবুও ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফ্যানটিনোর নাম করে ট্রাম্প বলেছেন, প্রয়োজনে তিনি জিয়ান্নির সাহায্যে নেবেন। ট্রাম্প এটাও দাবী করেন ইনফ্যানটিনো তাঁর অবদার ফেরাবেন না। যা গণতান্ত্রিক আমেরিকার বর্তমান রাজনীতির উপর প্রশ্ন তোলে।

তবে এই ঘটনা নতুন কিছু নয়। যেকোনো দেশের সরকারই চায় আন্তর্জাতিক স্তরের যেকোনো কর্মসূচি সেই দেশে তার হাতের মুঠোয় থাকা শহরগুলোতেই হোক। যেমন ২০২৩ এর ক্রিকেট বিশ্বকাপ এবং ভারতের আহমেদাবাদ। ভারত-পাকিস্তান দ্বৈরথ হোক কিংবা ফাইনালের মতো বড়ো ম্যাচ, ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ডের উদ্বোধনী ম্যাচ হোক কিংবা

**চলতি বছরে আমেরিকায় ক্লাব বিশ্বকাপের আসর বসেছিল। সেই প্রতিযোগিতার ফাইনালে প্রধান অতিথি ছিলেন ট্রাম্প। বিজয়ী দলের হাতে ট্রফি তুলে দেওয়ার পর তাঁদের সঙ্গে উদযাপনে যোগ দেন তিনি।**

ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার ম্যাচ- সমস্তটাই আয়োজন হয়েছিল সেখানে। এমনকি বিগত কয়েকটি আইপিএলের ফাইনাল, দিন-রাতের টেস্টও অনুষ্ঠিত হয়েছিল এখানেই। সচেতন ক্রীড়া প্রেমিকদের চোখে এই বিষয়টি দৃষ্টিকটু লাগলেও পরিস্থিতি যে পাল্টায়নি তার প্রমাণ সাম্প্রতিক গুঞ্জনে। যেখানে বলা হচ্ছে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালও এখানেই হবে। সুতরাং দেশ-কাল-সীমানা পেড়িয়ে এই ট্র্যাডিশন সমানে চলছে।

অন্যদিকে, বিশ্বকাপের এই বিশাল আয়োজন যেন এক বিরাট চুম্বক, যা দর্শকের পাশাপাশি প্রতিবাদকেও টেনে আনে। অবশ্যই বিশ্বকাপ মানে সেই দেশের পর্যটন শিল্প, প্রোডাক্ট মার্কেট, ব্যবসা বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন ত্বরান্বিত হবে। কিন্তু এই প্রতিযোগিতার একটি রূদ্র মূর্তি

অবতারও আছে। আর্জেন্টিনায় রাফাল ভিদেলার স্বৈরশাসন হোক (১৯৭৬-৮১) বা কাতারে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা, ফুটবল বারবারই প্রতিবাদের ভাষা হয়ে উঠেছে।

এজন্যই সম্ভবত ট্রাম্পের আশঙ্কা তাঁর সরকারের পররাষ্ট্রনীতির যে খেসারত সাধারণ আমেরিকানদের দিতে হচ্ছে, তা প্রতিযোগিতা চলাকালীন বেগতিক পরিস্থিতি তৈরী করতে পারে। ভারত, জাপান, চিনের ওপর উচ্চ হারে ধার্য করা শুল্কের খেসারত দিতে হচ্ছে সেখানকার অধিবাসীদের। এছাড়াও বেশ কিছু অসংবিধানিক কার্য কলাপের দরুন আমেরিকার যুব সমাজ ট্রাম্পের ওপর ক্ষিপ্ত। তাঁরাও প্রতিবাদের মঞ্চ হিসেবে বিশ্বকাপকে বেছে নিতে পারেন।

কিছু মুষ্টিমেয় গোষ্ঠীই চিরকাল আমেরিকাকে চালিয়ে এসেছে এ কথা পুরো বিশ্ব জানে। কিন্তু দ্বিতীয়বার ট্রাম্প ক্ষমতায় বসার পর তিনি যেনো স্পষ্ট করে সবাইকে সেটাই বুঝিয়ে দিচ্ছেন। যেকারণে বস্টন বা সানফ্রান্সসিকোর মতো ঐতিহ্যবাহী মাঠে খেলা হলে পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যেতে পারে বলে তাঁর আশঙ্কা। শুধু তাই নয়, বস্টনের মেয়র মিচেল ইউকে কার্যত তিনি 'অতি বাম' দেগে দিয়েছেন। শহরের নিরাপত্তা হীনতার ভিত্তিহীন দাবী করতেও দেখা গিয়েছে তাঁকে।

তবে ত্রিদেশ আয়োজিত বিশ্বকাপে, আমেরিকার এই দুই ডেমোক্র্যাট শাসিত শহর খেলা আয়োজনের স্বীকৃতিও ২০১৭ সালে প্রথম-ট্রাম্প সরকারের আমলেই পেয়েছিলো। তবে এ বিষয় কোনও সন্দেহ নেই তিনি আসন্ন বিশ্বকাপকে জন-সংযোগের এক বিরাট মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করতে চলছেন। এর ফলে তিনি আন্তর্জাতিক চুক্তি ও ক্রীড়া প্রশাসনের নীতিগুলিকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারেন, যার ফলে লাভের চেয়ে বিতর্কই বেশি তৈরি হবে।

# করেছে জনপ্রিয়, শিখিয়েছে 'পাঙ্গা' নেওয়া

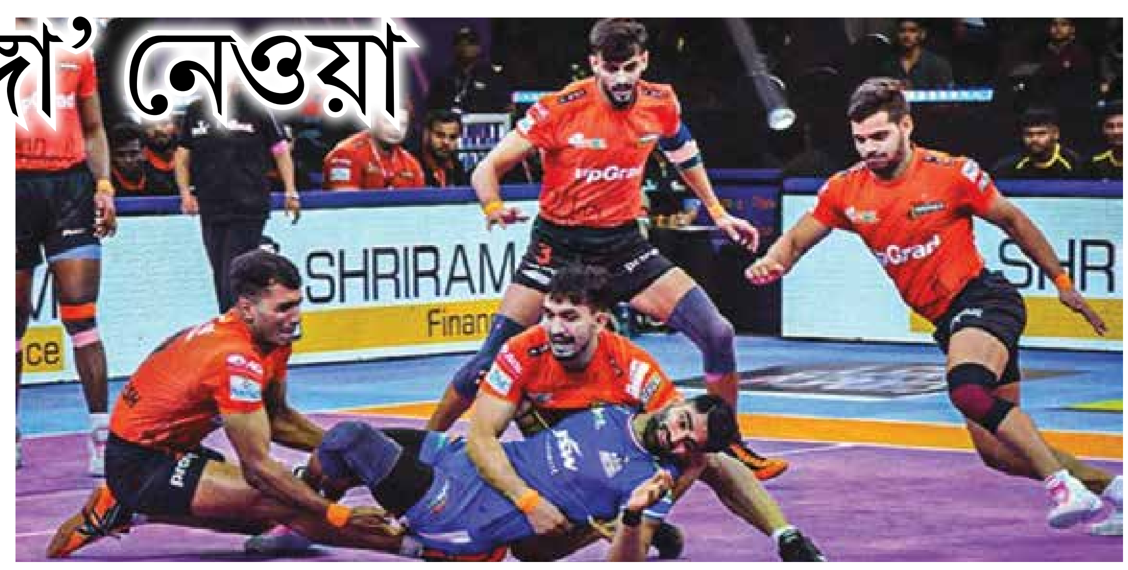

**সৌমিক রায়**

আসমুদ্র হিমাচল যখন অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ঐতিহাসিক রান চেস এবং তারপর প্রথমবারের জন্য বিশ্বকাপ জেতার প্রস্তুতিতে মগ্ন তখন খানিক নীরবেই শেষ হয়ে গেল প্রো কবাডি লিগের ১২ নম্বর এডিশন। অথচ ভারতবর্ষে আইপিলের পর যদি কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ দর্শকদের মনে সবচেয়ে বেশি জায়গা করে থাকে সেটা নিঃসন্দেহে এই পিকেএল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে এই লিগ নিয়ে উৎসাহে পড়েছিল খানিক ভাঁটার টান। তবে সদ্য সমাপ্ত সিজনে সেসব খানিক ফেরৎ এসেছে। এই লেখায় সমস্তটা নিয়ে খানিক আলোচনা করা যাক।

আপামর ভারতবাসীর কাছে কবাডিকে জনপ্রিয় করতে ২০১৪ সালে প্রো কবাডি লিগের আত্মপ্রকাশ। এই উদ্যোগের পেছনে ছিল ১৯৯৪ সালে চারু শর্মা এবং আনন্দ মাহিন্দ্রা প্রতিষ্ঠিত 'মশাল স্পোর্টস প্রাইভেট লিমটেড'। মোট আটটি টিম নিয়ে প্রথম সিজনের সূচনা হয়, যেখানে আইপিএল মডেলেই অকশনের মাধ্যমে প্লেয়ারদের দলে নেওয়া হয়েছিল। হাই কোয়ালিটি ভিডিও, আন্তর্জাতিক মানের প্রোডাকশন, স্লো মোশন, মাল্টিপল ক্যামেরা অ্যাঙ্গেলের মাধ্যমে লাইভ ব্রডকাস্টিং-এর কারণে কবাডি দর্শকদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। টি-২০ ক্রিকেটের জমানায় ৪০ মিনিটের এক একটি খেলা খুব সহজেই প্রিমিয়াম স্পোর্টস প্রোপার্টিতে পরিণত হয়। সম্প্রচারকারী চ্যানেল প্রাইম টাইমে এই লিগ সম্প্রচার করায় উন্মাদনা বেড়ে যায়। অভিষেক বচ্চন,অক্ষয় কুমারের মতো তারকারা দলের মালিকানা গ্রহণ করে। সেইসঙ্গে প্রায় প্রতিটি খেলায় বলিউডের বিভিন্ন তারকাদের উপস্থিতি এই লিগের জনপ্রিয়তার পেছনে অনুঘটকের কাজ করে।

এই লিগের সুবাদেই অজয় ঠাকুর, মনজিৎ চিল্লার, অনুপ কুমার, রাহুল চৌধুরী, প্রদীপ নারওয়াল যুবসমাজের আইকন হয়ে যায়। সেজন্য 'ক্যাপ্টেন কুল' বললে মহেন্দ্র সিং ধোনির পাশাপাশি অনুপের নামটাও উচ্চারিত হত। রাহুল হয়ে গেলেন 'রেড মেশিন', প্রদীপ 'ডুবকি কিং' আবার ইরানের ফজল আতরাচালী হলেন ফ্যানদের আদরের 'সুলতান'। 'ডু অর ডাই রেড', 'সুপার ট্যাকেল', 'সুপার রেড', 'বোনাস পয়েন্ট', 'অল আউট'-এর মতো নিয়মগুলি ভারতবর্ষের প্রতিটি কোণায় পৌঁছে গেল। গলিতে, স্কুলে, পাড়ার মাঠে দাগ টেনে কবাডি খেলা স্বাভাবিক হয়ে উঠল। ফ্যানদের অভিধানে যুক্ত হল 'ডুবকী', 'অ্যাঙ্কেল হোল্ড', 'ব্যাক হোল্ড', 'ব্লক', 'ড্যাশ'। এছাড়া 'লে পাঙ্গা' এবং থাইয়ের ওপর বিখ্যাত চাপড় হয়ে গেল ক্রিড়া সংস্কৃতির অঙ্গ।

ক্রিকেটকেন্দ্রিক দেশে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খেলা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হল কবাডি। যার প্রমাণ, প্রথম সিজনের মোট ভিউয়ারশিপ ছিলো প্রায় ৪৩৫ মিলিয়ন। যেখানে সেই বছর আইপিএল-এর মোট ভিউয়ারশিপ ছিলো প্রায় ৫৬০ মিলিয়ন। এই পরিসংখ্যান থেকেই বোঝা যায় ঠিক কোন উচ্চতায় পৌঁছেছিল প্রো কবাডি লিগ। প্রি-ম্যাচ রিভিউ, পোস্ট-ম্যাচ অ্যানালাইসিসের পাশাপাশি খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত জীবন এবং তাদের লড়াইয়ের গল্পগুলোও সম্প্রচার করা হত । এর ফলে দর্শকদের কাছে খেলোয়াড়েরা নিজেদের ঘরের ছেলে হয়ে উঠেছিলেন। এরপর মেয়েদের কবাডির উন্নতির জন্যও ২০১৬ সালে 'উইমেন্স কবাডি চ্যালেঞ্জ' শুরু হয়। এছাড়া ২০১৭-তে স্কুল স্তরে কবাডির প্রসার ঘটাতে শুরু হয় 'কেবিডি জুনিয়র্স'-ও।

কিন্তু পরিস্থিতি সবসময় একরকম থাকল না, প্রথম কয়েকটি সিজনের গগনচুম্বী সাফল্যের পর, ২০১৭ সালে লিগের পঞ্চম সিজনে আরও ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বেশকিছু পরিবর্তন নিয়ে আসা হয়। নতুন চারটি দল যুক্ত করে প্রতিযোগিতাকে ১২ দলের করা হয়। সেইসঙ্গে কারাভান ফরম্যাটের বদলে জোনাল ফরম্যাটে লিগ চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর ফলে লিগ দীর্ঘায়িত হয়। ফলাফল দর্শকদের মধ্যে ক্লান্তি চলে আসে, আগ্রহও খানিক কমে। স্বভাবতই ভিউয়ারশিপে ঘাটতি দেখা যায়।

২০২১ সালে কোভিড মহামারীতে যখন গোটা পৃথিবী বিপর্যস্ত, সেই সময় বেঙ্গালুরুতে একটি মাত্র ভ্যেনুতে দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে লিগের অষ্টম সিজন আয়োজন করা হয়। এই সময় দেখা যায় এই লিগের ভিউয়ারশীপ কমে ১৮৬ মিলিয়নে নেমে এসেছে।

এই সার্বিক বিপর্যয়ের পর পিকেএল কর্তৃপক্ষ কৌশলগতভাবে কাঠামোগত এবং সম্প্রচারের প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন নিয়ে আসে। সময়কাল ট্রিম করে দলগত এবং ব্যক্তিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতার ওপর জোর দেওয়া হয়। সেইসঙ্গে ইংরেজি, হিন্দি, তামিল, তেলেগু, কন্নড় সহ বহু ভাষায় সম্প্রচার শুরু হয়। এই পদক্ষেপ হাইপার লোকালাইজেশনের একটি গুরুত্বপুর্ন অংশ ছিলো। সম্প্রতি ১২ নম্বর সিজনে রেফারি ক্যাম, স্পিলট স্ক্রিনের মতো অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। সিজন ১২-এর উদ্বোধনী দিনে ডিজিটাল রিচ পূর্বের তুলনায় তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তার সঙ্গে ওয়াচ টাইমও ২২ শতাংশ বেড়েছে।

সুতরাং একথা বলাই যায় পূর্বের সমস্ত প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে আবার তার পুরনো জৌলুস ফিরে পাওয়ার পথেই এগোচ্ছে প্রো কবাডি লিগ। গ্রামের কাঁচা মাঠ থেকে অত্যাধুনিক ম্যাট পর্যন্ত যেভাবে কবাডির বিবর্তন হয়েছে, তার পেছনে প্রো কবাডি লিগ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এভাবেই ধীরে ধীরে আন্তর্জাতিক মঞ্চ তথা অলিম্পিকেও পৌঁছে যাক ভারতের নিজের খেলা এটাই এখন সকলের আশা।

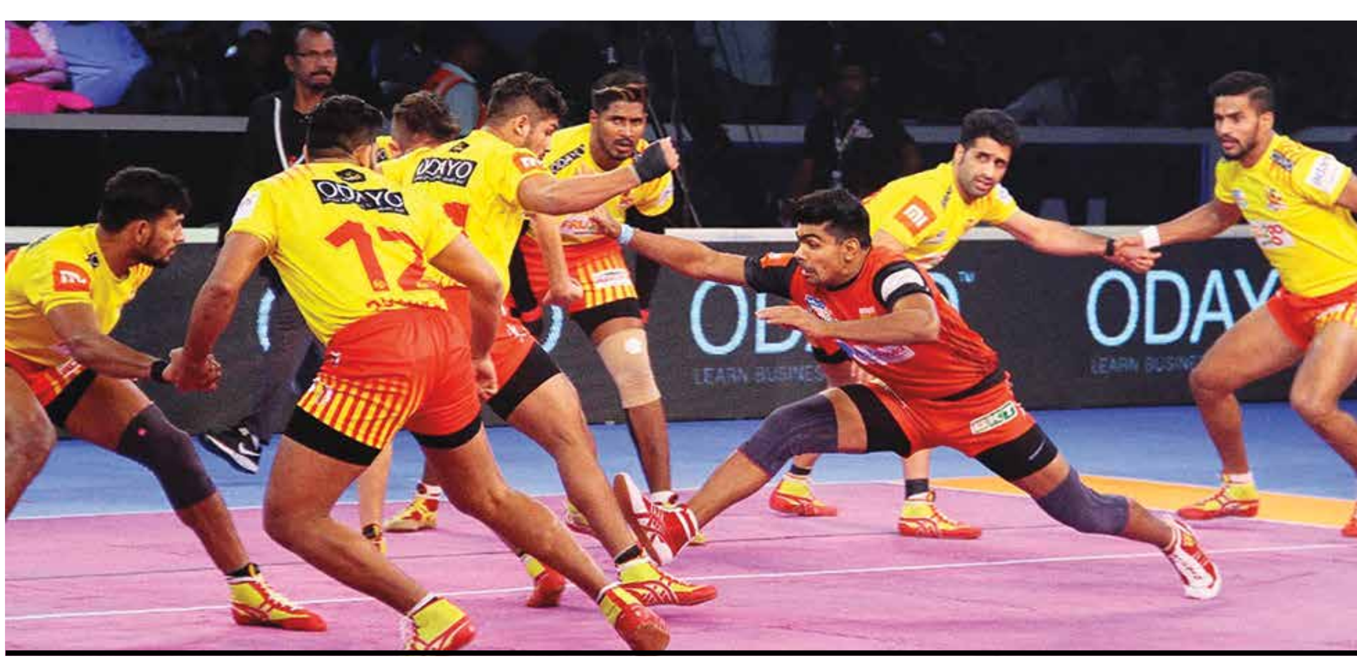

PRO KABADDI

**প্রথম সিজনে প্রো কবাডি লিগের ভিউয়ারশিপ ছিল প্রায় ৪৩৫ মিলিয়ন। সেই বছর আইপিএলের ভিউয়ারশিপ ছিল প্রায় ৫৬০ মিলিয়ন। এই পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যায় এই লিগ কোন উচ্চতায় পৌঁছেছিল।**

### তৃতীয় দিনেই সমাপ্তির পথে ইডেন টেস্ট

# জাড্ডুর স্পিন জাদুতে ঢাকল ব্যাটিং ব্যর্থতা

*৪ উইকেট নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ভাঙলেন রবীন্দ্র জাদেজা।*

**দক্ষিণ আফ্রিকা- ১৫৯ ও ৯৩/৭**
**ভারত- ১৮৯/৯**

**সঞ্জীবকুমার দত্ত**

**কলকাতা, ১৫ নভেম্বর :** 'টেস্ট ক্রিকেট তোমাকে ভালোবাসি। তোমার বিকল্প নেই।'

শনিবাসরীয় ইডেন গার্ডেন্সে সকাল থেকেই যে ফেস্টুন নজর কাড়ছিল। দ্বিতীয় দিনে খেলার পরতে পরতেও যেন তারই ঝলক। দিনভর ব্যাট-বলের উত্তেজক দ্বৈরথ। প্রতিপক্ষকে বাগে পেয়েও অপরিচিত সাইমন হার্মারের স্পিন-ভেলকিতে টলে যায় গৌতম গম্ভীরের সাধের ভারতীয় ব্যাটিং।

৭৫/১ থেকে ১৮৯-তে গুটিয়ে যাওয়া। লিড মাত্র ৩০। ম্যাচে ফেরার অক্সিজেনে ইডেন যুদ্ধে নতুন করে স্বপ্নের জাল বোনা টেম্বা বাভুমাদের। পড়ন্ত বিকেলে উলটপুরাণ। নয়া টুইস্ট। রবীন্দ্র জাদেজা (২৯/৪), কুলদীপ যাদবের (১২/২) দাপটে রাশ সেই ভারতের হাতে। মন্দ আলোর জন্য যখন খেলা বন্ধ হয়, ৯৩ রানে ৭ প্রোটিয়া ব্যাটারকে সাজঘরে পাঠিয়ে জয়ের গন্ধ পাচ্ছেন গম্ভীররা।

৩০ রানের ব্যবধান ঘুচিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার লিড মাত্র ৬৩। হাতে শেষ তিন উইকেট। কাঁটা হিসেবে এখনও দাঁড়িয়ে অধিনায়ক বাভুমা (২৯)। রবিবার দ্রুত যে কাঁটা উপড়ে জয়ের রাস্তা মসৃণ করা পয়লা নম্বর টার্গেট। ইডেন ছাড়ার আগে হার্মারের মুখে অবশ্য হাল না ছাড়ার বার্তা। বিশ্বাস, লিডটা ১২০-১৫০ পৌঁছে দিতে সক্ষম হবেন বাভুমারা এবং তারপর বল হাতে ম্যাজিক...। মুখে বলা আর করে দেখানোর মধ্যে যদিও অনেক তফাত।

প্রোটিয়া ইনিংসে আগ্রাসী রায়ান রিকেলটনকে (১১) ফিরিয়ে শুরুটা কুলদীপের। তারপর অন্তিম সেশনে জাড্ডুর জাদু। পিচ থেকে লম্বা টার্ন, অসমান বাউন্সে ভয়ংকর হয়ে ওঠেন। যার সামনে আত্মসমর্পণ আইডেন মার্করাম (৪), উইয়ান মুল্ডার (১১), টনি ডে জর্জি (২), ট্রিস্টান স্টাবসদের (৫)। গড়ে ফেলেন দেশের মাটিতে ২৫০ উইকেটের নজিরও।

সংগতে অক্ষর প্যাটেল, কুলদীপরাও। একটা সময় মনে হচ্ছিল প্রতি বলেই উইকেট আসবে। আঙুল উঠছে ইডেনের বাইশ গজের দিকে। যার দায় গম্ভীর, টিম ম্যানেজমেন্টেরও। কলকাতায় পা রাখা থেকে পিচে কাঁচি চালানোর চেষ্টা চলেছে। ফল প্রথম দুইদিনে হওয়া ১৫২.২ ওভারে ৪৪১ রানে পড়েছে ২৬ উইকেট (শুভমানকে বাদ দিয়ে)!

ম্যাচ যেখানে দাঁড়িয়ে, তৃতীয় দিনেই সম্ভবত ম্যাচে যবনিকা পড়তে চলেছে।

*২৯ রানের ধৈর্যশীল ইনিংসে ভারতের কাঁটা হয়ে উঠছেন টেম্বা বাভুমা।*

টেস্ট ক্রিকেটের জন্য মোটেই যা ভালো বিজ্ঞাপন নয়। প্রথম দিন ৩৫-৪০ হাজার দর্শক। শনিবার সংখ্যাটা আরও বেশি। পিচ-ধাঁধা সেই উন্মাদনায় জল ঢালতে চলেছে। বোলিং কোচ মর্নি মরকেল অবশ্য দাবি করলেন, 'এত তাড়াতাড়ি পিচ খারাপ হবে ভাবিনি।'

দিনের শুরুতে যে পিচের শিকার ভারতও। সকালে যখন খেলা শুরু করে ১২২ রানে পিছিয়ে। হাতে ৯ উইকেট। কাগিসো রাবাদাহীন বোলিংকে চেপে ধরার বদলে অখ্যাত হার্মারের (৩০/৪) স্পিনে আটকে যাওয়া। লোকেশ রাহুল (৩৯), ওয়াশিংটন সুন্দরের (২৯) ধৈর্যশীল প্রয়াস, ঋষভ পন্থ (২৭), রবীন্দ্র জাদেজার (২৭) ক্যামিও ইনিংস সরিয়ে রাখলে ব্যর্থতার কোলাজ।

অথচ, একসময় স্কোর ছিল ৭৫/১। চার হাজার রানের মাইলস্টোনে পা রাখেন লোকেশ। প্রথম ড্রিংকস ব্রেকের পর হার্মার আক্রমণে আসতেই রংবদল। মাত্র ১২টি টেস্ট খেললেও পকেটে হাজারের বেশি প্রথম শ্রেণির উইকেট। অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ইডেনে। প্রথম শিকার সুন্দর। লেগস্টাম্পে পড়ে অফব্রেক ব্যাটের কানা ছুঁয়ে স্লিপে।

ওভারের পঞ্চম বলে সাজঘরে শুভমানও (অবসৃত ৪)। তবে আউট নয়, সুইপ করতে গিয়ে ফিজিওর সঙ্গে মাঠ ছাড়েন কাঁধের চোট নিয়ে। প্রথম ইনিংসে আর ব্যাট হাতে নামেননি। দৌড়োতে হয়েছে হাসপাতালেও। দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নামবেনই, জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না। শুভমান-চিন্তার মাঝে দর্শকদের উন্মাদনা চড়িয়ে প্রবেশ ঋষভ পন্থের (২৭)।

শুরুতে ভাগ্যের সাহায্য, ১ রানের মাথায় জীবনদানও পান। চাপ কাটাতে মহারাজকে ছক্কাও হাঁকান। গড়েন বীরেন্দ্র শেহবাগকে (৯০টি) টপকে ভারতীয়দের মধ্যে সর্বাধিক ছক্কার (৯২টি) নজির। ঝড়টা অবশ্য ক্ষণস্থায়ী। ঋষভের আগে আউট ইনিংসের সর্বোচ্চ স্কোরার লোকেশও (৩৯)। স্লিপে নীচু ক্যাচ নিতে ভুলচুক করেননি মার্করাম।

জাদেজা (২৭) ইতিবাচক ব্যাটিংয়ের সুফল তুলে পা রাখেন চার হাজার টেস্ট রানের ক্লাবে। ঢুকে পড়েন কপিল দেব, ইয়ান বোথাম, ড্যানিয়েল ভেত্তোরির পর চতুর্থ অলরাউন্ডার হিসেবে চার হাজার রান ও ৩০০ উইকেটের এলিট তালিকায়। প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে পকেটে ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে ১৫০ উইকেট, ১৫০০ রানের নজিরও।

লাঞ্চে ১৩৮/৪। মাত্র ২১ রান পিছিয়ে। কিন্তু ধ্রুব জুরেল (১৪), অক্ষররা (১৬) যার সুবিধা নিতে ব্যর্থ। নিটফল ৩০ রানের লিড নিয়ে ১৮৯-তে শেষ। যদিও দ্বিতীয় দিনের শেষে বোলারদের কাঁধে চেপে ফের চালকের আসনে ভারতই।

# দুই শিবিরের কাঠগড়াতেই বাইশ গজ

**অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়**

**কলকাতা, ১৫ নভেম্বর :** নারীর মন আর ইডেন গার্ডেন্সের পিচ, দুই সমান। একেবারেই বোঝা যায় না। তল খুঁজতে গেলে অতলে তলিয়ে যেতে হয়!

ইডেন টেস্টের দ্বিতীয় দিনের খেলা তখন শেষ। ৬৩ রানে এগিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা। টেম্বা বাভুমারা ততক্ষণে ঢুকে গিয়েছেন ইডেনের সাজঘরে। ভারত অধিনায়ক শুভমান গিলকে ভারতীয় সাজঘর থেকে বার করে স্ট্রেচারে তুলে নিয়ে

*৪ উইকেট নিয়ে ভারতীয় ব্যাটিংয়ে ছড়ি ঘোরালেন সাইমন হার্মার।*

যাওয়া হয়েছে দক্ষিণ কলকাতার উডল্যান্ডস হাসপাতালে। শুভমানকে নিয়ে প্রবল জল্পনা চলছে ক্রিকেটমহলে।

ঠিক সেই সময়ই ইডেনের ক্লাব হাউসের আপার টায়ারে হতাশার সুরে কথাটা বলে ফেললেন এক ক্রিকেটপ্রেমী। দ্রুত তাঁর কথায় সুর মেলালেন মাঠ থেকে বাড়ির পথে হাঁটা শুরু করা আরও জনাকয়েক ক্রিকেটপ্রেমী। কলকাতায় টিম ইন্ডিয়া পা রাখার পর থেকেই চর্চায় ইডেনের বাইশ গজ। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের দুই কিউরেটারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে স্থানীয় কিউরেটার সুজন মুখোপাধ্যায় তৈরি করেছেন পিচ। ভারতীয় দল ঠিক যেমন ঘূর্ণি বাইশ গজ চেয়েছিল, ঠিক তেমনই পেয়েছে। কিন্তু সেই পিচই এখন ভিলেন। ক্রিকেটপ্রেমীদের তো বটেই, ক্রিকেট সমাজেরও কাঠগড়ায়। দুই প্রতিপক্ষ দলও যে পিচের আচরণ নিয়ে খুশি, এমন নয়। দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে ভারতীয় দলের বোলিং কোচ মর্নি মরকেল বলেই ফেললেন, 'আমরা ভেবেছিলাম ভালো উইকেট। সেভাবেই পরিকল্পনা হয়েছিল। কিন্তু এত দ্রুত উইকেট ভাঙবে, ভাবতে পারিনি আমরা। প্রথম দিন থেকেই পিচ ভেঙেছে।'

প্রায় একই সুর দক্ষিণ আফ্রিকার অফ স্পিনার সাইমন হার্মারের। সাংবাদিক সম্মেলনে ইডেনের পিচ নিয়ে প্রশ্নের মুখে বেশ হতাশ দেখাল তাঁকে। বলে দিলেন, 'ভারত আমাদের তুলনায় ভালো ব্যাটিং করেছে। কিন্তু এই পিচে টিকে থাকা সহজ নয়। তারপরও বলব, আমরা কাল সেরাটা দিয়ে চেষ্টা করব।' ইডেনে টেস্ট ম্যাচ দেখতে গতকাল হাজির হয়েছিলেন ৩৬ হাজারেরও বেশি ক্রিকেটপ্রেমী। আজ সংখ্যাটা ৪২ হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে। রবিবার ম্যাচের তিন নম্বর দিনে অন্তত ৫০ হাজার ক্রিকেটপ্রেমীর হাজির থাকার সম্ভাবনা ছিল। অথচ, দ্বিতীয় দিনের

> ভারতীয় দল যা পিচ চেয়েছে, আমরা তেমনই ব্যবস্থা করে দিয়েছি। পিচে চারদিন জল দেওয়া না হলে এমনই হবে। এর বেশি আর কিছু বলার নেই। -সিএবি কর্তা

শেষে খেলার যা পরিস্থিতি, তিন নম্বর দিনের মধ্যাহ্নভোজের বিরতির মধ্যেই হয়তো খেলা শেষ হয়ে যাবে।

পিচ নিয়ে ক্রিকেট সমাজে যেমন প্রবল বিতর্ক রয়েছে। ঠিক তেমনই পিচ নিয়ে সিএবি-র অন্দরেও রয়েছে হতাশা। সঙ্গে আগামী ফেব্রুয়ারি-মার্চে টি২০ বিশ্বকাপের আসরে ক্রিকেটের নন্দনকানন ম্যাচ পাবে তো? এমন প্রশ্নও আজ উঠে গিয়েছে। দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এমন গোমড়া মুখ নিয়ে ইডেন থেকে বেরিয়ে গেলেন, যা সচরাচর দেখা যায় না। বাংলা ক্রিকেট সংস্থার এক শীর্ষকর্তা নাম না লেখার শর্তে একরাশ হতাশা নিয়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলছিলেন, 'ভারতীয় দল যা পিচ চেয়েছে, আমরা তেমনই ব্যবস্থা করে দিয়েছি। পিচে চারদিন জল দেওয়া না হলে এমনই হবে। এর বেশি আর কিছু বলার নেই।' ইডেনের অভিজ্ঞ কিউরেটার পিচ বিতর্কে কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি। তবে তিনিও পিচ নিয়ে রীতিমতো বিরক্ত।

কিউরেটার সুজনকে নিয়ে বাংলা ক্রিকেট সংস্থার অন্দরেও রয়েছে বিরক্তি ও ক্ষোভ। অভিযোগ, তিনি সভাপতি সৌরভের নির্দেশ অমান্য করেছিলেন পিচ তৈরির সময়। ক্লাব হাউসের লোয়ার টায়ারে বসে খেলা দেখার মাঝে বাংলার প্রাক্তন কোচ অরুণ লাল উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর কাছে পিচ নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলে দিলেন, 'এটা টেস্ট ম্যাচ হচ্ছে, নাকি লটারি? এমন পিচ টেস্ট ক্রিকেটকে আরও বেশি করে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে।'

# আরও ৬০-৭০ দরকার ছিল : মর্নি

**সঞ্জীবকুমার দত্ত**

**কলকাতা, ১৫ নভেম্বর :** দ্বিতীয় দিনের শেষে ম্যাচের রাশ ভারতের হাতে। জয়ের গন্ধ নিয়ে ফেরা। যদিও মরকেল পিচের পাশাপাশি পরিস্থিতির সঙ্গে ব্যাটারদের মানিয়ে নিতে না পারার দিকেও আঙুল তুলছেন। ভারতীয় দলের বোলিং কোচের মতে, পরিস্থিতি যেমন, সেই অনুযায়ী নিজেদের প্রয়োগ করা দরকার। ইডেন টেস্ট সেই চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে ব্যাটারদের।

দক্ষিণ আফ্রিকার লিড বর্তমানে ৬৩। হাতে অবশিষ্ট ৩ উইকেট। যা বেড়ে ১২০-তে পৌঁছে গেলে ভারতের কাজ সহজ হবে না। বিশেষত, যেখানে চতুর্থ ইনিংসে রান তাড়ার চ্যালেঞ্জ টিম ইন্ডিয়ার সামনে। নিশ্চিত নয় দ্বিতীয় ইনিংসে শুভমান গিলের ব্যাটিং করতে নামাও। মরকেলও প্রথম ইনিংসে ১৮৯ রানে গুটিয়ে যাওয়া মানতে পারছেন না।

সাংবাদিক সম্মেলনে পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন, প্রথম ইনিংসে আরও ৬০-৭০ রান বেশি আশা করেছিলেন। তাহলে পরিস্থিতি ভারতের জন্য অনেক বেশি সহজ হত। শুভমানের চোট পেয়ে মাঠ ছাড়াও বিপক্ষে গিয়েছে। আপাতত চোখ ভুলভ্রান্তি ঢেকে রবিবার নতুন করে ঝাঁপিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ম্যাচে ফেরার সুযোগ না দিয়ে জয় তুলে নেওয়া।

*রিভার্স সুইপে প্রোটিয়া স্পিনারদের ছন্দ ভাঙার চেষ্টা করেও সফল হলেন না ঋষভ পন্থ। কলকাতায় শনিবার।*

## ১২৫-এর মধ্যে বাভুমাদের বাঁধতে চান অক্ষর

ম্যাচের প্রথম ওভার থেকে ইডেন গার্ডেন্সের পিচ যে রকম খেল দেখাচ্ছে, আত্মতুষ্টিতে ভোগার জায়গা নেই। টিমবাসে ওঠার আগে নন্দনকাননে দাঁড়িয়ে সেই সুর মিলল অক্ষর প্যাটেল, মর্নি মরকেলের গলায়।

পিচ ধাঁধায় সতর্ক অক্ষর বলেছেন, 'পিচের দুই প্রান্তে দুই চরিত্র। এক প্রান্তে বল টার্ন এবং বাউন্স করছে। অপর প্রান্তে অন্য ছবি। যে চ্যালেঞ্জে আক্রমণাত্মক ক্রিকেটই সঠিক হাতিয়ার। লুজ বলের সুযোগ হাতছাড়া করলে চলবে না। বাউন্ডারি তুলে নিতে হবে। কারণ ব্যাটারদের পক্ষে সেট হওয়া মুশকিল। বোলারদের জন্য একেবারে সহায়ক পিচ, পরিস্থিতিও। কাল আমাদের লক্ষ্য থাকবে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ১২৫ রানে আটকে দিয়ে রান তাড়ায় নামা।'

> পিচের দুই প্রান্তে দুই চরিত্র। এক প্রান্তে বল টার্ন এবং বাউন্স করছে। অপর প্রান্তে অন্য ছবি। যে চ্যালেঞ্জে আক্রমণাত্মক ক্রিকেটই সঠিক হাতিয়ার। লুজ বলের সুযোগ হাতছাড়া করলে চলবে না। বাউন্ডারি তুলে নিতে হবে। কারণ ব্যাটারদের পক্ষে সেট হওয়া মুশকিল। বোলারদের জন্য একেবারে সহায়ক পিচ, পরিস্থিতিও।
>
> **অক্ষর প্যাটেল**

# চার পেসারে অসম অভিযানে বাংলা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ নভেম্বর :** সবুজ পিচ। সকালের দিকে ভালোরকম আর্দ্রতা থাকছে।

এমন পরিবেশে রবিবার কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে অসমের বিরুদ্ধে রনজি ট্রফি অভিযানে নামছে টিম বাংলা। সবুজ পিচের কারণেই অসম ম্যাচে চার পেসারে নামতে চলেছে বাংলা দল। জানা গিয়েছে, মহম্মদ সামি, ঈশান পোড়েল, সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল ও মহম্মদ কাইফকে নিয়ে বোলিং আক্রমণ সাজাতে চলেছে বাংলা টিম ম্যানেজমেন্ট।

রেলওয়েজের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচে অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ ছিলেন না। বিশ্রামে ছিলেন সামিও। দুজনই আগামীকাল বাংলার হয়ে মাঠে নামছেন। স্পিনার হিসেবে থাকছেন রাহুল প্রসাদ ও অলরাউন্ডার শাহবাজ আহমেদ। চার ম্যাচে ২০ পয়েন্ট নিয়ে রনজির এলিট পর্বের গ্রুপ 'সি'-তে শীর্ষস্থানে থাকা বাংলার মন্ত্র এখন এগিয়ে চলা। সঙ্গে দলের অন্দরে রয়েছে প্রবল সতর্কতাও। ত্রিপুরার মতো দুর্বল দলের বিরুদ্ধে এক পয়েন্টে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল বাংলাকে। অসমও দুর্বল দল। লিগ টেবিলে সবার নীচে। দলের প্রধান তারকা রিয়ান পরাগও নেই। এমন দলের বিরুদ্ধে চার পেসারে খেলতে নামার আগে কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'কোনও দলই দুর্বল বা ছোট হয় না রনজিতে। ত্রিপুরা ম্যাচের অভিজ্ঞতা আমাদের জন্য তাজা। ফলে সবাই সতর্ক হয়েই কাল মাঠে নামব।'

কলকাতার তুলনায় কল্যাণীতে ঠান্ডা অনেকটাই বেশি। এমন ঠান্ডার আমেজের মধ্যেও বাংলা দলের অন্দরে রয়েছে রনজির উত্তাপ। যার মূলে অনেকটাই সামি। টিম ইন্ডিয়ার বাইরে থাকা জোরে বোলার আজ সকালে কল্যাণী পৌঁছে দীর্ঘসময় নেটে বোলিংও করেছেন। আগামীকাল তাঁর বোলিং দেখার জন্য কলকাতায় থাকা জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকার কল্যাণী যেতে পারেন বলে খবর। আইপিএলের আসরে নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজি দল পাওয়া সামির দিকেও আগামী কয়েকদিন নজর থাকবে ভারতীয় ক্রিকেটমহলের।

## বর্ষসেরা রেফারি উজ্জ্বল

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ নভেম্বর :** তাঁর একটা সিদ্ধান্তে বিতর্কহীন থেকেছে আইএফএ শিল্ড ফাইনাল।

এবার শিল্ড ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। ম্যাচে প্রথমার্ধ শেষ হতে তখনও বেশ কিছুক্ষণ বাকি। চলতি বলে নেওয়া আপুইয়ার শট ক্রসবার ছুঁয়ে মাটিতে পরে বাইরে বেড়িয়ে আসে। বল কি গোললাইন অতিক্রম করেছে? এক পলকে বোঝা বেশ মুশকিল। তবে সিদ্ধান্ত জানাতে বেশি সময় নেননি ওই ম্যাচে সহকারী রেফারির দায়িত্বে থাকা উজ্জ্বল হালদার। পতাকা তুলে জানিয়ে দেন, গোল হয়েছে। সিদ্ধান্ত যে নির্ভুল তা পরে বোঝা গেল।

শুধু শিল্ড ফাইনালের ডার্বিই নয়, এমন অনেক ম্যাচ কড়া হাতে সামলেছেন কল্যাণীর উজ্জ্বল। ২০২৪ সালে ফিফা এলিট রেফারিদের তালিকায় তার নাম উঠেছে। রবিবার বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে তাঁর হাতেই বর্ষসেরা রেফারির পুরস্কার তুলে দেবে রাজ্য ফুটবল নিয়ামক সংস্থা আইএফএ। এর আগে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন থেকে দুইবার বর্ষসেরা সহকারী রেফারির পুরস্কার পেয়েছেন উজ্জ্বল।

# ফিটনেস নিয়ে সমস্যা নেই আকাশের

### দলের সঙ্গে ঢাকা গেলেও ছাড়পত্র আসেনি রায়ানের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ নভেম্বর :** 'ফিটনেস নিয়ে আর কোনও সমস্যা নেই তো?'

মিক্সড জোনে প্রশ্নটা করতেই একগাল হাসি হেসে উত্তর, 'ম্যাচে তো আমাকে দেখলেন। কী মনে হল? ফিটনেস নিয়ে আর কোনও সমস্যা আছে?' প্রশ্ন এবং উত্তর, দুটোই সুপার কাপ গ্রুপ পর্যায়ের সময়কার। ১৮ মাস পর আকাশ মিশ্রর মাঠে ফেরা নিজের জন্য তো বটেই, তাঁর ক্লাব মুম্বই সিটি এফসি এবং অবশ্যই জাতীয় দলের কোচের জন্যও স্বস্তির ঘটনা। ২০২২ থেকে '২৪-এর মধ্যে ভারতীয় দল খেলে মোট ২৯ ম্যাচ। যার মধ্যে আকাশকে দেখা গিয়েছে ২৪ ম্যাচে মাঠে নামতে। অর্থাৎ একটা সময় তৈরি হয় যখন লেফট ব্যাকে পজিশনে মধ্যপ্রদেশের এই তরুণকে ছাড়া ভাবাই যেত না। কিন্তু দুর্ভাগ্য, ২০২৪ সালের এপ্রিলে, আইএসএল প্লে-অফের সময়ে পায়ে চোট পেয়ে ১৮ মাসের জন্য ছিটকে যান তিনি। আর তারপর এই সুপার কাপে ফিরে আসা এবং তারই ভিত্তিতে আসন্ন বাংলাদেশ ম্যাচের জাতীয় দলেও জায়গা তৈরি করে নেওয়া। মাঝের সময়টা যে কঠিন ছিল সেই কথা আকাশ নিজেই বলেছিলেন সেদিন, 'অস্ত্রোপচারের পরের সময়টা সত্যিই কঠিন ছিল। একটা সময় মনে হত এই অপেক্ষার বোধহয় শেষ নেই। মনে প্রশ্ন আসত, আমি কি আদৌ ফিরতে পারব? তাছাড়া আপনি যখন ভালো খেলেন, তখন চোট সারিয়ে ফিরে এসেও আপনি ওই পর্যায়ের ফুটবলই উপহার দেবেন, এমনটা সবাই আশা করেন। এই সব চাপও তো তখন মনের মধ্যে তৈরি হয়।' তবে সুপার কাপের প্রথম ম্যাচেই বোঝা গিয়েছিল, তিনি সেই পুরোনো ফর্মেই ফিরতে চলেছেন। স্বাভাবিকভাবেই গোয়ায় উপস্থিত খালিদ জামিলেরও একইরকম মনে হওয়ায় তিনি বেঙ্গালুরুর শিবিরে ডেকে নেন তাঁকে।

এদিন যে ২৩ জনের দল ঘোষণা করলেন জাতীয় দলের হেডকোচ, তাতে স্বাভাবিকভাবেই জায়গা হয়েছে আকাশের। এমনিতেই মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের ফুটবলাররা ডাক না পাওয়ায় লেফট ব্যাকে তিনিই নিশ্চিতভাবে খালিদের প্রথম পছন্দ হতে চলেছেন, এই কথা বলাই যায়। এদিন অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের তরফে জানানো হয় রায়ান উইলিয়ামস দলের সঙ্গে ঢাকা উড়ে গেলেন। কিন্তু তিনি মাঠে নামতে পারবেন তখনই যদি ম্যাচের আগে ফুটবল অস্ট্রেলিয়া থেকে ছাড়পত্র আসে এবং তাতে ফিফা ও এএফসি অনুমোদন দেয়। এদিন বিকেলেই ঢাকায় পৌঁছায় গোটা দল।

**২৩ জনের ঘোষিত দল**

গুরপ্রীত সিং সান্ধু, ঋতিক তিওয়ারি ও সাহিল (গোলরক্ষক), আকাশ মিশ্র, আনোয়ার আলি, বিকাশ ইয়ুমনাম, ভালপুইয়া রালতে, জয় গুপ্তা, পরমবীর, রাহুল ভেকে ও সন্দেশ ঝিংগান (ডিফেন্ডার), ব্রাইসন ফার্নান্ডেজ, লালরেম ফানাই, ম্যাকার্টন লুইস নিকসন, নাওরেম মহেশ সিং, নিখিল প্রভু, সুরেশ সিং ওয়াংজাম (মিডফিল্ডার), এডমুন্ড লালরিনডিকা, লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতে, মহম্মদ সানান, রহিম আলি, রায়ান উইলিয়ামস ও বিক্রম প্রতাপ সিং (ফরোয়ার্ড)।

*ভারতীয় পাসপোর্ট নিয়ে ঢাকার বিমান ধরতে চলেছেন রায়ান উইলিয়ামস।*

## প্রথম টেস্টে নেই হ্যাজেলউড

**ক্যানবেরা, ১৫ নভেম্বর :** অ্যাসেজ শুরু হওয়ার আগে ফের ধাক্কা অজি শিবিরে। হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটের জন্য প্রথম টেস্টে খেলবেন না জোশ হ্যাজেলউড। নিউ সাউথ ওয়েলসের হয়ে শেফিল্ড শিল্ডে ভিক্টোরিয়ার বিরুদ্ধে খেলার সময় চোট পান হ্যাজেলউড। পরে জানা গিয়েছে, হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট লেগেছে অজি তারকার। তাই পারথে প্রথম টেস্টে খেলবেন না হ্যাজেলউড। তাঁর পরিবর্তে মাইকেল নেসেরকে দলে নেওয়া হয়েছে।

আগেই চোটের জন্য প্রথম টেস্ট থেকে ছিটকে গিয়েছেন অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। তারপর হ্যাজেলউডের চোট যেন আরও অস্বস্তি বাড়িয়ে দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া শিবিরে। ফলে মিচেল স্টার্ক একমাত্র ভরসা। কামিন্সের পরিবর্তে স্কট বোল্যান্ডকে খেলানোর পরিকল্পনা রয়েছে অজিদের। হ্যাজেলউড চোট পাওয়ায় প্রথম টেস্টে অভিষেক হতে পারে ব্রেন্ডন ডগেটের।

*জয়ের পর কোচ জলাটকো ডালিচের সঙ্গে ক্রোয়েশিয়ার লুকা মডরিচ।*

# বিশ্বকাপের টিকিট পেল ক্রোয়েশিয়া

**লুক্সেমবার্গ সিটি ও রিজেকা, ১৫ নভেম্বর :** অপেক্ষা আর এক পয়েন্টের।

শুক্রবার বিশ্বকাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচে লুক্সেমবার্গকে ২-০ গোলে হারাল জার্মানি। ম্যাচের প্রথমার্ধ গোলশূন্য থাকায় অঘটনের আশঙ্কা ক্রমশ বাড়ছিল। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই অবশ্য গোল করে জার্মানিকে এগিয়ে দেন নিক ওল্টেমেড। ৬৯ মিনিটে দ্বিতীয় গোলটিও তাঁরই করা।

এই জয়ের পরও অবশ্য ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত করতে পারেনি জার্মানি। সোমবার রাতের স্লোভিকিয়া ম্যাচ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে তাদের। শুক্রবার রাতে নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১-০ জয়ের পর জার্মানির মতো ৫ ম্যাচে স্লোভাকিয়ার সংগ্রহেও ১২ পয়েন্ট। গোল পার্থক্যে এগিয়ে জার্মানরা। ফলে সোমবার যোগ্যতা অর্জন পর্বের শেষ ম্যাচে স্লোভাকিয়ার বিরুদ্ধে হার এড়াতে পারলেই আসন্ন বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত করে ফেলবে হুলিয়ান নাগেলসম্যানের জার্মানি। অন্যথা প্লে-অফের অপেক্ষায় থাকতে হবে।

**১ পয়েন্ট দূরে জার্মানি**

অন্যদিকে, ফারো আইল্যান্ডকে ৩-১ গোলে হারিয়ে ২০২৬ বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত করে ফেলল ক্রোয়েশিয়া। শুরুতে গোল করে চমক দিয়েছিল ফারো আইল্যান্ড। ঘুরে দাঁড়াতে বেশি সময় নেয়নি ক্রোট ব্রিগেড। ২৩ মিনিটে ম্যাচে সমতা ফেরান জসকো ভার্ডিওল। দ্বিতীয়ার্ধে আরও দুই গোল করেন পিটার মুসা ও নিকোলা ভ্লাসিচ। যোগ্যতা অর্জন পর্বে এক ম্যাচ বাকি থাকতেই ১৯ পয়েন্ট নিয়ে বিশ্বকাপে জায়গা করে নিল ক্রোয়েশিয়া।

# চিকিৎসক চেয়েও পেলেন না শুভমান

**অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়**

**কলকাতা, ১৫ নভেম্বর :** দুই মিনিট। তিন বল। চার রান।

আর তারপরই সুইপ শট খেলতে গিয়ে ঘাড়ে অস্বস্তি অনুভব করেন তিনি। মাঠে ডাক পড়ে দলের ফিজিওর। আর সেই ফিজিওর সঙ্গেই মাঠ থেকে বেরিয়ে যান ভারত অধিনায়ক শুভমান গিল। দিনের বাকি সময়টা তাঁকে আর মাঠে দেখা যায়নি। ব্যাটও করেননি ভারত অধিনায়ক।

দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে যখন গিলকে ফের দেখা গেল, তখন তিনি স্ট্রেচারে শুয়ে। ভারতীয় দলের সাজঘর থেকে তাঁকে বার করে নিয়ে যাওয়া হল অ্যাম্বুল্যান্সে। দ্রুত সেই অ্যাম্বুল্যান্স পৌঁছে গেল দক্ষিণ কলকাতার উডল্যান্ডস হাসপাতালে। টিম ইন্ডিয়ার টেস্ট অধিনায়ককে নিয়ে শুরু হল নয়া জল্পনা।

> রাতে ঘুমের সময়ই কিছু সমস্যা হয়েছিল শুভমানের। সকালে ওঠার পরই অস্বস্তি অনুভব করে ও।
>
> **মর্নি মরকেল**

সকালে ঘুম ভাঙার পর ঘাড়ে অস্বস্তি অনুভব করেছিলেন শুভমান। সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ সতীর্থদের সঙ্গে ইডেনে হাজির হওয়ার পর ভারতীয় দলের তরফে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের খোঁজও করা হয়েছিল। সেই সময় কাউকে পাওয়া যায়নি। দিনের খেলা শুরুর পর প্রথম জলপানের বিরতির পরই শুরু যাবতীয় নাটক। সাইমন হার্মারের ঘূর্ণিতে ওয়াশিংটন সুন্দর আউট হতেই ব্যাট করতে মাঠে নামেন শুভমান। সেই ওভারেই হার্মারকে সুইপ করে চার মারার পর ঘাড়ের অস্বস্তি বেড়ে যায় ভারত অধিনায়কের। ব্যাটিং ছেড়ে মাঠ থেকে গিল সাজঘরে ফেরার পরও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের খোঁজ করা হয়েছিল ভারতীয় দলের তরফে। কিন্তু তখনও কাউকে পাওয়া যায়নি। টিম ইন্ডিয়ার চিকিৎসকের পরামর্শে সাজঘরে 'নেক কলার' পরেছিলেন ভারত অধিনায়ক। কিন্তু তাতেও লাভ হয়নি। জানা গিয়েছে, ব্যাটিংয়ের সময় ঘাড়ে যেভাবে ফিক ব্যথা অনুভব করেছিলেন গিল, সেটা

### ব্যাট করতে গিয়ে ঘাড়ে চোট, সন্ধ্যায় হাসপাতালে গিল

*৪ রান করেই ঘাড়ে অস্বস্তি নিয়ে মাঠ ছাড়ছেন শুভমান গিল। -ডি মণ্ডল*

কমার বদলে আরও বেড়ে যায়।

অন্তত এক ঘণ্টা পরে চিকিৎসকের দেখা মিলেছিল। কিন্তু তাঁর পরামর্শও খুব একটা কাজে আসেনি বলে খবর। তাই দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষের পরই শুভমানকে অবিশ্বাস্য দ্রুততায় ইডেন থেকে বার করে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। জানা গিয়েছে, শুভমানকে হাসপাতালে ভর্তি করে সেখানে ভারত অধিনায়কের যাবতীয় ডাক্তারি পরীক্ষা হয়েছে। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে তাঁকে আইসিইউ-তে চিকিৎসকের পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। রাতের দিকের খবর, দ্বিতীয় টেস্টে অনিশ্চিত শুভমান। সেক্ষেত্রে অধিনায়কত্ব করবেন ঋষভ পন্থ। আগামীকাল তৃতীয় দিনে খেলার ফল যাই হোক না কেন, ভারত অধিনায়কের ব্যাট করার সম্ভাবনা নেই বলেই খবর।

টিম ইন্ডিয়ার বোলিং কোচ মর্নি মরকেল দিনের খেলার পর সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে বলেছেন, 'রাতে ঘুমের সময়ই কিছু সমস্যা হয়েছিল শুভমানের। সকালে ওঠার পরই অস্বস্তি অনুভব করে ও।' ভারত অধিনায়ক ঘাড়ে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়ার পর সিএবি-র তরফে কেন দ্রুত কোনও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে পাওয়া গেল না, প্রশ্ন উঠেছে। পরস্পরের ঘাড়ে দোষ ঠেলার খেলাও শুরু হয়েছে।

কিন্তু সবকিছুর আগে চূড়ান্ত অপেশাদারিত্বের ফলে মুখ পুড়েছে বাংলা ক্রিকেট সংস্থার। একে তো পিচ নিয়ে বিতর্ক রয়েছেই। উপরি হিসেবে শুভমানের চোটেও কাঠগড়ায় তুলে দিয়েছে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রশাসনকে।

## ২০২৬ আইপিএলের জন্য রিটেনশন ও ট্রেডিং

**কলকাতা নাইট রাইডার্স**
**ছেড়ে দিল :** আন্দ্রে রাসেল, ভেঙ্কটেশ আইয়ার, কুইন্টন ডি কক, আনরিখ নর্তজে, রহমানুল্লাহ গুরবাজ, স্পেনসার জনসন, মইন আলি।
**ট্রেডিং :** মায়াঙ্ক মার্কান্ডে (মুম্বই)।
**হাতে থাকল :** ৬৪.৩ কোটি।

**রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু**
**ছেড়ে দিল :** লিয়াম লিভিংস্টোন, টিম সেইফার্ট, মায়াঙ্ক আগরওয়াল, লুঙ্গি এনগিডি।
**হাতে থাকল :** ১৬.৪ কোটি।

**চেন্নাই সুপার কিংস**
**ছেড়ে দিল :** মাথিশা পাথিরানা, ডেভন কনওয়ে, রাচিন রবীন্দ্র, রাহুল ত্রিপাঠী, দীপক হুডা, বিজয় শংকর, কমলেশ নাগারকোটি।
**ট্রেডিং :** রবীন্দ্র জাদেজা (রাজস্থান), স্যাম কুরান (রাজস্থান)।
**হাতে থাকল :** ৪৩.৪ কোটি।

**রাজস্থান রয়্যালস**
**ছেড়ে দিল :** ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা, মহেশ থিকশানা, ফজলহক ফারুকি।
**ট্রেডিং :** নীতীশ রানা (দিল্লি), সঞ্জু স্যামসন (চেন্নাই)।
**হাতে থাকল :** ১৬.০৫ কোটি।

**সানরাইজার্স হায়দরাবাদ**
**ছেড়ে দিল :** উইয়ান মুল্ডার, রাহুল চাহার, অ্যাডাম জ্যাম্পা।
**ট্রেডিং :** মহম্মদ সামি (লখনউ সুপার জায়েন্ট)।
**হাতে থাকল :** ৩৫.৫ কোটি।

**গুজরাট টাইটান্স**
**ছেড়ে দিল :** করিম জানাত, জেরাল্ড কোয়েৎজে, দাসুন শানাকা।
**ট্রেডিং :** শেরফানে রাদারফোর্ড (মুম্বই)।
**হাতে থাকল :** ১২.৯ কোটি।

**লখনউ সুপার জায়েন্টস**
**ছেড়ে দিল :** ডেভিড মিলার, শামার জোসেফ, আকাশ দীপ, রবি বিষ্ণোই।
**ট্রেডিং :** শার্দূল ঠাকুর (মুম্বই)।
**হাতে থাকল :** ২২.৯ কোটি।

**পাঞ্জাব কিংস**
**ছেড়ে দিল :** গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, জোশ ইনগ্লিস, প্রবীণ দুবে।
**হাতে থাকল :** ১১.৫ কোটি।

**দিল্লি ক্যাপিটালস**
**ছেড়ে দিল :** মোহিত শর্মা, ফাফ ডু প্লেসি, সেদিকুল্লাহ অটল, জ্যাক ফ্রেজার ম্যাকগার্ক।
**ট্রেডিং :** ডোনোভান ফেরেইরা (রাজস্থান)।
**হাতে থাকল :** ২১.৮ কোটি।

**মুম্বই ইন্ডিয়ান্স**
**ছেড়ে দিল :** করণ শর্মা, মুজিব উর রহমান, ভিগনেশ পুথুর।
**ট্রেডিং :** অর্জুন তেন্ডুলকার (লখনউ)।
**হাতে থাকল :** ২.৭৫ কোটি।

# রাসেলকে ছাড়ল নাইটরা

**মুম্বই, ১৫ নভেম্বর :** ইডেন গার্ডেন্সে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম টেস্ট নিয়ে উত্তেজনা বাড়ছে। 'টেস্ট উত্তাপ'-এর মাঝেই আগামী আইপিএলের জন্য দল গুছিয়ে নিতে ব্যস্ত ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি। ক্রিকেট মহলের চর্চার কেন্দ্রবিন্দু অবশ্য আন্দ্রে রাসেল। ১০ বছর ধরে কলকাতা নাইট রাইডার্সের সদস্য বিস্ফোরক ক্যারিবিয়ান অলরাউন্ডার রাসেলকে নিলামের আগে ছেড়ে দেওয়া হল। সঙ্গে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে গত বছর নিলামে চমকে দিয়ে ২৩.৭৫ কোটি টাকায় নাইট শিবিরে ফেরত আসা ভেঙ্কটেশ আইয়ারকে। গত আইপিএলে প্রত্যাশা অনুযায়ী খেলতে না পারাই মধ্যপ্রদেশের ক্রিকেটারের বিপক্ষে গিয়েছে। কেকেআর ধরে রাখেনি চার বিদেশি আনরিখ নর্তজে (৬.৫ কোটি টাকা), কুইন্টন ডি কক (৩.৬ কোটি), মইন আলি (২ কোটি) ও স্পেনসার জনসনকে (২ কোটি)। যার সুবাদে আসন্ন নিলামে সর্বাধিক ৬৪.৩ কোটি টাকা পকেটে নিয়ে টেবিলে বসার সুযোগ পাবে কেকেআর।

তবে সবকিছু ছাপিয়ে সামনে আসছে রাসেলকে ছেড়ে দেওয়া। আইপিএলে ১৪০ ম্যাচের কেরিয়ারে

### চেন্নাই থেকে বিদায় জাদেজার, আগমন সঞ্জুর

২৬৫১ রান করেছেন তিনি। নিয়েছেন ১২৩ উইকেট। যার সিংহভাগটাই এসেছে নাইটদের হয়ে। অবশ্য গত বছর সেই ফর্ম তিনি ধরে রাখতে পারেননি। ১০ ইনিংসে রাসেল করেন ১৬৭ রান। ১১.৯৪ ইকোনমি রেটে ২০২৫ আইপিএলে মাত্র ৮ উইকেট তিনি তুলতে পেরেছেন। সেইসঙ্গে ৩৭ বছর বয়সটা ও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়ে ফেলা তাঁর বিপক্ষে গিয়েছে।

শনিবার আনুষ্ঠানিকভাবে রবীন্দ্র জাদেজা ও স্যাম কুরানকে ছেড়ে রাজস্থান রয়্যালস থেকে সঞ্জু স্যামসনকে দলে নিল চেন্নাই সুপার কিংস। কুরানকে সঙ্গে নিয়ে নিজের প্রাক্তন দল রাজস্থানে ফিরলেন জাদেজা। চেন্নাইয়ে থাকার সময় ১৮ কোটি টাকা পেতেন জাদেজা। কিন্তু রাজস্থান থেকে তিনি পাবেন ১৪ কোটি টাকা। উলটোদিকে চেন্নাইয়ে যোগ দেওয়ার পরেও সঞ্জুর বেতন ১৮ কোটিই থাকছে।

দীর্ঘদিন ধরেই মহেন্দ্র সিং ধোনির উত্তরসূরি হিসেবে সঞ্জুকে দলে নেওয়ার চেষ্টা করছিল চেন্নাই। অবশেষে সেই লক্ষ্যে সফল তারা। তবে জাদেজাকে ছেড়ে দেওয়ায় অবাক চেন্নাইয়ের সমর্থকরা। গত ১২ বছর ধরে হলুদ জার্সিতে আইপিএল মাতিয়েছেন এই ভারতীয় অলরাউন্ডার। জানা যাচ্ছে, ধোনির সঙ্গে আলোচনা করে চেন্নাই ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জাদেজা।

*ম্যাচের আগে অ্যাঙ্গোলার রাষ্ট্রপতি জোয়াও লৌরেঙ্কোর হাতে বিশেষ জার্সি তুলে দেন আর্জেন্টিনার অধিনায়ক লিওনেল মেসি।*

# অ্যাঙ্গোলার বিরুদ্ধে প্রীতি ম্যাচে জয় মেসিদের

**লুয়ান্ডা, ১৫ নভেম্বর :** প্রীতি ম্যাচে অ্যাঙ্গোলার বিরুদ্ধে ২-০ গোলে জিতল আর্জেন্টিনা। শুক্রবার অপেক্ষাকৃত দুর্বল অ্যাঙ্গোলার বিরুদ্ধে আরও বড় ব্যবধানে জয় আশা করেছিলেন ফুটবলপ্রেমীরা। তবে তাদের সেই আশাপূরণ হয়নি। ম্যাচের ৪৪ মিনিটে লওটারো মার্টিনেজের গোলে এগিয়ে যায় আর্জেন্টিনা। এক্ষেত্রে অ্যাসিস্ট করেছিলেন স্বয়ং লিওনেল মেসি। কিন্তু এখানেই থেমে থাকেননি তিনি। ৮২ মিনিটে লওটারোর পাস থেকে ফিনিশ করে যান আর্জেন্টাইন মহাতারকা। গত ১১ নভেম্বর ছিল অ্যাঙ্গোলার ৫০তম স্বাধীনতা দিবস। সেই উপলক্ষ্যেই আর্জেন্টিনা দলকে এই প্রীতি ম্যাচ খেলার আমন্ত্রণ জানিয়েছিল আফ্রিকান দেশটি।

## সাইকেল সাফারি আজ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৫ নভেম্বর :** শিলিগুড়ি অ্যাথলেটিক্স ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের সাইকেল সাফারি রবিবার অনুষ্ঠিত হবে। অর্গানাইজেশনের তরফে বিবেকানন্দ ঘোষ জানিয়েছেন, এই অ্যাডভেঞ্চার কর্মসূচির উদ্দেশ্য হল পাহাড় এবং তরাইয়ে ভূমিধস নিয়ে মানুষকে সচেতন করা। এই সাইকেল সাফারিতে ৮৫ জন অংশ নিচ্ছে। যা আগামীকাল এনআরআই মাঠ থেকে শুরু করে তিনবাত্তি মোড়, মাল্লাগুড়ি, দার্জিলিং মোড়, সুকনা, বাগডোগরা ঘুরে আবার এনআরআই মাঠে এসে শেষ হবে।

স্মরণে

তপতী রায়
জন্ম: 05-01-1944, প্রয়াণ: 08-11-2025
(বাংলা : ২১শে কার্তিক, ১৪৩২ সন)
শ্রদ্ধানুষ্ঠান ও স্মরণ সভা : 21-11-2025
শুক্রবার মধ্যাহ্নে, অতিথি নিবাস, কাছারী মোড়, কোচবিহার।
তোমার প্রয়াণে আমরা গভীরভাবে শোকাহত :
ভাগ্যহীনা কন্যা : সুতপা রায় ও সুদীপ্তা রায় বসুনীয়া, জামাতা : গোবিন্দ রায় ও শীর্ষেন্দু কুমার রায় বসুনীয়া,
নাতি : অভীক রায় ও স্পন্দন রায় বসুনীয়া, নাতবউ : সাথী রায়।
মোহিত এপার্টমেন্ট, পাটাকুড়া, কোচবিহার।

*ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হওয়া বিশাখা দাস (বাঁয়ে) ও রত্না বর্মন।*

দুই শিবিরের কাঠগড়াতেই বাইশ গজ
-খবর উনিশের পাতায়

# মহিলা লিগে শতরান বিশাখার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৫ নভেম্বর :** মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের বিজয় ভৌমিক ও সংঘমিত্রা চক্রবর্তী ট্রফি মহিলা ক্রিকেট লিগে ফাইনালে উঠল এসএমকেপি রেড। সোমবার হিন্দি হাইস্কুলের মাঠে বিকেল ৫টায় ফাইনালে তারা মুখোমুখি এসএমকেপি ইয়েলোর। শনিবার রেড ১০ রানে হারিয়েছে এসএমকেপি ব্লু-কে। টসে জিতে রেড ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১১৯ রান করে। রত্না বর্মন ৪১ ও অঙ্কিতা মহন্ত ৩৫ রান করেন। জবাবে ব্লু ২০ ওভারে আটকে যায় ৪ উইকেটে ১০৯ রানে। ম্যাচের সেরা রত্না ১৩ রানে ২ উইকেট নেন।

প্রতিযোগিতায় প্রথম শতরান করলেন ইয়েলোর বিশাখা দাস (১০১)। ইয়েলো ৪৯ রানে জিতেছে এসএমকেপি গ্রিনের বিরুদ্ধে। টসে জিতে ইয়েলো ২২৩ রান করে। জবাবে গ্রিন ১৭৪ রানে আটকে যায়।

*ম্যাচের সেরার ট্রফি নিয়ে কে সাকির আলি। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে।*

# তরুণ তীর্থকে হারাল ওয়াইএমএ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৫ নভেম্বর :** মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ১০ দলীয় পিসি মিত্তাল, নারায়ণচন্দ্র দাস ও অজয়কুমার গুহ ট্রফি শিলিগুড়ি প্রিমিয়ার লিগ ফুটবলে ওয়াইএমএ ৩-০ গোলে তরুণ তীর্থকে হারিয়েছে। শনিবার কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে ৮ মিনিটে ওয়াইএমএ-কে এগিয়ে দেন কে সাকির আলি। ৭৮ ও ৮০ মিনিটে আরও দুইটি গোল করে তিনি নিজের হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করেন। ম্যাচের সেরা হয়ে সাকির পেয়েছেন বাসন্তী দে সরকার ট্রফি। রবিবার খেলবে মহানন্দা স্পোর্টিং ক্লাব ও বিবেকানন্দ ক্লাব।

# ভারতসেরা হলদিবাড়ির তনুশ্রীরা

**হলদিবাড়ি, ১৫ নভেম্বর :** উত্তরপ্রদেশের বরেলিতে অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়েদের জাতীয় স্তরের ভলিবলে চ্যাম্পিয়ন হল বাংলা দল। হলদিবাড়ির তনুশ্রী রায়ের নেতৃত্বে ফাইনালে বাংলা দল ২৫-১৫, ২৫-১৮ ও ২৫-৬ পয়েন্টে হারিয়েছে রাজস্থানকে। তার আগে তনুশ্রীরা সেমিফাইনালে কেরল ও কোয়ার্টার ফাইনালে হরিয়ানাকে হারিয়েছে। এই নিয়ে টানা তিনবার চ্যাম্পিয়ন হল বাংলা। ১২ জনের দলে ৫ সদস্য হলদিবাড়ি ব্লকের সীমান্তবর্তী দেওয়ানগঞ্জ হাইস্কুলের ছাত্রী- মল্লিকা রায়, তনুশ্রী রায় (একাদশ শ্রেণি) এবং শিউলি রায় সরকার, পূজা রায় ও তনুশ্রী রায় (দশম শ্রেণি)। স্কুলের ক্রীড়া শিক্ষক প্রসেনজিৎ দত্ত বলেছেন, 'পড়ুয়াদের এই সাফল্যের মূল কারিগর খেলোয়াড়দের স্থানীয় কোচিং ক্যাম্প ও প্রশিক্ষক তাপস রায়।' তাপসের মন্তব্য, 'দারিদ্র্যের মধ্যেও পরিশ্রমের ফল আজ পেয়েছে মেয়েরা। আশা করছি আগামীতে তারা দেশের হয়ে নামতে পারবে।' রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু চ্যাম্পিয়ন দলকে সামাজিক মাধ্যমে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

*চ্যাম্পিয়ন ট্রফির সঙ্গে তনুশ্রী রায়, মল্লিকা রায়, শিউলি রায় সরকাররা।*

## আশঙ্কা কাটাতে তৈরি ব্রুজোঁর পরিকল্পনা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ নভেম্বর :** সুপার কাপ সেমিফাইনালের আগে ছন্দ হারানোর আশঙ্কা কাটাতে দলকে কড়া অনুশীলনের মধ্যে রাখতে চাইছেন ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোঁ। শনিবার সকালে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন সংলগ্ন দুইটি মাঠে অনুশীলন করল লাল-হলুদের দুই দল। একদিকে অর্চিষ্মান বিশ্বাস ও বরুণ সেনগুপ্তর তত্ত্বাবধানে সিকিম গভর্নরস গোল্ড কাপের মহড়ায় ব্যস্ত ইস্টবেঙ্গলের রিজার্ভ দল। অন্যদিকে প্রস্তুতি সারলেন মহম্মদ রশিদ, পিভি বিষ্ণু, মিগুয়েল ফিগুয়েরা। সুপার কাপ সেমিফাইনালের আগে ব্রুজোঁর চিন্তার কারণ হতে পারে দুইটি বিষয়। এক, গ্রুপ পর্বে পাল্লা দিয়ে গোলের সুযোগ নষ্টের প্রবণতা। দুই, মাঝের লম্বা বিরতি।

প্রথম বিষয়টা নিয়ে যদিও বিশেষ কিছু বলছেন না তিনি। বরং অনুশীলনে বাড়তি পরিশ্রম করাচ্ছেন হামিদ আহদাদ, হিরোশি ইবুসুকিদের। বরং সেমিফাইনালের আগে বিরতি নিয়ে চিন্তিত তিনি। অস্কার বলেছেন, 'মাঝে বিরতি না থাকলেই ভালো হত। ডুরান্ড কাপ ও আইএফএ শিল্ড খেলার পর দল ছন্দ পেয়ে গিয়েছে। গ্রুপ পর্বে আমাদের পারফরমেন্সেই তা বোঝা যায়। এমন একটা সময় লম্বা বিরতি, ছন্দ হারানোর আশঙ্কা তো রয়েছেই। তবে মানিয়ে নেওয়া ছাড়া পথ নেই।' একইসঙ্গে পরিকল্পনাও ছকে ফেলেছেন ব্রুজোঁ। বলেছেন, 'আগামী এক সপ্তাহ ছেলেদের কড়া অনুশীলনের মধ্যে রাখব। তারপর ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু। এমনভাবে সূচি তৈরির কারণ, সেমিফাইনালের আগে লম্বা বিরতি যাতে দলের পারফরমেন্সে প্রভাব না ফেলে।'

## শিলিগুড়ি টিটি দল ঘোষিত

**শিলিগুড়ি, ১৫ নভেম্বর :** বুধবার থেকে শুরু ভারতী ঘোষ মেমোরিয়াল সপ্তম বর্ষ রাজ্য ও আন্তঃ জেলা টেবিল টেনিসের জন্য শিলিগুড়ি দল ঘোষণা হয়েছে। বৃহত্তর শিলিগুড়ি জেলা টেবিল টেনিস সংস্থার সচিব অনুপ বসু ঘোষিত ছেলেদের দলে রয়েছে- অভীক ধর, দেবরাজ ভট্টাচার্য, সপ্তার্ষ চক্রবর্তী, সিদ্ধান্ত শূর রায়, শীর্ষ রায় পাটোয়ারি (সিনিয়ার), দেবরাজ, অভীক, শীর্ষ, কৌস্তব চক্রবর্তী (অনূর্ধ্ব-১৯), দেবরাজ, কৌস্তব, সায়ন দাসগুপ্ত, মণীশ দাম (অনূর্ধ্ব-১৭), বিশাল মণ্ডল, রাজর্ষিপ্রতীম দত্ত, মণীশ, সিরাজ বর্ধন সিং (অনূর্ধ্ব-১৫), জেম মহালানবিশ, সৌমিক দেব, রিজায়ম মিত্র, আর্যভ রায় (অনূর্ধ্ব-১৩), ময়ূখ সরকার, তৃষাণজিৎ ঘোষ, তেজস জোশি ও রাজরূপ রায় (অনূর্ধ্ব-১১)। মেয়েদের দলে- সম্প্রীতি রায়, শতপর্ণী দে, প্রাচী ঘোষ, সৃজনী দে, পূজা পাল (সিনিয়ার), শ্রেয়া ধর, সায়ন্তনী দাসগুপ্ত প্রাচী, সান্বিষা দেব (অনূর্ধ্ব-১৯), শ্রেয়া, প্রতীতি পাল, সায়ন্তনী, প্রাচী (অনূর্ধ্ব-১৭), শ্রেয়া, প্রতীতি, বিবেষনা সাহা, রিনিভা সরকার (অনূর্ধ্ব-১৫), রিপর্ণা সাহা, দয়িতা রায়, অদ্বিতীয়া পাল, অলঙ্কৃতা চন্দ (অনূর্ধ্ব-১৩), দয়িতা, রূপকথা দাস, কৃতিকা শৈব ও ইন্দিরা সরকার (অনূর্ধ্ব-১১)। শিলিগুড়ি দলে কোচিংয়ের দায়িত্ব অভিজিৎ কুণ্ডু, দেবাশিস ঘোষ, সৌম্যজিৎ কার্জি ও অরিজিৎ দে পেয়েছেন। ম্যানেজার চন্দন দাস।

*সূর্যনগর পুরসভার মাঠে চলছে ১৬ দলের মহিলাদের ফুটসল।*

# দিশারির ফুটসলে সেমিতে উজ্জ্বল

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৫ নভেম্বর :** উত্তরের দিশারির ১৬ দলের মহিলাদের ফুটসল শনিবার সূর্যনগর পুরসভার মাঠে শুরু হয়েছে। উদ্বোধনী দিনে উজ্জ্বল সংঘ ফুটবল অ্যাকাডেমি সেমিফাইনালে উঠেছে। কোয়ার্টার ফাইনালে তারা জিতেছে রায়গঞ্জ স্পোর্টস ক্লাবের বিরুদ্ধে। এর আগে উজ্জ্বল ৩-২ গোলে হলদিবাড়ি দেশবন্ধু এসসি-কে হারিয়েছিল। রায়গঞ্জ ৬-৩ গোলে পিএইচএস৯২ ফুটবল অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে জয় পায়। দিশারির সচিব পিনাকী সরকার জানিয়েছেন, রবিবার আরও তিনটি কোয়ার্টার ফাইনাল হওয়ার পর সেমিফাইনাল ও ফাইনাল হবে। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন আইএফএ সহ সভাপতি সৌরভ পাল।

## দাজু সেন ট্রফি ফুটবল শুরু

**নিজস্বপ্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৫ নভেম্বর :** উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের দাজু সেন ট্রফি আন্তঃ কলেজ ফুটবল শনিবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে সূর্য সেন কলেজ ৪-০ গোলে হারিয়েছে বিকেএইচও-কে। রোনাক প্রধান জোড়া গোল করেন। তাদের বাকি দুইটি গোল জিৎ রায় ও আয়ুষ পাসওয়ানের। পিএমএস মহাবিদ্যালয় ৫-০ গোলে কার্সিয়াং কলেজকে বিধ্বস্ত করে। হ্যাটট্রিক করেন রাহুল ইন্দওয়ার। বিকি ওরাওঁয়ের জোড়া গোল রয়েছে। এসি কলেজ সাডেন ডেথে ৭-৬ গোলে জয় পায় নকশালবাড়ি কলেজের বিরুদ্ধে। নির্ধারিত সময়ে কোনও গোল হয়নি। রাজগঞ্জ কলেজ ২-০ গোলে হারিয়েছে মুন্সি প্রেমচাঁদ কলেজকে। গোলস্কোরার রোহিত আলম ও আশিস রায়।